بسم الله الرحمن الرحيم

# আরবী শোকগাঁথা রচনায় কবি আল-খানসা (রা:)-এর কৃতিত্ব

(Contributions of Poet Al-Khansa (RA) in Composing Arabic Elegy)

আরবী বিষয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত

## অভিসন্দর্ভ


তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. মো: আবদুল কাদির

চেয়ারম্যান

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ

গবেষক

ফারহানা

রেজিঃ ১৫২/২০১৫-২০১৬ ইং

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০



ফেব্রুয়ারি, ২০২১ ইং

*Dhaka University Institutional Repository*

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিষয়ে এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **আরবী শোকগাঁথা রচনায় কবি আল-খানসা (রা:)-এর কৃতিত্ব** (Contributions of Poet Al-Khansa (RA) in Composing Arabic Elegy) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মো: আবদুল কাদির, চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, এই শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে উপস্থাপিত হয়নি।

আমি আরো অঙ্গীকার করছি যে, আমার উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভে কোন Plagiarism (অন্যের লেখা আমার নিজের বলে চালানো) নেই।

তারিখঃ ঢাকা
ফেব্রুয়ারি, ২০২১ইং

নিবেদক

ফারহানা
এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
রেজিস্ট্রেশন: ১৫২/২০১৫-২০১৬ইং
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-২০১৬ইং

*Dhaka University Institutional Repository*

# প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম.ফিল গবেষক ফারহানা কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **আরবী শোকগাঁথা রচনায় কবি আল-খানসা (রা:)-এর কৃতিত্ব** (Contributions of Poet Al-Khansa (RA) in Composing Arabic Elegy) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এটি আরবী বিষয়ে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করার জন্য চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করছি।

অধ্যাপক ড. মো: আবদুল কাদির

তত্ত্বাবধায়ক ও চেয়ারম্যান

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

*Dhaka University Institutional Repository*

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

**الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد،**

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি মানবজাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টিজগতে প্রেরণ করেছেন। পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যার অসীম অনুগ্রহে **আরবী শোকগাঁথা রচনায় কবি আল-খানসা (:রা)-এর কৃতিত্ব** শীর্ষক গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে পেরেছি। আমি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার গবেষণাকর্মের শ্রদ্ধাভাজন তত্ত্বাবধায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান, অধ্যাপক ড .মো : আবদুল কাদের স্যার এর প্রতি। যিনি আমাকে গবেষণার বিষয় নির্বাচন, সঠিক দিক নির্দেশনা ও তথ্য-উপাত্তের সন্ধান দিয়ে সার্বিকভাবে এ গবেষণাকর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছেন। শত কর্মব্যস্ততা সত্বেও আমার গবেষণা কাজের অগ্রগতির জন্য অকৃপণভাবে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করেছেন। সমগ্র পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করে দিয়েছেন এবং মানোন্নয়নের জন্য সুচিন্তিত দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আমি তাঁর প্রতি চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী। আল্লাহ তাআলা স্যারকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সকল শ্রদ্ধেয় ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীর প্রতি। যারা বিভিন্ন সময়ে সুপরামর্শ ও খোঁজখবর নিয়ে আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে উৎসাহ যুগিয়েছেন।

আরো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরী ও অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি যারা বিভিন্ন তথ্য ও সেবা দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন।

*Dhaka University Institutional Repository*

সবিনয় শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদন করছি আমার বাবা ডা: শহীদুল্লাহ খন্দকার ও মা জুলেকা খাতুনের প্রতি যারা সর্বদা মন খুলে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করে এবং অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে আমার শিক্ষাজীবনকে করেছেন আলোকময়। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমার শ্বশুর বাবা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মোহাম্মাদ সালাহ্ উদ্দিনের প্রতি। যিনি সর্বদা গবেষণাকর্মটির অগ্রগতির খোঁজখবর নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। মহান আল্লাহ তায়ালা সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয়া শাশুড়ি মা মরহুমা তহুরা বেগম কে ও আমার মামা মরহুম নুরুল ইসলাম কে যাদের দোয়া ও ভালোবাসা পেয়েছি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জান্নাতবাসী করুন।

আন্তরিক ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার সহধর্মী মোহাম্মাদ শারফুদ্দিনের প্রতি। যিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে আমাকে তথ্য-উপাত্ত ও বইপত্র সংগ্রহ করে সহায়তা করেছেন। এছাড়াও গবেষণা কর্মটি যথাসময়ে শেষ করার জন্য বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

আরো যারা আমার গবেষণার কাজে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা ও উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে ইহ-পরকালীন কল্যাণ দান করুন। আমীন।

ফেব্রুয়ারি, ২০২১ইং

নিবেদক
ফারহানা
এম.ফিল গবেষক, আরবী
বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-
১০০০

*Dhaka University Institutional Repository*

# সংকেত সূচী

| | | |
|---|---|---|
| সা: | : | সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম |
| রা: | : | রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু/‘আনহা |
| রাহ. | : | রাহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি |
| তা. বি. | : | তারিখ বিহীন |
| হি. | : | হিজরী |
| খ্রি. | : | খ্রিষ্টাব্দ |
| খ. | : | খন্ড |
| সং. | : | সংস্করণ |
| মৃ. | : | মৃত্যু |
| ড. | : | ডক্টর |

*Dhaka University Institutional Repository*

# আরবী শোকগাঁথা রচনায় কবি আল-খানসা (রা:)-এর কৃতিত্ব

(Contributions of Poet Al-Khansa (RA) in Composing Arabic Elegy)

*Dhaka University Institutional Repository*

# সূচীপত্র


| অধ্যায় | অধ্যায়ের শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| | ভূমিকা | ১ - ৯ |
| প্রথম অধ্যায় | কবি আল-খানসা (রা:)-এর জীবনকথা | ১০ - ৩৯ |
| দ্বিতীয় অধ্যায় | কবি আল-খানসা (রা:)-এর কাব্য সাধনা | ৪০ - ৮৭ |
| তৃতীয় অধ্যায় | সমসাময়িক কবিদের মাঝে কবি আল-খানসা (রা:)-এর অবস্থান | ৮৮ - ১১২ |
| চতুর্থ অধ্যায় | আরবী শোকগাঁথা রচনায় কবি আল-খানসা (রা:)-এর কৃতিত্ব | ১১৩ - ১৫৮ |
| | পরিশিষ্ট | ১৫৯ - ১৬২ |
| | গ্রন্থপঞ্জী | ১৬৩ - ১৭৩ |

*Dhaka University Institutional Repository*

# ভূমিকা

কবিতা হল আরবী সাহিত্যের আদি রূপ। আর মৌখিক কবিতা ছিল কবিতা রচনার প্রাচীন ধরণ। যদিও সেই যুগের বেশিরভাগ কবিতা সংরক্ষণ করা হয়নি, যা এখনও অবধি আরবী কবিতার মধ্যে সেরা হিসাবে বিবেচিত হয়। আরবী কবিতার গবেষক ও সমালোচকরা সাধারণত কবিতাকে দুটি শ্রেণিতে শ্রেণিবদ্ধ করেন- প্রাচীন এবং আধুনিক কবিতা। বাগ্মিতা এবং শৈল্পিক মূল্য ছাড়াও প্রাক-ইসলামী কবিতা ব্যাকরণ এবং শব্দভান্ডার উভয় ক্ষেত্রেই প্রাচীন আরবী ভাষার জন্য একটি প্রধান উৎস এবং সেই সময়ের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তত্ত্ব হিসাবে বিবেচিত।

নিজ সম্প্রদায়ের প্রশংসা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিন্দায় রচিত শব্দমালা প্রাথমিকভাবে কবিতার কয়েকটি জনপ্রিয় রূপ বলে পরিগণিত হয়। তাছাড়া শক্তিশালী শব্দভাণ্ডার, বিষয়বস্তুর স্পষ্টতা এবং ছন্দের দ্যোতনা প্রাক-ইসলামী কবিতাকে পরবর্তী সময়ের কবিতাগুলোর থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে। অন্য একটি বিষয় হল রোমান্টিক বা নস্টালজিক উপস্থাপনা যা দিয়ে প্রাক-ইসলামিক কবিতা প্রায়শই শুরু হত। এই প্রাথমিক কবিতাগুলি কিছুটা হলেও ইসলামের নতুন উদীয়মান সময়ে ক্রমশ বিলুপ্তির দিকে এগুতে থাকে। কবিদের মধ্যে অনেকেই ধর্মান্তরিত হওয়ায়, ইসলাম সম্পর্কে বা প্রশংসায় কবিতা রচনার দিকে মনোনিবেশ করেন।

**কবিতা (الشعر) এর শাব্দিক অর্থ:**

কবিতা (الشعر) আরবী শব্দমূল (ش+ع+ر) থেকে নির্গত। শাব্দিক অর্থ হলো: শ্লোক, পদ্য, কাব্য, ইত্যাদি।

ইবনে ফারিস 'মাকাইসুল লুগাতে' বলেন, (الشعر) শব্দমূল (ش+ع+ر) থেকে নির্গত। শব্দটির দুটি অর্থ রয়েছে। একটি হলো, (ثبات) তথা দৃঢ়তা, আর অন্যটি হলো, (علم) তথা

জ্ঞান। যেমন বলা হয়, (شعرت بالشي) অর্থাৎ আমি ব্যাপারটি উপলব্ধি করেছি। কবি বা **شاعر** কে কবি এ কারণে বলা হয় যে, সে এমন কিছু উপলব্ধি করে যা অন্যরা করে না।[১]

**কবিতা (الشعر) এর পারিভাষিক অর্থ:**

সাহিত্যিকগণ বিভিন্নভাবে কবিতার সংজ্ঞা দিয়েছেন। তার মাঝে উল্লেখযোগ্য কিছু সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো:

১. আহমাদ আল-হাশেমী বলেন,

**إن الشعر كلام فصيح الموزون المقفي المعبر غالبا عن صور لخيال البديع**

কবিতা বলা হয় এমন বিশুদ্ধ, মাত্রাযুক্ত ও ছন্দময় কথামালাকে যা অধিকাংশ সময় বিস্ময়কর কাল্পনিক চিত্র প্রকাশ করে।[২]

২. কুদামা ইবনে জাফর বলেন,

**إن الشعر هو الكلام الموزون مقفي**

কবিতা বলা হয় মাত্রাযুক্ত ও ছন্দময় কথামালাকে।[৩]

৩. আহমাদ সাইয়্যাব বলেন,

**إن الشعر هو كلام موزون مقفي يدل على معنى، والأسباب المفردات التي يحيط بها حد الشعر، وهي اللفظ والمعنى والوزن والتقفي،**

কবিতা বলা হয় এমন মাত্রাযুক্ত ও ছন্দময় কথামালাকে যা কোনো অর্থের প্রতি নির্দেশ করে, আর শাব্দিক উপকরণ যা কবিতার সংজ্ঞাকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে তাহলো, শব্দ, অর্থ, মাত্রা ও ছন্দ।[৪]

---

১ ইবনে ফারিস, মাকাইসুল লুগা, তাহকীকঃ আব্দুস সালাম হারুন, (দারুল ফিকর : ১৯৭৯), খ.৩, পৃ. ১৯৪

২ আহমাদ আল-হাশেমী, জাওয়াহিরুল আদাব, (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ২০০৭), সং-১, পৃ. ২৫০

৩ মুহাম্মাদ যাগলুল সাল্লাম, আন-নাকদুল আদাবী আল-হাদীস, (মিশর : মাকতাবাতুল আনজুলু আল-মিশরিয়্যা, তা.বি.), পৃ. ৪৩

৪ আহমাদ সাইয়্যাব, উসুলুন নাকদিল আদাবী, (মিশর : মাকতাবুল নাহদাহ আল-মিশরিয়্যা, ১৯৬৪) সং-৭, প. ২৯৫

**আরবী কবিতার** (أغراض) **বিষয়বস্তু :**

আরব কবিগণ বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনা করতেন। তার মাঝে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো:

১. প্রশংসা মূলক (المدح) :

আরব কবিগণ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশংসা করে কবিতা রচনা করতেন। যেমন- জ্ঞান-বুদ্ধি, পবিত্রতা, ন্যায়পরায়ণতা, বীরত্ব ইত্যাদি। যখন কবিরা কবিতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে তখন থেকে প্রশংসামূলক কবিতা রচনা অধিক হারে আরম্ভ হতে শুরু করে। আর এ সকল কবিদের মাঝে অগ্রগণ্য ছিলেন কবি যুহাইর ইবনু আবী সুলমা, নাবিগাতুয যিবইয়ানি এবং আল-আ'শা।[৫] প্রশংসার ক্ষেত্রে কবি আল-আ'শা বলেন,

**ولم يسع في الأقوام سعيك واحد**

**وليس إناء للندى كإنائكا**

**سمعت بسمع الباع والجود والندى**

**فأدليت دلوي فاستقت برشائكا**

আপনি একা যে কাজ করেছেন গোত্রসমূহের আর কেউ তেমন কাজ করেনি। আর দানশীলতার ক্ষেত্রে আপনার পাত্রের মতো আর কোনো পাত্র নেই।

দু'বাহু প্রসারিত করে দানকারীর দানশীলতার কথা আমি শ্রবণ করেছি। তাই আমার পাত্র ঝুলিয়ে দিয়েছি এবং আপনার দানে সিক্ত হয়েছি।[৬]

৫ আহমাদ আল-হাশেমী, জাওয়াহিরুল আদাব, সং-১, পৃ. ৩৪৩

৬ তাম্মাম ত'মাহ, আগরা দুশ শে'রিল আরাবী, (https://sotor.com), ৩১/১০/২০২০

*Dhaka University Institutional Repository*

২. গর্ব বা অহংকার মূলক (**الفخر**) :

কবিরা নিজের এবং নিজের জাতি ও গোত্রের বিভিন্ন বিষয় যেমন- সুন্দর চরিত্র, দানশীলতা, বংশ গৌরব ও বীরত্ব ইত্যাদি নিয়ে গর্ব করে কবিতা রচনা করতেন।[৭] এ বিষয়ের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন, আল-আ'সা, লাবিদ ইবনু রবিআ, হাসসান ইবনু সাবিত, জারির, আল-ফারাযদাক, আল-মুতানাব্বি প্রমুখ। গর্ব বিষয়ে আল-মুতানাব্বি বলেন,

**أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي**

**وأسمعت كلماتي من به صمم**

**أنام ملء جفوني عن شواردها**

**ويسهر الخلق جراها ويختصم**

আমি সেই ব্যক্তি, অন্ধও যার সাথে শিষ্টাচারিতা বজায় রাখে এবং বধীর ও যার কথা শ্রবণ করে।

আমি তখনও নিশ্চিন্তে চোখ ভরে ঘুমাই। যখন মানুষেরা জাগ্রত থেকে ঝগড়া-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্ক করে।[৮]

৩. বীরত্বগাঁথা (**الحماسة**) :

কবিগণ যুদ্ধের মাঠে নিজেদের এবং নিজ গোত্রের বীরদের বীরত্বের কথা বর্ণনা করে কবিতা রচনা করতেন।[৯] বীরত্ব বিষয়ের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন, আল-আ'সা, তরফা ইবনুল আবদ, আনতারা বিন শাদ্দাদ, আবু তাম্মাম, আল-মুতানাব্বি প্রমুখ।

৭ আহমাদ আল-হাশেমী, জাওয়াহিরুল আদাব, পৃ. ৩৪৩

৮ তাম্মাম ত'মাহ, আগরাদুশ শে'রিল আরাবী, (https://sotor.com) ৩১/১০/২০২০

৯ আহমাদ আল-হাশেমী, জাওয়াহিরুল আদাব, প. ৩৪৩

বীরত্ব বিষয়ে কবি আনতারা বলেন,

**ولقد ذكرتك والرماح نواهل**

**مني، وبيض الهند تقطر من دمي**

**فوددت تقبيل السيوف لأنها**

**لمعت كبارق ثغرك المتبسم**

আমি তখনও তোমাকে স্মরণ করেছি যখন বরশা আমার রক্ত পান করছিল, এবং হিন্দুস্থানের তরবারি থেকে আমার রক্ত টপ টপ করে পরছিল।

আমি তরবারিকে চুম্বন করতে ভালোবাসি। কেননা তা তোমার শুভ্র উজ্জল সামনের পাটির দাঁতের মতো মুচকি মুচকি হাসে।[১০]

৪. নিন্দাসূচক (الهجاء) :

আরব কবিগণ নিজেদের শত্রুদের বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করে নিন্দা সূচক কবিতা রচনা করতেন।[১১] যারা নিন্দাসূচক কবিতা রচনা করেছেন তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য কবি হলেন, নাবিগাতুয যিবইয়ানি, আল-হুতাইয়া, আউস ইবনু হাজার, আল-ফারাযদাক, জারির, আল-আখতাল প্রমুখ। নিন্দা বর্ণনায় কবি আল-হুতাইয়া বলেন,

**أبت شفتاي اليوم إلا تكلما**

**بشر فما أدري لمن أنا قائله**

**أرى لي وجها شوه الله خلقه**

**فقبح من وجه وقبح حامله**

নিকৃষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে আজ আমার মুখ কথা বলবেই। সুতরাং আমি জানি না তাকে আমি আজ কী বলব।

---

১০ মুয়াল্লাকাতু আনতারা বিন শাদ্দাদ

১১ আহমাদ আল-হাশেমী, জাওয়াহিরুল আদাব, প. ৩৪৩

*Dhaka University Institutional Repository*

আমার সামনে আজ আল্লাহ তার আকৃতিকে বিকৃতি করে দিবেন। সুতরাং সে একজন মন্দ চেহারার অধিকারী এবং মন্দ বোঝা বহনকারী।[১২]

৫. বর্ণনা মূলক (الوصف) :

কবিগণ বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করে এমনভাবে কবিতা রচনা করতেন যে, শ্রোতা বা পাঠকদের মনে হতো সে যেন তা অবলোকন করতে পারছে।[১৩] এই ধরণের কবিতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কবি হলেন, আনতারা বিন শাদ্দাদ, ইমরুল কাইস, আল-আ'শা, আউস ইবনু হাজার, আল-ফারাযদাক, আবু নুওয়াস, আর-রায়ি আন-নুমাইরি, ইবনুল মু'তায, যুর-রিমা ইবনু খাফাযা প্রমুখ। আর-রায়ি আন-নুমাইরি বলেন,

**متوقع الأقران فيه شهبة**

**هش اليدين تخاله مشكولا**

**كدخان مرتجل بأعلى تلعة**

**غرثان ضرم عرفجا مبلولا**

যুগের আশার মাঝে অনেক সন্দেহ রয়েছে। দু'হাতের দুর্বলতায় তুমি তাকে একই মনে করবে।

যেন তা টিলার উপরে অপ্রত্যাশিত ধুয়ার মতো। যা ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মনে আশার আলো প্রজ্জলিত করে।[১৪]

৬. প্রেমগাথা (الغزل) :

কবিগণ তাদের নিজের প্রেমের কথা উল্লেখ করে কবিতা রচনা করতেন। যার মাঝে তার প্রেমের বিবরণ ও প্রেমিকার রুপ যৌবনের কথা উল্লেখ থাকত।[১৫] এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য

১২ তাম্মাম ত'মাহ, আগরাদুশ শে'রিল আরাবী, (https://sotor.com) ৩১/১০/২০২০

১৩ আহমাদ আল-হাশেমী, জাওয়াহিরুল আদাব, প. ৩৪৩

১৪ তাম্মাম ত'মাহ, আগরাদুশ শে'রিল আরাবী, (https://sotor.com), ৩১/১০/২০২০

১৫ আহমাদ আল-হাশেমী, জাওয়াহিরুল আদাব, প. ৩৪৩

কবি হলেন, ইমরুল কাইস, আনতারা বিন শাদ্দাদ, উমর ইবনু আবি রবিআ প্রমুখ। প্রেমগাথা রচনায় কবি ইমরুল কাইস বলেন,

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

بسقط اللوى بين الدخول فحومل

فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها

لما نسجتها من جنوب وشمأل

দাঁড়াও বন্ধুদ্বয়। আমার প্রিয়া এবং তার বাড়ির স্মৃতিচারণে কিছুক্ষণ ক্রন্দন করব। যে বাড়িটি ছিল দাখুল আর হাওমালের মাঝামাঝি বালুর টিলার কাছে।
তুদিহ এবং মাকরাতের মাঝে অবস্থিত সে বাড়ির চিহ্ন উত্তর ও দক্ষিণের বায়ু আজও মিটিয়ে দিতে পারেনি।[১৬]

৭. শোকগাঁথা (الرثاء) :

দুঃখ-কষ্ট, ব্যাথা-বেদনা মানব হৃদয়ের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যা মহান আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে তৈরী করে দিয়েছেন। মানুষ কষ্ট পেলে যন্ত্রণা পায় এবং ব্যথা অনুভব করে। আর ব্যাথা হলো একটি অভ্যন্তরীণ বা মানসিক বিষয়, যা মানুষের অন্তরে বয়ে চলে এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটে। সুতরাং মানুষ তাদের মনের ব্যথা, দুঃখ-কষ্ট এবং যন্ত্রণাকে বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রকাশ করে। মানুষ তাদের দুঃখ-কষ্ট থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচার জন্য অথবা তাদের বেদনাকে হালকা করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে। তন্মধ্যে শোকগাঁথা অন্যতম। আর শোকগাঁথা এমনই একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে দুঃখ-ভারাক্রান্ত ব্যক্তি তার মনের দুঃখকে এবং যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষ তার মনের যন্ত্রণাকে আবেগ-অনুভূতি মিশ্রিত করে ব্যক্ত করতে পারে।

আরব কবিগণ নিজেদের আত্মীয়স্বজন, প্রিয়জন, গোত্রের নেতা, বীর বাহাদুরদের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করে শোকগাঁথা রচনা করতেন।[১৭] শোকগাঁথার উল্লেখযোগ্য কবি হলেন,

---

১৬ মুয়াল্লাক্বাতু ইমরুল কাইস

১৭ আহমাদ আল-হাশেমী, জাওয়াহিরুল আদাব, প. ৩৪৩

আল-খানসা, আবুল আ'লা আল-মায়াররি, মালিক ইবনুর রইব, আবু যুয়াইব আল-হাযালি, ইবনুর রুমি প্রমুখ। শোকগাঁথার ক্ষেত্রে ইবনুর রুমি বলেন,

**توخى حمام الموت أوسط صبيتي**

**فلله، كيف اختار واسطة العقد**

**لقد قل بين المهد واللحد لبثه**

**فلم ينس عهد المهد إذ ضم في اللحد**

মৃত্যু আমার মধ্যম শিশু সন্তানকে কামনা করছে। আল্লাহর কসম, আমি কিভাবে হারের মধ্যভাগকে নির্বাচন করব।

দোলনা এবং কবরের মাঝে তার অবস্থান খুবই সামান্য সময় হয়েছে। সে দোলনার যুগ ভুলে যাওয়ার পূর্বেই কবরে চলে যাচ্ছে।[১৮]

আরবী কবিতা প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধ বহন করে যা তাদের জীবনের চিত্রকে ফুটিয়ে তোলে। বিশেষকরে জাহেলী এবং প্রাক ইসলামী যুগের কবিতাগুলো। সে সময়ে কবিগণ বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনা করতেন এবং তাদের কবিতাগুলো বিভিন্ন বৈশিষ্টে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত ছিল। তবে আরবী শোকগাঁথার ক্ষেত্রে কবিদের বিশেষ কাব্যশৈলী মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রভাব বিস্তার করতো। আরবী শোকগাঁথাকে যিনি কাব্যশৈলীর চূড়ান্ত রূপ দিয়েছিলেন তিনি হলেন কবি আল-খানসা (রা:)।

কবি আল-খানসা (রা:) একজন মুখাদরাম কবি, কারণ তিনি জাহেলী এবং ইসলামী উভয় যুগই পেয়েছিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ আরব কবিদের অন্যতম একজন কবি, বিশেষ করে তিনি অসংখ্য শোকগাঁথা রচনা করেছেন এবং শোকগাঁথায় অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি শোকগাঁথার নির্মাণ শৈলীতে নতুনত্ব আনয়ন করে তাতে নতুন রূপ দিয়েছেন। যার কারণে তিনি শোকগাঁথায় তাঁর পূর্বের এবং পরের সকল কবিদের মাঝে নিজেকে শ্রেষ্ঠ

১৮ তাম্মাম ত'মাহ, আগরাদুশ শে'রিল আরাবী, (https://sotor.com) ৩১/১০/২০২০

কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। আর এ ব্যাপারটিই আমাকে আমার এ গবেষণা কর্মের বিষয় **আরবী শোকগাঁথা রচনায় কবি আল-খানসা (রা:)-এর কৃতিত্ব** নির্ধারণে উদ্বুদ্ধ করে।

আমার এ অভিসন্দর্ভ বা গবেষণা কর্মটিকে আমি একটি ভূমিকা, চারটি অধ্যায় এবং একটি পরিশিষ্টে সাজিয়েছি। সবশেষে রয়েছে সহায়ক গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা। আশা করি অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও গবেষক এতদ বিষয়ে উপকৃত হতে পারবে এবং বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ্।

# প্রথম অধ্যায়

## কবি আল-খানসা (রা:)-এর জীবন কথা

# কবি আল-খানসা (রা:)-এর যুগ

তুমাদির বিনতে আমর যিনি আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে ‘‘আল-খানসা’’ নামে সুপরিচিত। যাকে আরবী শোকগাঁথার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে মনে করা হয়। তিনি জাহেলী যুগে হিজাজে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ইসলামের আলোক শিখা প্রজ্জ্বলিত হওয়ার পর রাসূল (সা:) এর নিকট মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন।

যে সকল কবি জাহেলী যুগে[১৯] জন্ম গ্রহণ করে জাহেলী যুগেই মৃত্যু বরণ করেছেন তাদেরকে জাহেলী যুগের কবি বলা হয়। আর যে সকল কবি জাহেলী যুগে জন্ম গ্রহণ করে ইসলামী যুগও পেয়েছেন তাদেরকে মুখাদরাম কবি[২০] বলা হয়। কবি আল-খানসা (রা:) জাহেলী এবং ইসলামী উভয় যুগ পেয়েছিলেন। তিনি জাহেলী যুগে তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক সময় অতিবাহিত করেছেন। তাঁর কাব্য জীবনের একেবারে শেষদিকে এসে তিনি ইসলামের আলোয় আলোকিত হন।

যেহেতু কবি আল-খানসা (রা:) জাহেলী এবং ইসলামী উভয় যুগ পেয়েছেন এ কারণে অধিকাংশ সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক তাকে মুখাদরাম কবি হিসেবে উল্লেখ করেন।

---

১৯ আরবী সাহিত্যের ইতিহাস প্রায় দু’হাজার বছরের। এ দীর্ঘকালের ইতিহাসকে জানবার ও বুঝবার জন্য কয়েকটি যুগে ভাগ করে নেয়া যায়। যেমন- প্রাচীন যুগ অর্থাৎ জাহিলী যুগ। ইসলাম আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত যুগকে জাহিলী যুগ নামে নামকরণ করা হয়ছে। ইতিহাসের বাকী অংশটুকু ইসলামী যুগ নামে অভিহিত করা যায়, কারণ এ যুগের আরবী সাহিত্য কোন না কোনভাবে ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই ইসলামী যুগকে নিম্নলিখিত চারটি পর্ব বা পর্যায়ে ভাগ করে নিতে পারি।
ক-প্রথম পর্ব :ইসলামের প্রচার থেকে উমাইয়াদের পতন পর্যন্ত ( ৬১০খ্রি. – ৭৫০ খ্রি.)
খ দ্বিতীয়-পর্ব :আব্বাসীদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া থেকে মঙ্গোলদের হাতে বাগদাদের পতন পর্যন্ত (হি. ১৩২/৬৫৬ খ্রি. - হি.৭৫০/১২৫৮ খ্রি.)
গ-তৃতীয় পর্ব : বাগদাদের পতন থেকে আরবদের নাহদাহ (নব উত্থান) পর্যন্ত (হি. ৬৫৬/১২১৩ খ্রি. – হি. ১২৫৮/১৭৯৮ খ্রি.)
ঘ-চতুর্থ পর্ব : আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁর যুগ (হি. ১২১৩/১৭৯৮ খ্রি. – পরবর্তী কাল); আ .ত .ম .মুছলেহউদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮২) পৃ. ১২৮

২০ ইমাম সুয়ুতী রাহ.বলেন, মুখাদরাম কবি,যারা জাহিলী যুগে কবিতা রচনা করেছেন অতঃপর ইসলামও পেয়েছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, হাসসান ইবনে সাবিত, লাবিদ ইবনে রবীআ, নাবিগা ইবনে জা’দাহ, আয-যাবারকান ইবনে বদর, আমর ইবনু মা’দিকারব, কা’ব ইবনে যুহাইর এবং মাআন ইবনে আওস প্রমুখ। আল-মুযহির, (দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা, তা. বি.), খ.১, পৃ. ২৯৬

আবার যেহেতু তাঁর কাব্য জীবনের স্বর্ণযুগ ছিল জাহেলী যুগ এ কারণে কোন কোন ঐতিহাসিক তাকে কেবলমাত্র জাহেলী যুগের কবি মনে করেন।[২১]

ইবনে কুতাইবা[২২] আশ-শে'র ওয়াশ শুয়ারা তে বলেন, কবি আল-খানসা (রা:) জাহেলী যুগের কবি।[২৩]

এমনিভাবে ইবনে সাল্লাম আল-জুমাহি[২৪] এর নিকটও কবি আল-খানসা (রা:) জাহেলী যুগের কবি।[২৫]

যেমন কবি লাবিদ ইবনে রবিআ (রা:)[২৬] কে জাহেলী যুগের কবি হিসেবে ধরা হয় যদিও তিনি দীর্ঘ সময় ইসলামী যুগে অতিবাহিত করেছেন, কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর

---

২১ আয়েশা বিনতুশ শাতি-ই, আল-খানসা, (নাওয়াবিগুল ফিকরিল আরাবী : দারুল মাআ'রিফ, ১৯৬৩), সং-২, পৃ. ৯

২২ তিনি আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতাইবা আদ-দিনওয়ারী। তিনি ২১৩ হিজরীতে বাগদাদ অথবা কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মূলত ফারসী অথবা তুর্কীবংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি কোরআন হাদীসের পাশাপাশি ফিকাহ, ব্যাকরণ এবং গণিত শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি বাগদাদের বিভিন্ন মসজিদে বহু আলিম থেকে ভাষা,শরীয়ত এবং হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি দিনওয়ার শহরে কাযী নিযুক্ত হয়েছিলেন তাই তাকে দিনওয়ারী বলা হয়। তিনি বাগদাদে ২৭৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইবনে কুতাইবাকে আব্বাসী যুগে আল-জাহিয এর পর সবচেয়ে বড় সাহিত্যিক লেখক হিসাবে গণ্য করা হয়। তবে তিনি আল-জাহিয এর মত মু'তাযিলা ছিলেন না বরং তিনি সুন্নী ছিলেন। কুরআন হাদীস এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তার অনেক সংকলন রয়েছে। ড. শাওকী দইফ, তারিখুল আদাবিল আরাবী, আল-আসরুল আব্বাসী আস-সানী, (মিশর : দারুল মাআরিফ), ২য় সং, পৃ.৬১১/৬১২

২৩ ইবনে কুতাইবা, আশ- শে'র ওয়াশ শুআ'রা, (কায়রো : দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা, ১৩৪৬ হি.), খ.১, পৃ.৩০২

২৪ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে সাল্লাম আল-জুমহি, তিনি বসরায় খলীল ইবনে আল-ফারাহিদী-এর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। তার সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম হলো, তবকাতুশ শুয়ারা। এটি আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে সংকলিত প্রথম কিতাব। তিনি একজন সাহিত্য সমালোচক ছিলেন। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন। সাহিত্যের বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং ব্যাখা বিশ্লেষণ করেছেন। তার কিতাব বিশেষভাবে দুটি চিন্তা ধারণ করে, এক; কবিতার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা এবং দুই; কবিদের নিয়ে আলোচনা। হান্না আল-ফাখুরী, তারিখুল আদাবিল আরাবী, পৃ.৭৬১

২৫ আয়েশা বিনতুশ শাতি-ই, আল-খানসা, পৃ.৯

২৬ কবি লাবীদ বিন্ রবী'আহ (রাঃ) আমির গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। মু'আল্লাকার কবিদের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি। আবু' উবাইদা তাকে কবি তরফার উপরে স্থান দিয়েছেন। যুররুম্মার মতে তিনি জাহিলী কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি কবিত্ব, সাহস ও বীরত্ব এবং অশ্বারোহণে বিশেষ দক্ষতার জন্য আরবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদীনায় উপস্থিত হয়ে রাসূল (সা:) এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন ও তাঁর গোত্রের লোকেরাও তাঁর অনুসরণ করে। তারপর তিনি আর কাব্যচর্চা করেননি। এ জন্যই ইসলাম গ্রহণের পর দীর্ঘদিন জীবিত থাকলেও তাঁকে প্রাক-ইসলামী যুগের কবিদের মধ্যে শামিল করা হয়। হযরত উমর (রাঃ) এর খেলাফতকালে কুফা শহর আবাদ হলে তিনি সেখানে এসে বসবাস করতে থাকেন। একশত পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে আমীর মু'আভিয়ার রাজত্বের প্রথম দিকে ৪১ হিজরীতে (৬৬১ খ্রি.) তিনি ইনতিকাল করেন। বেদুঈনদের ভাল গুণগুলো কবি লবীদের জীবনে পরিস্ফুট হয়েছিল। তিনি ছিলেন সাহসী, দানশীল ও অতিথি পরায়ণ। তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ ছিল প্রকট। অসাধারণ কাব্য প্রতিভারও অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি শোকগাঁথা রচনায়ও পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মু'আল্লাকা মরুজীবনের একটি চিত্তাকর্ষক চিত্র। শুধু তাই নয় বেদুঈন মনের অভিব্যক্তিতে কবিতাটি সমুজ্জ্বল। আ .ত .ম .মুছলেহউদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৮৯/৯০

কুরআনের কাব্যিক বিন্যাসের কাছে নিজের কাব্য সত্ত্বাকে বিলিয়ে দেন। ফলে তিনি নিজ থেকে কবিতা রচনা করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বলা হয়, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কেবলমাত্র তিনটি পংক্তি রচনা করেছিলেন।

তবে হাসসান বিন সাবিত (রা:)[২৭] এর ব্যাপার তেমন নয় কেননা তাঁর কাব্য জীবন ইসলামী যুগে শৈল্পিক রূপ লাভ করে। তিনি শাইরুর রাসূল অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবি হিসেবে উপাধি লাভ করেন। যেমনিভাবে তিনি জাহেলী যুগে খাযরায গোত্রের কবি হিসেবে উপাধি লাভ করেছিলেন।[২৮]

যারা কবি আল-খানসা (রা:) কে জাহেলী যুগের কবি মনে করেন তাদের যুক্তি হলো কবি আল-খানসা (রা:) ইসলামী যুগে উল্লেখযোগ্য কোন কবিতা রচনা করেননি, তিনি যে কবিতাগুলোর মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁর সবগুলোই জাহেলী যুগে রচিত তাই তিনি জাহেলী যুগের কবি। আর যারা কবি আল-খানসা (রা:) কে মুখাদরাম কবি বলেন

---

২৭ কবি আবুল ওলীদ হাসসান বিন্ সাবিত খাযরাজ্ গোত্রের বনূ নাজ্জার শাখায় হিজরতের প্রায় ষাট বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। মদীনার অন্য একটি গোত্র হলো আওস। আওস ও খাযরাজ্ উভয় গোত্রই আযদ গোত্রের বংশধর। এরা দক্ষিণ আরবের অধিবাসী। ইসলামের পূর্বে এ দু'গোত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ লেগে থাকতো। মদীনায় ইয়হুদীদেরও বাস ছিল। এ দু'গোত্রের অনৈক্যের ফলে ইয়হুদীরা প্রায়ই তাদের উপর কর্তৃত্ব করতো। কায়েস্ বিন্ হাতীম ছিলেন আওস এর কবি। দু'গোত্রের যুদ্ধ বাধলে কবি কায়েস্ আওসের পক্ষে ও কবি হাসসান খাযরাজের পক্ষে কবিতার লড়াই লড়তেন। জাহিলী যুগেই হাসসান কবি হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। উকাযের মেলায় কবি আ'শা ও কবি খানসার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তিনি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। রাসূলল্লাহ (সা:) মদীনায় আসলে হাসসান মদীনাবাসীদের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। আনসাররা সর্বস্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা:) তথা ইসলামী আন্দোলনকে সাহায্য করেছিলেন। কবি যুদ্ধের ময়দানে তীর তরবারি ব্যবহার করতে সমর্থ ছিলেন না,কিন্তু তাঁর রচনা দিয়ে তিনি ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। কুরাইশের কতিপয় কবি রাসূলুল্লাহ ( সাঃ) ও সাহাবীদের কুৎসা বর্ণনা করে কবিতা রচনা করলে তাদের জবাব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কবি হাসসান ও আরো দু'জন আনসার কবি এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কুরাইশদের কুৎসায় কবিতা রচনায় উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ ( সাঃ) কবিকে বলেছিলেন " আমিও তো কুরাইশী, তুমি তাদের নিন্দা কি করে করবে?চ উত্তরে তিনি বলেছিনে, মথিত আটা থেকে যে ভাবে চুল বের করে আনা হয় আমি সেভাবে আপনাকে বের করে আনবো"। তাঁর জন্য মসজিদে নবভীতে মিম্বর স্থাপন করা হয়েছিল, তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে কবিতা আবৃত্তি করতেন। রাসূলুল্লাহ ( সাঃ) তাঁর কবিতা শুনে বলতেন, "হে আল্লাহ্, রুহুল কুদুসকে দিয়ে তাকে সাহায্য কর"। কবি হাসসান ইসলামের পূর্বে তাঁর গোত্র "খাযরাজের কবি", রাসূলুল্লাহ ( সাঃ) এর জীবদ্দশায় "রাসূলের কবি" এবং তার পরে ইয়ামেনের কবি রূপে বিশিষ্ট হয়ে আছেন। বিশেষ করে, শা'ইরূর রাসূল হওয়ার সৌভাগ্য একমাত্র তাঁরই হয়েছিল। আরবদের মতে তিনি মক্কা, মদীনা ও তাইফের শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি প্রধান সাহাবীদের একজন বলে গণ্য ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ( সাঃ) এর ইনতিকালের পরও তাঁকে খলীফারা উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। মৃত্যুর কিছু কাল পূর্বে তিনি দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমীর মু'আভিয়ার খেলাফত কালে ৫৪ হিজরীতে একশ বিশ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। আ .ত .ম .মুছলেহউদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.১৬০-১৬৪

২৮ আয়েশা বিনতুশ শাতি-ই, আল-খানসা, পৃ.৯

তাদের যুক্তি হলো, তিনি যেহেতু জাহেলী এবং ইসলামী উভয় যুগই পেয়েছিলেন তাই তিনি একজন মুখাদরাম কবি।

## কবি আল-খানসা (রা:)-এর নাম এবং বংশ ধারা

কবি আল-খানসা (রা:) এর নাম হলো, ''তুমাদির'' তাঁর বংশধারা হলো, তুমাদির বিনতে আমর ইবনে আল-হারিস ইবনে আশ-শারিদ ইবনে রিয়াহ ইবনে ইকযাহ ইবনে আসিয়্যা ইবনে খাফাফ ইবনে ইমরাউল ক্বাইস ইবনে বাহসাহ ইবনে সুলাইম ইবনে মানসুর ইবনে ইকরামাহ ইবনে খুসফাহ ইবনে ক্বাইস ইবনে আইলান ইবনে মুদার।[২৯]

''আল-খানসা'' হলো, তাঁর উপাধি। ''আল- খানসা'' অর্থ হলো, ''বন্য গাভী''। কবি আল-খানসা (রা:) এর চোখ দুটি অনেক সুন্দর ছিল, আর সুন্দর চোখের জন্য তিনি ''আল-খানসা'' উপাধি লাভ করেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁর চোখ দুটিকে সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে বন্য গাভীর চোখের সাথে তুলনা করা হতো আর সে দিকে লক্ষ্য করেই তাঁকে ''আল-খানসা'' উপাধি দেওয়া হয়।[৩০]

কবি আল-খানসা (রা:) আরবের বনী সুলাইম গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁর গোত্রকে জাহেলী যুগে আরবের গোত্রগুলোর মাঝে সম্মান মর্যাদা এবং শক্তি সামর্থের দিক দিয়ে প্রভাবশালী গোত্র হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তাঁর পিতা আমর ইবনুল হারিস গোত্রের নেতা এবং আরবে পারস্য সম্রাট কিসরার প্রতিনিধি ছিলেন।[৩১]

২৯ আবুল ফারাজ আল-ইস্ফাহানী, কিতাবুল আগানী, (বৈরুত : দারু সদির, তা.বি.) খ.১৩, পৃ.১৩৮
৩০ কারাম আল-বুসতানী, শে'রুল খানসা, (বৈরুত : মাকতাবাতু সদির, ১৯৭০), পৃ.৫
৩১ আয়েশা বিনতুশ শাতি-ই, আল-খানসা, পৃ.৩০

## কবি আল-খানসা (রা:)-এর জন্ম

ঐতিহাসিকগণ সুস্পষ্টভাবে কবি আল-খানসা (রা:) এর জন্ম সন বর্ণনা করেননি বরং তারা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জাহেলী যুগে জন্ম গ্রহণ করে ইসলামী যুগ পেয়েছেন এবং রাসূল (সা:) এর নিকট মুসলমান হয়ে হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।[৩২]

প্রাচ্যবিদ কারানকুফ বলেন, 'আমাদের জন্য কবি আল-খানসা (রা:) এর জন্ম তারিখ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইতিহাসের সমন্বয় সাধন করা অত্যন্ত কঠিন। তবে আমরা আলোচনা করেছি তাঁর পুত্র আবু সাজারাহ যার রিদ্দার যুদ্ধে অসামান্য অবদান ছিল, যে যুদ্ধটি তের হিজরিতে সংঘটিত হয়, তখন তাঁর বয়স ছিল অধিক গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী আনুমানিক ত্রিশ বছর, সুতরাং আমরা এটা বলতে পারি তখন কবি আল-খানসা (রা:) এর বয়স ছিল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বা তার থেকে একটু বেশী।'[৩৩]

তবে প্রাচ্যবিদ জিবরিলি, আল-আব লুইস সেখু এবং অধ্যাপক ফুয়াদ আফরাম আল-বুসতানি এর মতে কবি আল-খানসা (রা:) ৫৭৫ সনে জন্ম গ্রহণ করেন।[৩৪]

## কবি আল-খানসা (রা:)-এর জন্ম স্থান

কবি আল-খানসা (রা:) তৎকালীন আরবের সুপ্রসিদ্ধ বনী সুলাইম গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। বনী সুলাইম গোত্র হিজাজের উত্তর দিকে নজদের নিকটবর্তী এলাকায় বসবাস করতো, কবি আল-খানসা (রা:) সেখানেই জন্ম গ্রহণ করেন।[৩৫]

---

৩২ প্রাগুক্ত, পৃ.২৩

৩৩ কারানকুফ, মাদ্দাতুল খানসা, দাইরাতুল মাআ'রিফিল ইসলামিয়্যা

৩৪ আয়েশা বিনতুশ শাতি-ই, আল-খানসা, পৃ.২৩

৩৫ ওমর ফাররুখ, আল-মিনহাজুল জাদীদাহ ফিল আদাবিল আরাবী, (বৈরুত : দারুন লিল মালায়ীন, ১৯৬৮), খ.১, পৃ.৮০

# কবি আল-খানসা (রা:)-এর শৈশব এবং কৈশোর

কবি আল-খানসা (রা:) জন্ম গ্রহণ করে শৈশব এবং কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে উপনীত হন কিন্তু তাঁর মাঝে তখন পর্যন্ত এমন কিছু পরিলক্ষিত হয়নি যার মাধ্যমে তিনি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন অথবা মানুষ তাঁর প্রতি লক্ষ্য করবে, কেবলমাত্র তাঁর সৌন্দর্য ব্যতীত। আর তিনি নিজের প্রতি তাঁর পিতা আমর এবং দুই ভাই সখর এবং মুয়াবিয়ার ভালবাসা অনুভব করতেন, এমনকি তা তাঁকে আত্মগরিমা এবং অহমিকার পর্যায়ে নিয়ে যায়। তিনি যে সময় এবং যে পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছেন সে পরিবেশে এ ব্যাপারটি খুব বেশী আশ্চর্যের বিষয় ছিলনা।[৩৬]

তাঁর পিতা একজন সম্মানিত ব্যক্তি, দুই ভাই গোত্রের নেতা। যাদেরকে নিয়ে পিতা পরিতৃপ্ত এবং আরবদের উপর গর্ব করেন। সুতরাং পারিবারিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সম্মানের অধিকারিনী আর ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন সৌন্দর্যের অধিকারিনী, আর এ দুটি বিষয়ের উপরই সাধারণত নারীরা গর্ব করে থাকেন। যখন তাঁর মাঝে এ দুটি বিষয় একত্রিত হয় তখন তিনি গর্ব এবং সম্মানের সকল কিছুই পেয়ে যান, আর এটা তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।[৩৭]

আর এ বিষয়টি তখন প্রকাশ পায় যখন আরবের প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী যোদ্ধা বনী জুসাম এর নেতা দুরাইদ ইবনে সিম্মাহ তাকে বিবাহের প্রস্তাব প্রদান করেন আর তিনি তা প্রত্যাখান করেন। অথচ তখনও অনেক যুবতী নারী দুরাইদকে স্বামী হিসেবে পেতে চাইতো, কিন্তু কবি আল-খানসা (রা:) তাকে ফিরিয়ে দেন।[৩৮]

সে সময়ে আরব সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে সাধারণত নারীদের মতামতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হতো না কিংবা তারা মতামত দেওয়ার অধিকার বা সুযোগই লাভ করতো না, তবে

---

৩৬ হামদু ত্বম্মাস, দিওয়ানুল খানসা, (বৈরুত : দারুল মা'রিফা, সং-২০০৪), পৃ.৫

৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ.৬

৩৮ প্রাগুক্ত

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর পরিবারে নিজের এমন ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে পেরেছিলেন যার কারণে তাঁর মতামতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হতো।[৩৯]

## কবি আল-খানসা (রা:)-এর সমসাময়িক পরিবেশ

মানুষ যে পরিবেশে জীবন ধারণ করে তা তাঁর ব্যক্তিত্বকে সুস্পষ্ট করে দেয়, বিশেষভাবে যাদের কথা ইতিহাসে লেখা রয়েছে, আমরা তাদেরকে তাদের আচার-আচরণ অথবা তাদের কাজকর্ম অথবা তাদের কথাবার্তার মাধ্যমে চিনতে পারি। কবি আল-খানসা (রা:) এমন একজন ছিলেন যার জন্ম এবং জীবন ধারণ সম্পর্কে কেউ তেমন অবগত ছিলনা এবং কেউ তাঁর গুণাবলীর কথা আলোচনাও করতো না, তবে তিনি দুরাইদ ইবনে সিম্মাহ এর বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পর মানুষ তাঁর সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য করা শুরু করে।[৪০]

সময় এবং স্থানের পরিবেশ আর মানুষের স্বভাব মানুষের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব গঠনে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

কবি আল-খানসা (রা:) এর সমসাময়িক পরিবেশ নির্ধারণে বলা হয়, তিনি ইসলামের পূর্বে জাহেলী যুগে হিজাজের মরুভূমিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তবে যেমন মনে করা হয়, মরুবাসীরা সাধারণত উচ্ছৃঙ্খল এবং যুদ্ধবাজ হয়ে থাকে, কিন্তু কবি আল-খানসা (রা:) এর পরিবেশ তেমন ছিলনা। কেননা তাঁর গোত্রের এ ব্যাপারে সুনাম ছিল যে, তারা পরিস্কার বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে কাজকর্ম সম্পাদন করতেন। সে সময়ের নারীদের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করলে আমরা দুই ধরনের নারী দেখতে পাই। প্রথমতঃ দাসী; যাদের কিছু ছিল ব্যভিচারিণী, যারা বিভিন্নভাবে হাত বদল হতো। কিছু ছিল গায়িকা, নর্তকী। যারা গান গেয়ে নেচে মানুষের মনোরঞ্জন করতো এবং কিছু সম্ভ্রান্ত লোকদের সেবা করতো। আর

---

৩৯ প্রাগুক্ত

৪০ প্রাগুক্ত

দ্বিতীয় প্রকার হলোঃ স্বাধীন নারী; যারা কাপড় বুনতো এবং খাবার প্রস্তুত করতো, তবে যারা সম্ভ্রান্ত বংশের ছিল তারা সেবিকার মাধ্যমে এ সকল কাজ-কর্ম সম্পাদন করাতো।[৪১] আর এটা এ কথা প্রমাণ করে যে, সে সময়ে সম্মানিত এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কন্যাদের একটি সম্মানজনক অবস্থান ছিল, তারা নিজেদের জন্য স্বামী পছন্দ করতে পারতো এবং স্বামীরা যদি তাদের সাথে উত্তম আচরণ না করতো তাহলে তারা নিজের স্বামীকে পরিত্যাগ করতে পারতো। তাদের কারো কারো এমন মর্যাদাও ছিল যে, কেউ তাদের নিকট নিরাপত্তা চাইলে তারা নিরাপত্তা দিতে পারতেন।[৪২] আর এ পরিবেশেই কবি আল-খানসা (রা:) বেড়ে উঠেন, যা তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। চাই তা সমাজিক ব্যক্তিত্ব অথবা সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব অথবা চিন্তাগত ব্যক্তিত্বই হোকনা কেন।[৪৩]

কবি আল-খানসা (রা:) মরুভূমিতে বসবাস করলেও তাঁর মাঝে অনেক গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। তিনি একজন পরিপক্ক মানুষ হিসেবে তাঁর পরিবার এবং সমাজের নিকট স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। নজদ বাসীরা বালাগাত তথা সাহিত্যালংকার শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ ছিলো। যখন আমরা জাহেলী যুগের কবিদের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করি তখন দেখতে পাই, পঞ্চাশেরও অধিক কবি নজদ অঞ্চলের ছিলেন। আর এটাও কবি আল-খানসা (রা:) এর কাব্য প্রতিভায় প্রভাবের অন্যতম কারণ।[৪৪]

---

৪১ প্রাগুক্ত

৪২ প্রাগুক্ত

৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৮

৪৪ প্রাগুক্ত

## কবি আল-খানসা (রা:)-এর যৌবন কাল ও বৈবাহিক জীবন

কবি আল-খানসা (রা:) ছিলেন আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন একজন সম্ভ্রান্ত নারী এবং সৌন্দর্য সম্পন্ন আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারিনী, যার কারণে তাকে বন্য গাভীর সাথে তুলনা করা হতো। তিনি স্বীয় পরিবারে নিজের এমন অবস্থান গড়ে তুলেছিলেন যেখানে সাধারণত নারীরা পৌঁছতে পারেননা। তিনি ছিলেন আকর্ষণ সম্পন্ন স্বেচ্ছাচারীনী। তিনি তাঁর কথাকে বাস্তবিকভাবে প্রয়োগ করেছেন এবং তা দ্বারা মানুষকে সম্মোহন করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর হাতে কথার অস্ত্র রয়েছে যেমনিভাবে তিনি ঐ অস্ত্রের মূল্যও বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৪৫]

কবি আল-খানসা (রা:) ছিলেন জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ একজন নারী। তিনি তাঁর সময়ে এমন বিশিষ্ট নারীদের একজন হিসেবে বিবেচিত ছিলেন যাদেরকে নিয়ে তখনকার প্রেমকাব্য রচনাকারীগণ প্রেম কাব্য রচনা করতে ভয় পেত। যার কারণে তাকে নিয়ে প্রেম কাব্য রচনা করেছে বা কবিতায় তাঁর কথা উল্লেখ করেছে, এমন কাউকে পাওয়া যায়না ।[৪৬]

বনী জুসাম একবার মক্কা যাওয়ার পথে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য বনী সুলাইম এর আবাস স্থলের নিকটে তাবু স্থাপন করে। তখন বনী জুসামের নেতা দুরাইদ ইবনে সিম্মাহ কবি আল-খানসা (রা:) কে দেখতে পান। অতঃপর তিনি কবি আল-খানসা (রা:) এর পিতাঁর নিকট গিয়ে তাঁর সাথে বিবাহের প্রস্তাব দেন। তখন কবি আল-খানসা (রা:) এর পিতা তাকে বলেন, আপনার বংশ মর্যাদা এবং সম্মান নেতৃত্ব সব কিছুই আমাদের নিকট সুস্পষ্ট। তবে এ মেয়ের ব্যাপারে সে ব্যতীত অন্য কেউ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। আমি তাঁর নিকট গিয়ে আপনার ব্যাপারে আলোচনা করবো। এরপর তিনি কবি আল-খানসা (রা:) এর নিকট প্রবেশ করে বলেন, হে খানসা, আমাদের নিকট হাওযান গোত্রের বনী জুসাম শাখার প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী যোদ্ধা দুরাইদ ইবনে সিম্মাহ এসেছেন আর তাঁর ব্যাপারে

---

৪৫ প্রাগুক্ত

৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ.৯

তুমি জানো। তিনি তোমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন। তখন কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর পিতাকে বলেন,

أتراني تاركة بني عمي مثل عوالي الرماح وناكحة شيخ بني جشم؟

> হে প্রিয় পিতা, আপনি কি মনে করেন আমার চাচাত ভাইদেরকে তীরের উপরিভাগের মতো পরিত্যাগ করবো এবং বনী জুসামের এক বৃদ্ধকে বিবাহ করবো?

তখন তাঁর পিতা দুরাইদ ইবনে সিম্মাহ এর নিকট গিয়ে বলেন, সে এখন বিয়েতে রাজি নয়, হতে পারে পরবর্তীতে রাজি হবে। তখন দুরাইদ বলেন আমি আপনাদের দুজনের কথা শুনেছি। এরপর দুরাইদ কবি আল-খানসা (রা:) কে নিন্দা করে কবিতা রচনা করে সেখান থেকে চলে যান।[৪৭]

আল-খানসা (রা:) বনী জুসাম এর নেতা দুরাইদ ইবনে সিম্মাহ এর বিবাহের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন।[৪৮] যেমনিভাবে তিনি আলে বদর এর এক নেতাকেও বিবাহ করেননি এবং তিনি ঘোষণা দেন, বনী সুলাইম ব্যতীত অন্য কোন গোত্রে বিবাহ করবেন না।[৪৯]

কবি আল-খানসা (রা:) এর বিবাহের ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ মতবিরোধ করেছেন। যেমনিভাবে তাঁর বিবাহ এবং স্বামীর সংখ্যার ব্যাপারেও মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে কবি আল-খানসা (রা:) এর দুই বার বিবাহ হয়েছিল। আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে কবি আল-খানসা (রা:) এর তিন বার বিবাহ হয়েছিল। আবার এ তিন জনের ধারাবাহিকতার ব্যাপারেও মতবিরোধ রয়েছে। তারা তিন জন হলেন, আর-রাওয়াহি, আব্দুল উযযা এবং মিরদাস।[৫০]

কারানকুফের মতে কবি আল-খানসা (রা:) এর দুই বার বিবাহ হয়েছিল। তাঁর প্রথম স্বামীর নাম ছিল আব্দুল উযযা আর দ্বিতীয় স্বামীর নাম ছিল মিরদাস। কবি আল-খানসা (রা:)

---

৪৭ আবুল ফারাজ আল-ইস্ফাহানী, কিতাবুল আগানী, পৃ.২৩

৪৮ ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা, (ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ২০০৩), পৃ.১৪৪

৪৯ আয়েশা বিনতুশ শাতি-ই, আল-খানসা, পৃ.৩৪

৫০ প্রাগুক্ত

দুরাইদ ইবনে সিম্মাহ এর বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখান করার পর তাঁর নিজের গোত্র বনী সুলাইমের আব্দুল উযযাকে বিবাহ করেন।[৫১]

ব্রোকেলম্যান এর মতেও কবি আল-খানসা (রা:) এর দুই বার বিবাহ হয়েছিল। তবে তাঁর মতে প্রথম স্বামীর নাম ছিল মিরদাস আর দ্বিতীয় স্বামীর নাম ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল উযযা।[৫২]

আব্দুল উযযা এর নাম নিয়েও ব্যাপক মতবিরোধ রয়েছে। যেমন, ইবনে কুতাইবা এর মতে তাঁর নাম রাওয়াহা ইবনে আব্দুল উযযা, যিনি আবু সাজারাহ এর পিতা। জমহুরিয়্যাতু আনসাবিল আরাব কিতাবে এসেছে, তাঁর নাম আব্দুল উযযা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। আর রাওয়াহা আস সুলামি বা আব্দুল উযযা ইবনে আব্দুল্লাহ কবি আল-খানসা (রা:) এর প্রথম স্বামী ছিলেন।[৫৩]

কবি আল-খানসা (রা:) এর প্রথম বৈবাহিক জীবন কেমন ছিল সে ব্যাপারে তেমন কিছু জানা যায়না। এমনকি তাঁর দিওয়ানেও এ ব্যাপারে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়না।[৫৪]

আব্দুল উযযা এর থেকে কবি আল-খানসা (রা:) এর দুই জন ছেলে সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। একজনের নাম আমর আর অন্যজনের নাম আবু শাজারাহ।[৫৫]

আব্দুল উযযা এর মৃত্যুর পর কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর পিতার বাড়িতে চলে আসেন। তখনও তিনি যুবতী এবং বিবাহের উপযুক্ত ছিলেন। এরপর তিনি নিজের গোত্র বনী সুলাইমের মিরদাস ইবনে আবু আমির এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন যিনি অধিক দানশীলতাঁর কারণে ‘‘আল-ফাইদ’’ উপাধি লাভ করেছিলেন।[৫৬]

---

৫১ কারানকুফ, মাদ্দাতুল খানসা, দাইরাতুল মাআ’রিফিল ইসলামিয়্যাহ

৫২ কার্ল ব্রোকেলম্যান, তারীখুল আদাবিল আরাবী, (আরবী অনুবাদ, মিশর : দারুল মাআ’রিফ, তা.বি.), খ.১, পৃ.১২৪

৫৩ আয়েশা বিনতুশ শাতি-ই, আল-খানসা, পৃ.৩৪/৩৫

৫৪ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫

৫৫ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮

৫৬ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬

মিরদাসের থেকে কবি আল-খানসা (রা:) এর তিন জন সন্তান জন্ম লাভ করেন। দুই জন পুত্র সন্তান এবং একজন কন্যা সন্তান। পুত্র সন্তান দু'জন হলেন, ইয়াযীদ ও মুয়াবিয়া আর কন্যা সন্তান হলেন, 'উমরা' বিনতে মিরদাস।[৫৭]

মিরদাসকে স্বামী হিসেবে একজন সফল স্বামী বলা যায়। কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর দুই ভাই সখর এবং মুয়াবিয়ার পর তাঁর স্বামী মিরদাসের জন্য শোকগাঁথা রচনা করেছিলেন। আর স্বামীর মৃত্যুতে তাঁর শোকগাঁথা রচনা করা স্বামীর প্রতি তাঁর সন্তুষ্টির প্রমাণ বহন করে। কবিতা কখনো সুস্পষ্টভাবে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অনুরাগ এবং আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ ঘটাতে পারেনা এবং স্বামীর সাথে কাটানো অতীতের সকল স্মৃতির প্রতি ইঙ্গিতও করতে পারেনা, বরং তা কেবল স্বামীর উত্তম বৈশিষ্ট্যের স্মৃতিচারণ এবং তাঁর প্রশংসাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কবি আল-খানসা (রা:) এর মতে তাঁর স্বামী মিরদাস ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন মানুষ।[৫৮]

৫৭ ইবনে কুতাইবা, আশ-শে'র ওয়াশ শু'য়ারা, পৃ.১৬০; ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা, পৃ.১৪৫

৫৮ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯

## কবি আল-খানসা (রা:)-এর ভাই মুয়াবিয়া ও সখরের মৃত্যু

**মুয়াবিয়ার মৃত্যু:**

কবি আল-খানসা (রা:) এর ভাই মুয়াবিয়া একদল অশ্বারোহী যোদ্ধা নিয়ে বনী মুররা এর সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছায় বের হন। তারা বনী মুররা এর নিকটবর্তী অঞ্চলে পৌঁছলে তাদের মাথার উপর একদল পাখি চক্কর দিতে থাকে, তখন তারা এটাকে অশুভ লক্ষণ মনে করে যুদ্ধ না করে ফিরে চলে আসে। এ সংবাদ বনী মুররা এর নেতা হাশিমের নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, একমাত্র কাপুরুষরাই এভাবে যুদ্ধ থেকে পিছনে পালিয়ে যায়। হাশিমের এ কথা মুয়াবিয়ার কানে পৌঁছলে তিনি পরের বছর একদল যোদ্ধা নিয়ে পুণরায় বনী মুররার সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বের হন। এবারও তাদের একদল অশুভ লক্ষণ দেখে যুদ্ধ না করে ফিরে যায়, কিন্তু মুয়াবিয়া যুদ্ধ না করে ফিরে যেতে অস্বীকার করেন, তাঁর সাথে মাত্র উনিশ জন অশ্বারোহী যোদ্ধা থেকে যান যাদের মাঝে বৃদ্ধ আব্দুল উযযা রাওয়াহি আস সুলামিও ছিলেন।

মুয়াবিয়া এবং তাঁর সাথীরা একটি কূপ থেকে পানি পান করার সময় বনী মুররা এর মিত্র গোত্র বনী জুহাইনা এর জনৈকা নারী মুয়াবিয়াকে দেখে চিনে ফেলেন। অতঃপর তিনি বনী মুররা এর নেতা হাশিম ইবনে হুরমুলাকে সংবাদ প্রদান করেন যে, মুয়াবিয়া মাত্র উনিশ জন সাথী নিয়ে অদূরেই অবস্থান করছে। এরপর হাশিম তাঁর ভাই দুরাইদ এবং একদল যোদ্ধা নিয়ে বের হন এবং মুয়াবিয়াকে আক্রমণ করে হত্যা করেন।[৫৯]

**সখরের মৃত্যু:**

মুয়াবিয়াকে হত্যার সংবাদ সখরের নিকট পৌঁছলে তিনি বনী মুররা এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করেন, কে মুয়াবিয়াকে হত্যা করেছে? তখন সকলেই দীর্ঘ সময় চুপ থাকে। তারপর হাশিম বলেন, আমার অথবা আমার ভাই দুরাইদ এর আঘাতে মুয়াবিয়া নিহত হয়েছে। তখন সখর বলেন, তোমরা কি তাকে কাফন পরিয়ে দাফন করেছ? তারা বলেন, হ্যাঁ দুইটি চাদর দিয়ে কাফন পরিয়েছি। সখর বলেন, আমাকে তাঁর কবর দেখাও। এরপর

---

৫৯ প্রাগুক্ত, পৃ.৪০/৪১

তারা সখরকে মুয়াবিয়ার কবরের নিকট নিয়ে যায়। সখর মুয়াবিয়ার কবর দেখে অস্থির হয়ে যান। এরপর সখর তাদের নিকট মুয়াবিয়ার "আশ-শামাউ" নামক ঘোড়া চাইলে তারা তা সখরের নিকট এনে দেন। এরপর সখর তাদের সাথে পরবর্তী বছর যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে চলে আসেন। এর পরের বছর সখর বনী মুররার সাথে যুদ্ধ করেন এবং তাদের বেশ কয়েকজনকে হত্যা করেন যাদের মাঝে হাশিম এর ভাই দুরাইদও ছিল। এ যুদ্ধে সখর আহত হন এবং বেশ কিছু দিন অসুস্থ থাকার পর মৃত্যু বরণ করেন।[৬০]

## কবি আল-খানসা (রা:)-এর ইসলাম গ্রহণ

কবি আল-খানসা (রা:) নিজ গোত্র বনী সুলাইমের কিছু লোকের সাথে ৬২৯ সনে মদিনায় আগমন করে রাসূল (সা:) এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সাক্ষাতে তিনি রাসূল (সা:) কে তাঁর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। রাসূল (সা:) দীর্ঘক্ষণ ধরে ধৈর্য সহকারে তাঁর কবিতা আবৃত্তি শোনেন এবং তাঁর ভাষার শুদ্ধতা ও কবিতার শিল্পরূপ দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং অভিভূত হয়ে আরো শোনার আগ্রহ প্রকাশ করেন।[৬১]

---

৬০ প্রাগুক্ত, পৃ.৪১/৪২

৬১ ইবনে হাজার আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা, (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৭৮), খ.৮, পৃ.৫৫০

## হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত ওমর ফারুক (রা:)-এর খিলাফত কালে কবি আল-খানসা (রা:):

রাসূল (সা:) এর ইন্তেকালের পর আবু বকর সিদ্দীক (রা:) এর খিলাফত কালে কবি আল-খানসা (রা:) উম্মুল মুমেনিন আয়েশা সিদ্দীকা (রা:) এর সাথে দেখা করতে আসেন। তিনি তখনও আরবের জাহেলী যুগের প্রথা অনুযায়ী শোকের প্রতীক স্বরূপ মাথায় একটি কালো কাপড় বেঁধে রাখতেন। আয়েশা সিদ্দীকা (রা:) তা দেখে তাকে বললেন, এভাবে শোকের প্রতীক ধারণ করা ইসলামে নিষেধ। রাসূল (সা:) ইন্তেকাল করার পর আমি এ ধরনের কোন প্রতীক ধারণ করিনি। তখন কবি আল-খানসা (রা:) বলেন, আমার এটি জানা ছিলনা। তবে আমি এ প্রতীকটি ধারণ করার একটি কারণ আছে। আর তা হলো, আমার পিতা যার সাথে আমাকে প্রথম বিবাহ দিয়েছিলেন সে ছিল এক গোত্রের নেতা এবং একজন উড়নচন্ডি মানুষ। সে আমার এবং তাঁর সকল সম্পত্তি জুয়া খেলে শেষ করে ফেলে। এরপর আমার ভাই সখর তাঁর সমস্ত সম্পদ দুই ভাগে ভাগ করে ভালো ভাগটি আমাকে দিয়ে দেন। আমার স্বামী অল্প কিছু দিনের মাঝে তাও উড়িয়ে ফেলে। সখর আমার এ দুরবস্থা দেখে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং আবার তাঁর সকল সম্পদ সমান দুই ভাগ করে ভালো ভাগটি আমাকে নিতে বলেন। তখন তাঁর স্ত্রী তাকে বলেন, এর আগেও একবার খানসাকে আপনার অর্ধেক সম্পদের ভালো ভাগটি দিয়েছিলেন এখন আবারও ভালো ভাগটি দিচ্ছেন। এভাবে আর কতদিন চলবে? তাঁর স্বামীর অবস্থাতো সেই আগের মতোই আছে। তখন সখর তাঁর স্ত্রীকে নিম্নের পংক্তিগুলো আবৃত্তি করে শোনান,

والله لأمنحها شرارها

وهي حصان قد كفتني عارها

ولو هلكت مزقت خمارها

وجعلت من شعر صدارها

আল্লাহর কসম আমি তাঁকে সম্পদের নিকৃষ্ট অংশ দিবোনা। সে একজন সতী নারী, আমার জন্য অপমানই যথেষ্ট।

আমি যদি মৃত্যু বরণ করি তাহলে সে তাঁর ওড়না ফেড়ে ফেলবে এবং মাথার চুলে শোকের প্রতীক ধারণ করবে।[৬২]

দ্বিতীয় খলিফা ওমর ফারুক (রা:) এর খিলাফত কালের কোন এক সময় কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর নিকট আগমন করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল আনুমানিক পঞ্চাশ বছর এবং তখনও তিনি তাঁর মৃত দুই ভাইয়ের জন্য শোক প্রকাশ করে চলেছেন। তাঁর দুই চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে হতে তাঁর দুই গালে রেখা পড়ে যায়। ওমর ফারুক (রা:) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার মুখে এগুলো কিসের দাগ? তিনি বলেন, এগুলো আমার দুই ভাইয়ের জন্য দীর্ঘ দিন ধরে কান্নার দাগ। তখন ওমর ফারুক (রা:) বলেন, তারা তো জাহান্নামে যাবে, কেননা তারা জাহেলী যুগে মৃত্যু বরণ করেছে। তখন কবি আল-খানসা (রা:) বলেন, এটাই তো আমার কান্নার কারণ। পূর্বে আমি কাঁদতাম তারা নিহত হওয়ার কারণে। আর আজ আমি কাঁদি তাদের জাহান্নামী হওয়ার কারণে।[৬৩]

৬২ ইবনে কুতাইবা, আশ-শে'র ওয়াশ শুয়া'রা, পৃ.১৬১

৬৩ ওমর ফাররুখ, তারীখুল আদাবিল আরাবী, (বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালায়ীন, ১৯৯৫), খ.১, পৃ.৩১৭

# কবি আল-খানসা (রা:)-এর কাদেসিয়া যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

হিজরি পনেরো সনে ওমর ফারুক (রা:) এর খিলাফত কালে মুসলিম বাহিনী এবং পারস্য বাহিনীর সাথে একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা ইতিহাসে কাদেসিয়া যুদ্ধ[৬৪] নামে প্রসিদ্ধ। কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর চার ছেলেকে নিয়ে এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। চূড়ান্ত যুদ্ধের পূর্বের রাতে কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর চার সন্তানকে একত্রিত করে তাদেরকে উৎসাহ উদ্দীপনামূলক এমন এক নসিহত পেশ করেছিলেন, যা আজও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে সংরক্ষিত রয়েছে। কবি আল-খানসা (রা:) অত্যন্ত দরদ ভরা কণ্ঠে তাঁর সন্তানদেরকে বলেন,

**يا بني، أنتم أسلمتم طائعين، وهاجرتم مختارين، ووالله الذي لا إله غيره، إنكم لبنو رجل واحد، كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما خنت أباكم، ولا نضحت خالكم، ولا هجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم، وقد تعلمون ما عد الله للمسلمين من الثواب العظيم في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا أصبحتم غدا، فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين، ولله على إعدائه مستنصرين.**

> হে আমার প্রিয় ছেলেরা, তোমরা অনুগত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছ এবং নিজের ইচ্ছায় হিজরত করেছ। আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। নিশ্চয় তোমরা সকলে এক পিতার সন্তান যেমনিভাবে তোমরা এক মাতার সন্তান। আমি তোমাদের পিতার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করিনি। তোমাদের মামাদেরকে অসম্মানিত করিনি। তোমাদের বংশ মর্যাদায় কলঙ্ক লেপন করি নি এবং তোমাদের গোত্র পরিবর্তন করিনি। তোমরা অবগত রয়েছ কাফিরদের বিরুদ্ধে

৬৪ কাদেসিয়া ইরাকের কুফা নগরীর দক্ষিণে বিখ্যাত ফুরাত নদীর পূর্ব দিকে মরু উপত্যকায় অবস্থিত একটি স্থানের নাম। এ এলাকায় যুদ্ধ হওয়ার কারণে এ যুদ্ধকে কাদেসিয়া যুদ্ধ বলে নামকরণ করা হয়। হিজরী ১৫ সনে এখানে মুসলিম বাহিনী আর পারস্য বাহিনীর মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)। আর পারস্য বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল বিখ্যাত পারস্য সেনাপতি রুস্তম। এ যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা ছিল সর্বমোট ছত্রিশ হাজার, যাদের মাঝে সত্তরজন বদরী সাহাবী ছিলেন। চারদিন প্রচন্ড যুদ্ধের পর মুসলিমদের বিজয়ের মাধ্যমে এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। তারিখে ইবনে জারীর আত-তাবারী, ২/৩৮৪-৩৮৭

জিহাদে মহান আল্লাহ মুসলমানদের জন্য কত বড় সওয়াব নির্ধারণ করে রেখেছেন। জেনে রেখো, এ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ঘর থেকে আখিরাতের চিরস্থায়ী ঘর অধিক উত্তম। আল্লাহ তাআলা বলেন, হে ঈমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর এবং শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পারো। আগামী কাল প্রভাতে তোমরা শত্রুর মোকাবিলায় দূরদর্শিতার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর নিকট সাহায্য কামনা করবে।

এরপর তাঁর ছেলেরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে সকলেই আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যান। যখন আল-খানসা (রা:) এর নিকট তাঁর সকল সন্তান শহীদ হওয়ার সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি বললেন, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য যিনি তাদেরকে শহীদ করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট কামনা করি তিনি আমাকে তাদের সাথে স্বীয় রহমতে আশ্রয় দিবেন।[৬৫]

খলিফা ওমর ফারুক (রা:) কবি আল-খানসা (রা:) এর ছেলেদের জীবদ্দশায় প্রত্যেককে এক শত দিরহাম করে ভাতা প্রদান করতেন। তাঁর ছেলেরা শাহাদাত বরণ করার পরেও ওমর ফারুক (রা:) সে ভাতা চালু রাখেন এবং তা কবি আল-খানসা (রা:) কে প্রদান করেন। কবি আল-খানসা (রা:) মৃত্যু পর্যন্ত সে ভাতা পেয়েছিলেন।[৬৬]

---

৬৫ বূতরুস আল-বুস্তানী, উদাবাউল আরব ফিল জাহিলিয়্যাহ ওয়া সদরিল ইসলাম, পৃ.২৩১

৬৬ আব্দুল কাদির আল-বাগদাদী, খিজানাতুল আদাব, (বৈরুত : দারু সদির, তা.বি.), খ.১, পৃ. ৩৯৫; ওমর ফাররুখ, তারীখুল আদাবিল আরাবী, (বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালায়ীন, ১৯৯৫), খ.১, পৃ.৩১৮

## কবি আল-খানসা (রা:)-এর ইন্তেকাল

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর ছেলেদের কাদেসিয়া যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করার পরও অনেক দিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তবে তাঁর সম্পর্কে সে সময়ের ব্যাপারে তেমন কিছু জানা যায়না। শেষ পর্যন্ত তিনি কোন এক মরুভূমিতে ইন্তেকাল করেন।[৬৭]

কবি আল-খানসা (রা:) এর ইন্তেকালের সময়ের ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

সুপ্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী তিনি ২৬ হিজরি মোতাবেক ৬৪৬ সনে অথবা ২৪ হিজরিতে উসমান (রা:) এর খিলাফত কালের প্রথম দিকে ইন্তেকাল করেন। অধ্যাপক ওমর রিদা কুহালা এ মতটি বর্ণনা করেছেন।

অন্য একটি মত অনুযায়ী কবি আল-খানসা (রা:) মুয়াবিয়া (রা:) এর খিলাফত কালে ইন্তেকাল করেন। তবে এ মত অনুযায়ী কোন সন নির্ধারণ করা হয়নি।

জিবরিলি এবং ফুয়াদ আল-বুসতানি এর মতে কবি আল-খানসা (রা:) একাত্তর বছর বয়সে ৬৬৪ সনে ইন্তেকাল করেন।

আল-আব লুইস সেখু এর মতে কবি আল-খানসা (রা:) ৬৮০ সনে ইন্তেকাল করেন।

মোট কথা, কবি আল-খানসা (রা:) এর মৃত্যুর সন নির্ণয়ে ঐতিহাসিকগণ যে মতবিরোধ করেছেন তা ৬৪৬ সন থেকে ৬৮০ সনের মাঝে সীমাবদ্ধ।[৬৮]

---

৬৭ আয়েশা বিনতুশ শাতি-ই, আল-খানসা, পৃ.৫৪

৬৮ প্রাগুক্ত

## কবি আল-খানসা (রা:)-এর চারিত্রিক গুণাবলী

কবি আল-খানসা (রা:) ছিলেন নৈতিক এবং চারিত্রিক গুণাবলী সম্পন্ন একজন নারী। কবি আল-খানসা (রা:) এর মাঝে জাহেলী এবং ইসলামী যুগে অনেক নৈতিক গুণাবলী পাওয়া যায়। জাহেলী যুগে বেশীরভাগ মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল খুবই মন্দ। মিথ্যা কথা বলা, মদ্য পান করা, কুফরি করা এবং জুয়া খেলা ইত্যাদি। তবে কিছু কিছু মানুষের মাঝে সত্যবাদিতা এবং দানশীলতার গুণও বিদ্যমান ছিল। জাহেলী যুগে কবি আল-খানসা (রা:) এর মাঝে মায়া-মমতা, মহানুভবতা, বীরত্ব, দানশীলতা, অন্যদেরকে সাহায্য-সহযোগীতা করা এবং আপনজনদের প্রতি ভালোবাসার গুণ বিদ্যমান ছিল। এর প্রমাণ হলো, যখন জুসাম গোত্রের নেতা দুরাইদ ইবনে সিম্মাহ তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর গোত্র ব্যতীত অন্য কোন গোত্রে বিবাহ করতে অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং সে সময় দুরাইদ কবি আল-খানসা (রা:) কে উদ্দেশ্য করে যে কবিতা রচনা করেছিলেন তার মাঝে কবি আল-খানসা (রা:) এর কিছু চারিত্রিক গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়।[৬৯] সে কবিতায় দুরাইদ বলেন,

**حيوا تماضر واربعوا صحبي**

**وقفوا فإن وقوفكم حسبي**

**أخناس قد هام الفؤاد بكم**

**وأصابه تبل من الحب**

**ما إن رأيت ولا سمعت به**

**كاليوم هانئ اينق جرب**

৬৯ ইবনে কুতাইবা, আশ-শে'র ওয়াশ শু'য়ারা, পৃ.২১৩

متبذلا تبدو ومحاسنه

يضع الهناء مواضع النقب

হে আমার বন্ধুগণ তোমরা তুমাদিরকে অভিবাদন জানাও, আর আমার জন্য একটু দাঁড়াও। কেননা তোমাদের দাঁড়ানো আমার জন্য যথেষ্ট।

চ্যাপ্টা নাক বিশিষ্ট নারী কি তোমাদের হৃদয় প্রেমে পাগল করে তুলেছে এবং তোমরা তাঁর প্রেমে অসুস্থ হয়ে পড়েছো?

আজকের মতো সুখী, সুন্দর-মনোরম খোস-পাঁচড়া আমি ইতোপূর্বে আর কখনো দেখিনি এবং শ্রবণও করিনি।

সে উদারভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে এবং তাঁর সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে। খোস-পাঁচড়ার স্থানে সে মেহেদি লাগিয়েছে।[৭০]

এমনিভাবে ইসলামী যুগে এসে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর মাঝে উত্তম ধৈর্য এবং বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যখন তিনি কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর চার সন্তান শহীদ হলেও তিনি অধৈর্য না হয়ে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদান কামনা করেন।

৭০ ইবনে হাজার আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা, (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৭৮), খ.৪, পৃ.২৮৭

## কবি আল-খানসা (রা:)-এর কবিতার বর্ণনাকারী

জাহেলী যুগে প্রত্যেক গোত্রের কবিদের কবিতাগুলো মুখস্ত করে রাখার জন্য কিছু রাবী থাকতেন যারা নিজ গোত্রের কবিদের কবিতা মুখস্ত করে সংরক্ষণ করতেন এবং পরবর্তীতে তা অন্যদের নিকট বর্ণনা করতেন। কবি আল-খানসা (রা:) এর গোত্র বনী সুলাইমেও তেমন কিছু রাবি ছিলেন যারা কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতা সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে বর্ণনা করেছেন। নিম্নে বনী সুলাইমের যে সকল রাবী কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতা বর্ণনা করেছেন, তারা হলেন;

### আররাম ইবনুল ইসবাগ আস সুলামি:

ইবনুন নাদিম আল-ফিহরিসত কিতাবে, আল-কুফতি ইনবাহুর রুয়াত কিতাবে এবং ইয়াকুত মু'জামুল ওদাবাউ কিতাবে আররাম ইবনুল ইসবাগ আস সুলামি এর কথা উল্লেখ করেছেন। আররাম ইবনুল ইসবাগ আস সুলামি ঐ সকল বেদুঈনদের একজন ছিলেন, যাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনে ত্বাহির নিসাপুরে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর বর্ণনায় কবি আল-খানসা (রা:) এর একটি দিওয়ান পাওয়া যায়। যেখানে তিনি শব্দার্থের ব্যাখ্যা করেছিলেন।[৭১]

### ইবনু উকাইসির আস সুলামি:

তিনি হলেন, আবু আমর হাফস ইবনে উকাইসির ইবনে ক্বাইস ইবনে নাসাবাহ। কবি আল-খানসা (রা:) এর কন্যা আমরাহ তাঁর নানি বা দাদি ছিলেন। ইবনুল আরাবি তাঁর থেকে কবি আল-খানসা (রা:) এর বাইশটি কবিতা বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট তাঁর যুগের কবিতা বিশেষজ্ঞগণ কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতা পাঠ করেছেন। ইবনে উকাইসির আস সুলামি কবি আল-খানসা (রা:) এর এমন কিছু কবিতা বর্ণনা করেছেন যা তিনি ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। ইবনুল আরাবি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-মুফাদদালকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কবি আল-খানসা (রা:) এর কতটি কবিতা বর্ণনা

---

৭১ আবুল আব্বাস সা'লাব আহমাদ বিন ইয়াহইয়া, শরহু দিওয়ানুল খানসা, তাহকিকঃ ড. আনোয়ার আবু সুওয়াইলাম, (জর্ডান, দারু আম্মার, ১৯৮৮), সং-১, পৃ.৬

করেছেন? তিনি বললেন ষোলটি। আর আমি ইবনে উকাইসির আস সুলামিকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কবি আল-খানসা (রা:) থেকে কতগুলো কবিতা বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন বাইশটি। সা'লাব বলেন, ইবনে উকাইসির আস সুলামি বলেছেন, তিনি আমরাহ বিনতে আল-খানসা (রা:) এর বংশধর।[৭২]

**সুজা' আস সুলামি:**

সুজা' আস সুলামি নিজেকে কবি আল-খানসা (রা:) এর নাতি বলে পরিচয় দিতেন। তাঁর থেকে ইবনুল আরাবি কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতা বর্ণনা করেছেন। তিনি কবি আল-খানসা (রা:) এর কিছু কবিতার ব্যাখ্যা করেছেন যা থেকে ইবনুল আরাবি অনেক উপকৃত হয়েছেন। সা'লাব তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থে তার ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি মূলত কবি আল-খানসা (রা:) এর বোনের ছেলে ছিলেন। হিজরি দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিকে ইন্তেকাল করেন।[৭৩]

**আইয়াস আস সুলামি:**

আইয়াস আস সুলামি। তিনি আব্বাস ইবনে মিরদাস এর সন্তান। তিনি কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতা বর্ণনা করেছেন। সা'লাব তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থে তাঁর থেকে কবি আল-খানসা (রা:) এর বেশ কিছু কবিতা বর্ণনা করেছেন।[৭৪]

**কবি আসজাআ ইবনে আমর আস সুলামি:**

কবি আসজাআ ইবনে আমর আস সুলামি। কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতার একজন সংরক্ষক ছিলেন। সা'লাব তাঁর থেকে কবি আল-খানসা (রা:) এর কোন কবিতা বর্ণনা করেন নি। তবে ইবনে কুতাইবা বলেন, তিনি অনেক কবিতা বলতেন যা কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।[৭৫]

---

৭২ প্রাগুক্ত, পৃ.৭

৭৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৭/৮

৭৪ প্রাগুক্ত, পৃ.৮

৭৫ প্রাগুক্ত

**অন্যান্য বর্ণনাকারী:**

সা'লাব কবি আল-খানসা (রা:) এর দিওয়ানের ব্যাখ্যা গ্রন্থে নাম উল্লেখ না করে কেবল "আস সুলামি" থেকে বর্ণিত বলে অনেক কবিতা বর্ণনা করেছেন। ইবনু উকাইসির, আররাম, সুজাই, আইয়াস এবং আসজাআ ব্যতীতও বনী সুলাইমের মাঝে অনেক বর্ণনাকারী ছিলেন। আর যেহেতু কবি আল-খানসা (রা:) সুপ্রসিদ্ধ শোকগাঁথা রচয়িতা ছিলেন তাই তারা অনেকেই তাঁর কবিতা মুখস্ত করে সংরক্ষণ করতেন এবং পরবর্তীতে তা অন্যদের নিকট বর্ণনা করতেন। কবিতা বিশেষজ্ঞগণ কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতার ক্ষেত্রে বনী সুলাইমের বর্ণনাকারীদের উপর বেশী নির্ভর করেছেন।[৭৬]

কারানকুফ বলেন, এটা স্বাভাবিক যে, কবি আল-খানসা (রা:) শোকগাঁথা রচনায় ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করার কারণে অনেক কবিতাকে তাঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও আমরা তাঁর অন্যান্য কবিতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারি না। কারণ তাঁর যে কবিতাগুলোকে তাঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় সেগুলো তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁর সময় থেকেই একত্রিত করেছেন। আর এ বিষয়টিও কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতা চুরি বা নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে যে, তিনি কোন রাজনৈতিক দলের দ্বন্দ বা ধর্মীয় মতবাদের বিবাদে অংশগ্রহণ করেননি।[৭৭]

---

৭৬ প্রাগুক্ত, পৃ.৬

৭৭ আবুল কাসিম আল-হাসান ইবনে বাশার আল-আ'মাদী, মুতালিফ ওয়াল মুখতালিফ ফী আসমাইশ শুআ'রাই, তাসহীহ, কারানকুফ, মাতবাআ'তুল কুদসী, ১৩৫৪ হি., পৃ.৭৬

## কবি আল-খানসা (রা:)-এর দিওয়ানের ব্যাখ্যাকারী

অনেক অভিজ্ঞ কবিতা বিশেষজ্ঞ কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতা বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তের জন ব্যাখ্যাকারী এবং বর্ণনাকারীর বিবরণ তুলে ধরা হলো।

### আবু আমর ইবনুল আলা (মৃ. ১৫৪ হি.):

আবু আমর ইবনুল আলা কবি আল-খানসা (রা:) এর দিওয়ানের ব্যাখ্যা করেছিলেন। তবে তাঁর সে ব্যাখ্যা গ্রন্থটি এখন আর পাওয়া যায় না। তিনি তাঁর সে ব্যাখ্যা গ্রন্থে কবি আল-খানসা (রা:) এর পয়ত্রিশটি কবিতার ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর থেকে ইউনুস ইবনে হাবিব সহ অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।[৭৮]

### আল-মুফাদ্দাল আদ দাব্বি (মৃ. ১৭৮ হি.):

আল-মুফাদ্দাল আদ দাব্বি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়া'লা ইবনে আমির ইবনে সালিম আল-কুফি, আল-মুফাদ্দালিয়্যাত এর সংকলক। ইবনুল আরাবি যার থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল আরাবি তাঁর থেকেই কবি আল-খানসা (রা:) এর দিওয়ান বর্ণনা করেছেন। ইবনুল আরাবি বলেন, আমি আল-মুফাদদালকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কবি আল-খানসা (রা:) এর কতটি কবিতা বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন ষোলটি। তবে ইবনুল আরাবি আল-মুফাদ্দাল কর্তৃক বর্ণিত কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতাগুলোকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি।[৭৯]

### ইউনুস ইবনে হাবিব আল-বাসরি (মৃ. ১৮৭ হি.):

ইউনুস ইবনে হাবিব আল-বাসরি থেকে আল-আসমায়ি আল-খানসা (রা:) এর অনেক কবিতা বর্ণনা করেছেন। তবে সা'লাব কবি আল-খানসা (রা:) এর যে দিওয়ানের ব্যাখ্যা

---

৭৮ আবুল আব্বাস সা'লাব আহমাদ বিন ইয়াহইয়া, শরহু দিওয়ানুল খানসা, তাহকিকঃ ড. আনোয়ার আবু সুওয়াইলাম, পৃ.১০

৭৯ প্রাগুক্ত

করেছেন তাঁর মাঝে ইউনুস ইবনে হাবিব আল-বাসরি থেকে কোন বর্ণনা আনেননি। আবুল ফারাজ আল-ইস্ফাহানী তাঁর কিতাবুল আগানিতে কবি আল-খানসা (রা:) এর বিখ্যাত কবিতার ক্ষেত্রে ইউনুস এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইউনুস এর বর্ণনাগুলো আবু আমর এর বর্ণনার বিপরীত।[৮০]

### আবু আমর ইসহাক ইবনে মুরার আশ শাইবানি (মৃ. ২০৬ হি.):

আবু আমর ইসহাক ইবনে মুরার আশ শাইবানি। তিনি একজন আরবী কবিতা সংকলক ছিলেন, তিনি প্রায় আশিটি গোত্রের কবিতা সংকলন করেছিলেন, তাঁর মাঝে কিতাবু বনী সুলাইমও ছিল। তাঁর থেকে আল-আসমায়ি এবং সা'লাব বর্ণনা করেছেন। আবু আমর আশ শাইবানি কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতা বর্ণনা এবং ব্যাখ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি। আবুল ফারাজ আল-ইস্ফাহানী বলেন, কবি আল-খানসা (রা:) কে দুরাইদ কর্তৃক বিবাহের প্রস্তাবের ঘটনা দুইটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। একটি হলো, আল-আসমায়ি এবং আবু উবাইদা এর সূত্রে আর অন্যটি আবু আমর আশ শাইবানি, সা'লাব এবং ইবনুল আরাবি এর সূত্রে। কিতাবুল আগানিতে আবু আমর থেকে কবি আল-খানসা (রা:) এর দিওয়ানের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।[৮১]

### আবু উবাইদা আল-বাসরি (মৃ. ২০৭ হি./২০৯ হি./২১০ হি.):

আবু উবাইদা মুয়াম্মার ইবনুল মুসান্না আত তাইমি আল-বাসরি। সা'লাব কবি আল-খানসা (রা:) এর দিওয়ানের ব্যাখ্যায় তেত্রিশ স্থানে তাকে বর্ণনাকারী এবং ব্যাখ্যাকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর থেকে ইবনুস সাকিত কবি আল-খানসা (রা:) এর জীবনের ঘটনা এবং বেশ কিছু কবিতা বর্ণনা করেছেন।[৮২]

---

৮০ প্রাগুক্ত, পৃ.১১

৮১ প্রাগুক্ত, পৃ.১১/১২

৮২ প্রাগুক্ত, পৃ.১২

### আবু সাঈদ আল-আসমায়ি (মৃ. ২১৩ হি./২১৬ হি./২১৭ হি.):

আবু সাঈদ আব্দুল মালিক ইবনে ক্বারীব আল-আসমায়ি। ইবনুন নাদিম বলেন, আরবী কবিতার ক্ষেত্রে আল-আসমায়ি এর অনেক বড় অবদান রয়েছে। তবে বর্ণনা সংক্ষিপ্ত করণের জন্য আরবী কবিতা বিশেষজ্ঞগণ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি দিওয়ানুল খানসাতে যে কবিতাগুলো বর্ণনা করেছেন তার আলোচনা ইবনুস সাকিত বর্ণিত দিওয়ানুল খানসা এর ব্যাখ্যায় দ্বিরুক্ত হয়েছে।[৮৩]

### আবু আব্দুল্লাহ ইবনুল আ'রাবি (মৃ. ২৩০ হি./২৩২ হি.):

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ ইবনুল আ'রাবি। ইবনুন নাদিম বর্ণনা করেন, দিওয়ানুল খানসা এর উপর তাঁর অনেক অবদান রয়েছে। তিনি আল-মুফাদ্দাল আদ-দাব্বি থেকে কবি আল-খানসা (রা:) এর আঠারটি কবিতা এবং ইবনে ওকাইসির থেকে বাইশটি কবিতা বর্ণনা করেন। তিনি আল-আসমায়ি এবং আবু আমর এর বর্ণনার উপর অনেক নির্ভর করতেন। আর তাঁর বর্ণনার উপর ইবনুস সাকিত এবং সা'লাব অনেক বেশী নির্ভর করতেন। সা'লাব দিওয়ানুল খানসা এর ব্যাখ্যায় তাঁর থেকে অনেক সাহায্য নিয়েছেন। ইবনুস সাকিত দিওয়ানুল খানসা এর ব্যাখ্যায় বার বার তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। আর সা'লাব দিওয়ানুল খানসা এর ব্যাখ্যায় তাঁর থেকে পয়ত্রিশ স্থানে বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন।[৮৪] আবুল হাসান আল-আখফাস (মৃত্যু, ৩১৫ হিঃ) কর্তৃক দিওয়ানুল খানসা এর ব্যাখ্যার মূল তথ্যসূত্রে ছিলেন ইবনুল আ'রাবি।[৮৫]

### আবুল হাসান আল-আসরাম (মৃ. ২৩২ হি.):

আবুল হাসান আলী ইবনুল মুগিরাহ আল-আসরাম। তিনি আবু উবাইদা এবং আল-আসমায়ি থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তাঁর থেকে আহমাদ ইবনে ইয়াহইয়া এবং সা'লাব

---

৮৩ প্রাগুক্ত, পৃ.১২/১৩

৮৪ প্রাগুক্ত, পৃ.১৩

৮৫ আল-মুবাররিদ, আল-কামিল ফিল লুগাতি ওয়াল আদাবি, তাহকিকঃ যাকী মুবারাক, আহমাদ শাকির, (বৈরুত : দারুল মাআ'রিফ), খ.২, পৃ.৩৪৩

বর্ণনা করেছেন। আবু ওমর আশ শাইবানি থেকে আবুল হাসান আসরাম কর্তৃক কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতার ব্যাখ্যা এবং বর্ণনার প্রতি আবুল ফারাজ আল-ইস্ফাহানী ইঙ্গিত করেছেন।[৮৬]

## ইয়াকুব ইবনুস সাকিত (মৃ. ২৪৫ হি.):

আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনুস সাকিত। তিনি বাগদাদের ঐ সকল আলেমগণের অন্যতম একজন যারা কুফিদের থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। তিনি আরবের বিশুদ্ধভাষী বেদুঈনদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের থেকেও বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। তিনি তাদের থেকে যা কিছু শুনেছেন তা তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনুন নাদিম বর্ণনা করেন, ইয়াকুব দিওয়ানুল খানসা তৈরী করেন এবং নিজ হাতে তাঁর ব্যাখ্যা লিখেন। ইবনুস সাকিত কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বের ব্যাখ্যাকারীদের উপর নির্ভর করেন। সুতরাং তিনি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আবু আমর ইবনুল আ'লা, আবু আমর আশ শাইবানি, আবু উবাইদা, আল-আসমায়ি, বেদুঈন বর্ণনাকারী এবং বনী সুলাইম এর বর্ণনাকারীদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করেন। আবুল আব্বাস সা'লাব কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতার ক্ষেত্রে ইবনুস সাকিত এর ব্যাখ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[৮৭]

## মুহাম্মাদ আল-আহওয়াল (মৃ. ২৫০ হি.):

মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-আহওয়াল। আরবী ভাষা এবং কবিতা বিশেষজ্ঞ। তিনি ইমরুল ক্বাইস এবং যির রিমা এর কবিতা সংকলন করেন। বলা হয়, তিনি একশত বিশ জন কবির দিওয়ান একত্রিত করেছিলেন। আবুল হাসান আল-আখফাস তাঁর নিকট থেকে কবি আল-খানসা (রা:) এর দিওয়ান বর্ণনা করেছেন।[৮৮]

---

৮৬ আবুল আব্বাস সা'লাব আহমাদ বিন ইয়াহইয়া, শরহু দিওয়ানুল খানসা, তাহকিকঃ ড. আনোয়ার আবু সুওয়াইলাম, পৃ.১৪

৮৭ প্রাগুক্ত, পৃ.১৪/১৫

৮৮ প্রাগুক্ত, পৃ.১৫

**আবুল আব্বাস সা'লাব (মৃ. ২৯১ হি.):**

আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে সাইয়্যার আশ শাইবানি সা'লাব। ইবনুন নাদিম বর্ণনা করেন, সা'লাব জাহেলী যুগের বিখ্যাত কবিদের কবিতার ব্যাখ্যা করেন যাদের মাঝে আল-আ'সা, আন-নাবিগা, তুফাইল এবং আত-ত্বারমাহ অন্যতম। সা'লাব কবি আল-খানসা (রা:) এর দিওয়ানের ব্যাখ্যা করেন এবং নিজ হাতে তা লিপিবদ্ধ করেন। তবে তাঁর নিজ হাতে লেখা ব্যাখ্যাটি নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে তাঁর যে ব্যাখ্যাটি পাওয়া যায় তা তাঁর হাতে লেখা নয় বরং তা তাঁর থেকে বর্ণিত ব্যাখ্যা।[৮৯]

**আবুল হাসান আল-আখফাস (মৃ. ৩১৫ হি.):**

আবুল হাসান আলী ইবনে সুলায়মান আস সগির আল-আখফাস। আরবী ভাষা এবং সাহিত্যের অন্যতম প্রাণপুরুষ। তিনি আবুল আব্বাস সা'লাব এবং আল-মুবাররিদ থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেন। আল-বাগদাদি তাঁর খিযানাতুল আদাব কিতাবে কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতার ক্ষেত্রে আল-আখফাস এর ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করেছেন।[৯০]

**আবু মানসুর আস-সা'লাবি (মৃ. ৪২৯ হি.):**

আবু মানসুর আব্দুল মালিক ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আস-সা'লাবি। প্রাচীন সাহিত্যিকগণের কেউ তাঁর থেকে কবি আল-খানসা (রা:) এর দিওয়ানের ব্যাখ্যা বর্ণনা করেননি। তবে ডক্টর আয়েশা আব্দুর রহমান বিনতুশ শাতি-ই তাঁর আল-খানসা কিতাবে সা'লাবি কর্তৃক দিওয়ানুল খানসা এর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন তবে তিনি তাঁর কোন উৎস বর্ণনা করেননি।[৯১]

---

৮৯ প্রাগুক্ত, পৃ.১৭

৯০ প্রাগুক্ত, পৃ.১৬

৯১ আয়েশা বিনতুশ শাতি-ই, আল-খানসা, পৃ.৮৩

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## কবি আল-খানসা (রা:)-এর কাব্য সাধনা

# কবি আল-খানসা (রা:)-এর কাব্য সাধনা

কবি আল-খানসা (রা:) আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে শোকগাঁথার কবি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও যখন আমরা তাঁর কাব্য সাধনার প্রতি লক্ষ্য করি তখন দেখতে পাই, তিনি সমসাময়িক কবিদের ন্যায় অন্যান্য অনেক বিষয়ের উপরও কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জাহেলী যুগের কবিগণ সাধারণত যে সকল বিষয়াবলীর উপর কবিতা রচনা করেছেন তিনিও সে সকল বিষয়ের উপর কবিতা রচনা করেছেন। যেমন,

- ক্রন্দন (الندب)
- বীরত্ব (الشجاعة)
- বদান্যতা (الكرم)
- সম্মান এবং নেতৃত্ব (المجد والسيادة)
- বিশ্বস্ততা এবং সত্যবাদিতা (الوفاء والصدق)
- সৌন্দর্য (الجمال)
- সহনশীলতা (الحلم)
- ধৈর্য এবং দৃঢ়তা (الصبر والجلد)
- পবিত্রতা (العفة)
- বাকপটুতা (الفصاحة)
- সান্ত্বনা (العزاء)

## ক্রন্দন (الندب)

ক্রন্দন (الندب) বলা হয় ঐ সব কবিতাকে যার মাঝে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করা হয় এবং তাঁর মাঝে সমবেদনার চিত্র ও ব্যথিতের অবস্থান এমনভাবে চিত্রিত করা হয় যেন সমবেদনা জ্ঞাপনকারী দুঃখ এবং যন্ত্রণার চূড়ায় আরোহন করেছেন।[৯২] কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতায় ক্রন্দন এর চিত্র অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে যখন তিনি তাঁর ভাই সখরের মৃত্যুর পর তাঁর জাতির নারীদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**فنساءنا يندبن بحا**

**بعد هادية النوائح**

**شعثا شواحب لا ينين**

**إذا ونى ليل النوابح**

ভাড়াটে বিলাপকারিনীদের ক্রন্দনের পর আমাদের রমণীরা ভীষণ ভাবে ক্রন্দন করে চলেছেন।

এলোমেলো চুল, মলিন হয়েও তারা ক্লান্ত হয়না যখন রাতে ডাকা কুকুরগুলোও ক্লান্ত হয়ে যায়।[৯৩]

আরবী কবিতায় ক্রন্দন (الندب) এর সবচেয়ে প্রাচীন রূপ হলো, আপনজনদের জন্য ক্রন্দন করা এবং তাদের জন্য বিলাপ করা।[৯৪]

---

৯২ দঈফ, ফুনুনুল আদাবিল আরাবী, আল-ফননুল গিনায়ী, আর-রছা, পৃ.১২

৯৩ আল-খানসা, আদ-দিওয়ান, তা.বি. পৃ.৩৩৫

৯৪ আস-সারীহী সলুহ বিনতে মুসলিহ বিন সাঈদ, আর-রছা ফিশ শি'রিল জাহিলী, (কুল্যিয়্যাতুত তারবিয়্যা লিল বানাত, জেদ্দা, সৌদি আরব, ১৯৯৮), পৃ.৫

আর এজন্যই কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর কবিতায় দুঃখ-কষ্ট, বিলাপ এবং ক্রন্দনের ক্ষেত্রে সে প্রাচীন কাব্যশৈলী ব্যবহার করেছেন যা আভ্যন্তরীণ আবেগ অনুভূতিকে ব্যক্ত করে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতায় আমরা যে রূপটি পাই তা হলো, মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করা, তাঁর জন্য বিলাপ করা, যার ফলে অন্তর থেকে আর্তনাদ বের হয়ে আসে এবং বেদনা জেগে উঠে।

যেমন কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর এক কবিতার শুরুতে তাঁর দুই চোখ কে আহ্বান করে বলেছেন, হে চোখ তুমি অঝোর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত করো এবং সখরের জন্য বিরামহীনভাবে ক্রন্দন করো। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**يا عين فيضي بدمع منك مغزار**

**وأبكى لصخر بدمع منك مدرار**

**أني أرقت فبت الليل ساهرة**

**كأنما كحلت عيني بعوار**

**أرعى النجوم وما كلفت رعيتها**

**وتارة أتغشى فضل إطماري**

হে চোখ, তোমার থেকে প্রচুর পরিমাণে অশ্রু বর্ষিত হোক এবং তুমি সখরের জন্য অঝোরে ক্রন্দন করে অশ্রু প্রবাহিত করো।

আমি জাগ্রত অবস্থায় বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করছি যেন আমার চোখে ময়লা পতিত হয়েছে।

আমার চোখ তারকারাজিকে পাহারা দিচ্ছে অথচ আমি তাদেরকে পাহারাদার নিযুক্ত করিনি এবং কখনো আমার অনুগ্রহের চাদর আচ্ছন্ন করে ফেলছে।[৯৫]

এমনিভাবে তাঁর অন্য আরেকটি কবিতার মাঝে আমরা দেখতে পাই তিনি তাঁর চোখকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করে বলছেন, হে চোখ, তোমার কি হলো তুমি ক্রন্দন করছো না কেন?

---

৯৫ হামদু ত্বম্মাস, দিওয়ানুল খানসা, পৃ.৫৪

তোমার কি হলো তুমি সখরের জন্য ক্রন্দন করছো না? সময়ের সাথে সাথে তাকে কি ভুলে যাবে না, সান্ত্বনা দিবে না? আর কিভাবে আমার চোখের কান্না বন্ধ হবে? এ চোখ এমন চোখ যখন আমি মনে করি সে শান্ত হয়ে যাবে এবং কান্না থামিয়ে দিবে তখনই সে নতুন ভাবে অঝোরে কান্না আরম্ভ করে দেয়। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**أمن حدث الأيام عينك تهمل**

**تبكي على صخر وفي الدهر مذهل**

**ألا من لعين لا تجف دموعها**

**إذا قلت ترقا تستهل فتخضل**

কালের দুর্যোগের কারণে কি তোমার চোখ অশ্রুবর্ষণ করছে এবং তুমি সখরের জন্য আত্মভোলা হয়ে ক্রন্দন করছো?

কে আছে যার চোখের অশ্রুমালা শুকিয়ে যায়না? যখন বলি অশ্রু প্রবাহিত করো না তখন আরো বেশী অশ্রুবর্ষণ করে।[৯৬]

অন্য আরেকটি কবিতায় কবি আল-খানসা (রা:) কাঁদতে কাদঁতে চোখকে প্রশ্ন করছেন, তোমার কষ্টের কারণ কি? তোমার চোখে কি ময়লা পড়েছে? তোমার জাতির লোকেরা দারিদ্রে পতিত হওয়ার কারণে কি তুমি ক্রন্দন করছো? অতঃপর তিনি নিজেই উত্তর দেন, যখন আমার চোখ সখর কে স্মরণ করে তখন তাঁর থেকে দুই গাল বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হয়।

কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**قذى بعينك ام بالعين عوار**

**أم ذرفت اذ خلت من اهلها الدار**

৯৬ আল-খানসা, আদ-দিওয়ান, পৃ.২৯০

كأن عيني لذكراه إذا خطرت

فيض يسيل على الخدين مدرار

تبكي لصخر هي العبرى وقد ولهت

ودونه من جديد الترب استار

تبكي خناس فما تنفك ما عمرت

لها عليه رنين وهي مفتار

تبكي خناس على صخر وحق لها

اذ رابها الدهر ان الدهر ضرار

তোমার চোখে কি আবর্জনা পড়েছে নাকি তোমার চোখে ত্রুটি রয়েছে, নাকি অশ্রু ঝড়ছে, যখন ঘরবাড়ি পরিজন শূন্য হয়েছে?

আমার চোখ যেন তা স্মরণ করছে যখন মৃত্যু আগমন করলো দুই গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হলো।

তুমি সখরের জন্য দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে অশ্রু প্রবাহিত করে ক্রন্দন করছো এবং তাকে নতুন মাটির চাদরে লিপিবদ্ধ করেছে।

চ্যাপ্টা নাক বিশিষ্ট নারী অব্যাহতভাবে ক্রন্দন করছে। সে জীবনভর তাঁর জন্য ক্রন্দন করেনি আর সে অবসাদগ্রস্থ।

চ্যাপ্টা নাক বিশিষ্ট নারী সখরের জন্য ক্রন্দন করছে। তাঁর অধিকার রয়েছে যখন যুগ তাকে প্রতিপালন করেছে, নিশ্চয় যুগ অনিষ্টকারী।[৯৭]

৯৭ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৮

কবি আল-খানসা (রা:) এর অভিজ্ঞতা, যেমন- মানবিক, হৃদয়বিদারক এবং কষ্টদায়ক তা তাঁর ভাই সখরের মৃত্যুর পর তাঁর কবিতার মাঝে ফুটে উঠে। যেন পূর্বে তিনি যেমন জীবন যাপন করতেন তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুর পর তা পাল্টে যায়। তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুর কারণে তিনি নিরাশ, ভগ্ন হৃদয়, একাকী একজন মানুষে পরিণত হয়ে যান। আর এটা তাঁর কবিতার মাঝে ফুটে উঠে। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**يا عين جودي بدمع منك مهراق**

**إذا هدى الناس أو هموا بإطراق**

**إني تذكرني صخرا إذا سجعت**

**على الغصون هتوف ذات أطواق**

**وكل عبرى تبيت الليل ساهرة**

**تبكي بكاء حزين القلب مشتاق**

**لا تكذبن فإن الموت مخترم**

**كل البرية غير الواحد الباقي**

হে চোখ, তোমার থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত করো, যখন মানুষ শান্ত হয়ে গিয়েছে অথবা তারা চুপ করে থাকার চিন্তা করেছে।

তুমি আমাকে সখরের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছো যখন অধিক শব্দকারী কবুতর গাছের ডালে বসে বাকবাকুম বলে ডেকেছে।

আর প্রত্যেক অশ্রুকণা জেগে নির্ঘুম রাত যাপন করেছে, আগ্রহী ব্যথিত হৃদয়ের জন্য ক্রন্দন করেছে।

কখনো অবিশ্বাস করো না অবশ্যই মৃত্যু প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য বিনাশকারী কেবল একক চিরস্থায়ী সত্বা ব্যতীত।[৯৮]

প্রকৃতপক্ষে কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতায় ক্রন্দন (الندب) এর রূপ হলো, তাঁর ব্যথিত হৃদয়ের বেদনার রূপ, যার কারণ তাঁর ভাই সখরের মৃত্যু। যেমন কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**لا تخل أنني لقيت رواحا**

**بعد صخر حتى أثبن نواحا**

**من ضميري بلوعة الحزن حتى**

**نكأ الحزن في فؤادي فقاحا**

**لا تخلني أني نسيت ولا بل**

**فؤادي ولو شربت القراحا**

**ذكر صخر إذا ذكرت نداه**

**عيل صبري برزئه ثم با**

**إن في الصدر أربعا يتجاوبن**

**حنينا حتى كسرن الجناحا**

মনে করো না আমি সখরের মৃত্যুর পর আরাম করেছি যতক্ষণ না ক্রন্দনকে আঁচলের ভাঁজে সেলাই করে নিয়েছি।

আমার হৃদয়ের গভীরে দুঃখের যন্ত্রণার কারণে, যতক্ষণ না দুঃখ আমার অন্তরে ফুলের পরশ বুলিয়ে দেয়।

---

৯৮ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৪

মনে করো না আমি ভুলে গিয়েছি এবং আমার অন্তর সিক্ত হয়েছে যদিও আমি পরিস্কার সুপেয় পানি পান করেছি।

সখরের স্মৃতি যখন আমি স্মরণ করি তখন যন্ত্রণাক্লিষ্ট হওয়ার কারণে আমার ধৈর্যের অভাব তাকে ডাকে অতঃপর প্রকাশিত হয়।

অন্তরের ভেতর চারটি আকাংক্ষা আলাপ আলোচনা করে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আশার ডানাকে ভেঙ্গে না দেয়।[৯৯]

৯৯ প্রাগুক্ত, পৃ.২৪০

# বীরত্ব (الشجاعة)

কবি আল-খানসা (রা:) এর যুগে আরবের মানুষের মাঝে নিজের বীরত্বকে ফুটিয়ে তোলার স্বভাবজাত প্রবণতা ছিল। কারণ বীরত্ব তাদের মাঝে সম্মান-মর্যাদা অর্জনের একমাত্র পথ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কেননা মানুষের স্বভাব হলো বীরকে সম্মান করা এবং ভীরু কাপুরুষকে ঘৃণা করা। আর এ কারণেই তাদের কবিতাগুলো বীরত্ব, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অস্ত্র এবং ঘোড়া ইত্যাদির আলোচনায় ভরপুর।

কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতায় বীরত্ব (الشجاعة) , তাঁর জীবনে গুরুত্বের দিক থেকে প্রথম স্থান দখল করে রয়েছে। কেননা বীরত্ব হলো যুদ্ধে জয় লাভ করা এবং স্বীয় গোত্রকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে অন্যতম মাধ্যম।

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর কবিতায় স্বীয় ভাই মুয়াবিয়া এর বীরত্ব বর্ণনা করেছেন যার বীরত্ব অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**ألا لا أرى كفارس الجون فارسا**

**إذا ما علته جرأة وغلابيه**

**بلينا وما تبلى تعار وما ترى**

**على حدث الأيام إلا كما هيه**

সাদা রঙ্গের ঘোড়ায় আরোহীর মতো আমি আর কোন ঘোড় সওয়ার দেখিনা যখন সে বাহাদুরি দেখিয়ে বিজয় লাভ করে।

আমরা দুর্বল হয়ে যাই কিন্তু তুমি অস্থির হয়ে দুর্বল হওনা। কালের দুর্বিপাকেও তুমি যেমন ছিলে ঠিক তেমনই থাকো।[১০০]

১০০ প্রাগুক্ত, পৃ.৬০

আরবরা জাহেলী যুগে তাদের মৃতদের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে ক্রন্দন করতো। তারা তাদের মৃতদেরকে শ্রদ্ধা জানাতো, তবে তা কেবল এ জন্যই নয় যে, তারা তাদের নিকটাত্মীয় বরং তারা দেখতে পেতো, তারা এমন একজনকে হারিয়েছে যাকে তারা নিজেদের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে বিশ্বাস করতো এবং নিজেদের জীবনের পথ প্রদর্শক হিসেবে বিবেচনা করতো। যিনি ছিলেন তাদের নিকট বীরত্বের উপমা এবং প্রতিবেশীর রক্ষাকর্তা।[১০১]

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর কবিতায় স্বীয় ভাই সখরের বীরত্বের এ চিত্রটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**تذكرت صخرا بعيد الهدو**

**فانحدر الدمع مني انحدارا**

**وخيل لبست لأبطالها**

**شليلا ودمرت قوما دمارا**

**تصيد بالرمح فرسانها**

**وتقتصر الكبش فيها اهتصارا**

**فتلحمه القوم تحت الوغى**

**وأرسلت مهرك فيها فعارا**

**يقين وتحسبه قافلا**

**إذا طابقت وغشين الحرارا**

যুদ্ধ শান্ত হয়ে যাওয়ার পর আমি সখরকে স্মরণ করেছি ফলে আমার চোখ থেকে অশ্রুমালা প্রবল বেগে গড়িয়ে পড়েছে।

---

১০১ ইবনু সালিহ, হিন্দ, ইবরাহীম, আশ- শে'রুল জাহিলী, আনতারা, আল-খানসা, আন-নাবিগা, দারু মুহাম্মাদ আলী আল-হামী, সিলসিলাতু ফাওয়ানিস, পৃ.৬১

ঘোড়া তার বাহাদুরদের জন্য ছোট বর্ম পরিধান করেছে এবং জাতিকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে।

বর্শা দিয়ে তাদের ঘোর সওয়ারীদেরকে ঘায়েল করেছে এবং সেখানে জাতির নেতাকে টেনে নামিয়েছে।

জাতি তাকে যুদ্ধে যোদ্ধাদের চিৎকারের ভীড়ে ধরাশায়ী করেছে এবং সেখানে তোমার মুক্তিপণ প্রেরণ করেছে।

সে ধীরে চলেছে আর তারা তাকে প্রত্যাবর্তনকারী ধারণা করেছে। যখন সময় উপযোগী হয়েছে হিরার এলাকায় প্রবেশ করেছে।[১০২]

এটা সুপ্রসিদ্ধ যে, জাহেলী যুগে অশ্বারোহী যোদ্ধারা বিপদগ্রস্থ লোকদের অন্তরে সুউচ্চ স্থান দখল করে রেখেছিল। কেননা তারা তাদের বিপদে এবং যুদ্ধের মাঠে কখনো ক্লান্ত হতো না। তারা তাদের থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতো এবং তাদেরকে সকল প্রকার কষ্ট থেকে রক্ষা করতো। ফলে তারা তাদেরকে মানুষের মাঝে বীর এবং অভিজাত মর্যাদাবান হিসেবে বিবেচনা করতো।[১০৩]

যেমন কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর ভাই সখরের বীরত্ব, প্রচন্ড যুদ্ধের সময় যখন যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে তখন যুদ্ধের মাঠে নির্ভীক চিত্তে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং নিজের গোত্রকে বিপদ থেকে রক্ষা করার বর্ণনা দিয়েছেন।

---

১০২ আল-খানসা, আদ-দিওয়ান, পৃ.২২৬

১০৩ বুশরা মুহাম্মাদ আলী আল-খতিব, আর-রছা ফিশ শি'রিল জাহিলী ওয়া সদরিল ইসলাম, (বাগদাদ, জামিয়া বাগদাদ, মুদিরাতু মাতবাআ'তি ইদারাতিল মাহাল্লিয়্যা, ১৯৭৭), পৃ.৮৪

কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**فارس يضرب الكتيبة بالسيف**

**إذا أردف العويل الصياحا**

**فيبل النحور بالطعن شزرا**

**حين يسمو حتى يثر الجراحا**

**مقبلات حتى يولين عنه**

**مدبرات وما يردن كفاحا**

**كم طريد قد سكن الجأش منه**

**كان يدعو بصفهن صراحا**

**فارس الحرب المعمم منا**

**مدره الحرب حين تلقى البطاحا**

তিনি এমন অশ্বারোহী যোদ্ধা যিনি তরবারী নিয়ে শত্রু বাহিনীর উপর ঝাপিয়ে পড়েন যখন আর্তনাদকারী চিৎকার দিয়ে পিছিয়ে আসে।

ফলে ডান বামের আঘাতে বুক রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায় যখন সে সামনে অগ্রসর হয় এমনকি আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

সামনের বাহিনী তার থেকে পালিয়ে যায় এবং পিছনের বাহিনী তার সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে ফেলে।

অনেক পলায়নপর তার থেকে পালিয়ে উদ্বিগ্নতা থেকে প্রশান্তি লাভ করেছে যখন তিনি তাদেরকে ডেকেছেন, তারা যুদ্ধের সারিতে আর্তনাদ করেছে।

তিনি যুদ্ধের মাঠে অশ্বারোহী যোদ্ধা এবং আমাদের নেতা, যুদ্ধের সেনাপতি যখন যুদ্ধের মাঠে বক্তৃতা প্রদান করা হয়।[১০৪]

১০৪ আল-খানসা, আদ-দিওয়ান, পৃ.২৪৪

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর কবিতায় বার বার তাঁর ভাইয়ের মহৎ গুণাবলী এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে প্রশংসা করেছেন, আর এ ক্ষেত্রে তিনি এমন শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন, যে শব্দাবলী দ্বারা উক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠে। তাঁর ভাইয়ের সে গুণাবলীগুলোর গুরুত্ব যেন তাঁর গোত্র অনুধাবন করতে পারে এ জন্য তিনি যুদ্ধের মাঠে স্বীয় ভাই মুয়াবিয়ার বীরত্বের চিত্র সুন্দরভাবে অঙ্কন করেছেন। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**حديد الفؤاد ذليق اللسان**

**يجازي المقارض أمثالها**

**فنفسي الفداء له من فقيد**

**أبت أن تزايل إعوالها**

**وخيل تكدس مشي الوعول**

**نازلت بالسيف أبطالها**

**وداهية جرها جارم**

**تبيل الحواصن أحبالها**

**كفاها ابن عمرو ولم يستعن**

**ولو كان غيرك أدنى لها**

তিনি লৌহ হৃদয়, অনর্গল বক্তা শত্রুতা এবং তাঁর মতো যা কিছু আছে তা অতিক্রম করে ফেলেন।

সে হারানো-মৃত ব্যক্তির জন্য আমার জীবন উৎসর্গিত যার জন্য অন্তর ক্রন্দন বন্ধ করতে অস্বীকার করছে।

ঘোড়া পাহাড়ী ছাগলের চলার মতো ভীড় জমিয়েছে এবং তরবারী সহকারে তার বীরদেরকে নামিয়ে দিয়েছে।

দুর্যোগ যাকে কোনো এক অপরাধী টেনে এনেছে, নিষ্পাপ রমণীরা তাদের সন্তানদেরকে প্রস্রাব করিয়েছে।

ইবনে আমরের জন্য এটাই যথেষ্ঠ, তিনি সাহায্য প্রার্থনা করেন নি, যদিও তুমি ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর যোগ্য নয়।[১০৫]

বীরত্বের আরেকটি দিক হলো প্রতিবেশীদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগীতা করা, তাদেরকে বিপদ-আপদে রক্ষা করা এবং তাদের থেকে শত্রুদেরকে প্রতিহত করা। আর এ জন্য আরবরা এ সকল গুণাবলীর সর্বোচ্চ উপমা হতে চাইতো এবং তারা প্রতিবেশীদের সাথে বিশ্বস্ততা ও তাদের অধিকার আদায় করাকে গর্বের কারণ মনে করতো। প্রতিবেশীদেরকে রক্ষা করার প্রতি তাদের এ আগ্রহকে তাদের সম্মান-মর্যাদা অর্জনের প্রতি আগ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হতো।[১০৬] কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতায় এ চিত্রটিও খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে যা তিনি স্বীয় ভাই সখর সম্পর্কে বলেছেন। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

ونعم جار القوم في ذمة

إذا نبا الناس بجار ذليل

তিনি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে জাতির কতইনা সুন্দর প্রতিবেশী যখন মানুষ দুর্বল প্রতিবেশী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।[১০৭]

---

১০৫ প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬

১০৬ মুহাম্মাদ জুরমান আল-আওয়াজী, আল-ক্বায়্যিমুল ইনসানিয়্যা ফী শি'রির রছাইল জাহিলী, (মাক্বাতুল মুকাররামা, সৌদী আরব, দারুল হারিসী লিত- তিবাআ'তি ওয়ান নাসরি, ১৪১৫ হি.), সং-১, পৃ.৭৮

১০৭ আল-খানসা, আদ-দিওয়ান, পৃ.৩০৮

## বদান্যতা (الكرم)

বদান্যতা (الكرم) এমন একটি চারিত্রিক গুণ যা আরবদের মাঝে বহুল প্রচলিত ছিল এবং আরবরা তা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতো, যেন তারা এর মাধ্যমে গর্বের চূড়ায় আরোহন করতে পারে। আর বদান্যতা বলা হয় নিজেকে কৃপণতা থেকে বিরত রাখা এবং প্রত্যেক অবস্থায়, প্রত্যেক সময়ে কল্যাণকর কাজের চেষ্টা করা। দারিদ্রের চিন্তায় দুর্বলদের অন্তর তা করতে আকৃষ্ট হয়না।[১০৮]

আরবদের নিকট অতিথিদের জন্য একটি সম্মানজনক অবস্থান ছিল। ফলে তারা অতিথিদেরকে সম্মান করা এবং তাঁর অধিকার আদায় করাকে আবশ্যক মনে করতো। এমনিভাবে মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করার সময় কবিরা প্রশংসা করে বলতো, সে দান করার গুণে গুণান্বিত ছিল। কবিরা আরো বলতো, মানুষকে মৃত্যু থেকে কোন কিছুই রক্ষা করতে পারেনা কিন্তু বদান্যতা দ্বারা মানুষ অমর হয়ে যায়। কেননা তাঁর মৃত্যুর পরও তাকে যুগ যুগ ধরে স্মরণ করা হয়।[১০৯]

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর কবিতায় সখরের গুণাবলীর কথা বলতে গিয়ে বলেন, সখর ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। তিনি অতিথিদেরকে খুবই সম্মান করতেন। তাঁর নিকট বিভিন্ন এলাকা থেকে অতিথি আসতো। তিনি তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতেন এবং তাদেরকে অভিবাদন জানাতেন। কালের দুর্যোগে পরে যদি কেউ নিঃস্ব হয়ে যেতো অথবা কারো ধন সম্পদ চুরি বা ছিনতাই হয়ে যেতো, তাহলে তিনি তাদেরকে সাহায্য-সহযোগীতা করতেন। এমনকি যদি তাঁর নিকট কেউ রাতের শেষভাগেও আসতো যখন মানুষের চোখ প্রশান্তির নিদ্রায় নিমগ্ন থাকে, জগতের প্রাণিকূল ঘুমিয়ে থাকে এবং অন্ধকারের চাদর চারদিককে আচ্ছাদিত করে রাখে, তখনও তিনি তাকে হাসি মুখে

---

১০৮ যায়েদ বিন মুহাম্মাদ বিন গানিম আল-জুহানী, আস-সূরাতুল ফান্যিয়্যা ফিল মুফাদ্দালিয়্যাত আনমাতুহা ওয়া মাওদুউ'হা ওয়া মাসাদিরুহা ওয়া সিমাতুহাল ফান্যিয়্যা, (আল-মাদিনাতুল মুনাওয়ারা, সৌদী আরব, আল-জামিয়া'তুল ইসলামিয়্যা, ১৪২৫ হি.), সং-১, পৃ.২৯১

১০৯ ওহাব আহমাদ রুমিয়া, শে'রুনাল ক্বাদীম ওয়ান নাক্বদুল জাদীদ, (আল-কুয়েত, আলামুল মায়া'রিফা, ১৯৯৬), সং-১, পৃ.২৯১

অভিবাদন জানান এবং তাঁর প্রতি কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করেন না। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**نعم الفتى كان للأضياف إذ نزلوا**

**وسائل حل بعد الهدء محروب**

**كم من مناد دعا والليل مكتنع**

**نفست عنه حبال الموت مكروب**

**ومن أسير بلا شكر جزاك به**

**بساعديه كلوم غير تجليب**

অতিথিদের জন্য তিনি কত উত্তম যুবক যখন তার নিকট অতিথি আগমন করে এবং যাচনাকারীর জন্য যখন যুদ্ধ শেষে নিঃস্ব হয়ে তাঁর নিকট আসে।

রাতের গভীরে কত আহ্বানকারী তাকে আহ্বান করেছে। তাঁর নিকট থেকে বিপদগ্রস্থ, মৃত্যুর ফাঁদে পতিত ব্যক্তি শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করেছে।

এবং অনেক বন্দীকে কৃতজ্ঞতা ব্যতীত প্রতিদান দিয়েছেন। তাঁর আঘাতপ্রাপ্ত দুই বাহু দিয়ে কোন আর্তনাদ ব্যতীত সাহায্য করেছেন।[১১০]

কবি আল-খানসা (রা:) বিভিন্নভাবে সখরের বদান্যতার কথা বর্ণনা করেছেন। আর এ ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন অলংকারিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। যেমন তিনি এক কবিতায় ইসতেফহামে এনকারি বা অস্বীকার মূলক প্রশ্নের মাধ্যমে তাঁর ভাই সখরের প্রশংসা করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, অতিথিদেরকে সমাদর এবং আপ্যায়নের ক্ষেত্রে কে সখরের সমান হতে পারে? অর্থাৎ অতিথিদেরকে সমাদর এবং আপ্যায়নের ক্ষেত্রে সখরের সমান আর কেউ নেই।

---

১১০ আল-খানসা, আদ-দিওয়ান, পৃ.৩১৬

কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**فمن للضيف إن هبت شمال**

**مزعزعة تجلوبها صباها**

**وألجأ بردها الأشوال حدبا**

**إلى الحجرات بادية كلاها**

**هنالك لو نزلت ببيت صخر**

**قرى الأَضياف شحما من ذراها**

কে আছে অতিথিদের জন্য, যখন গাছের মূল উৎপাটনকারী উত্তরের প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয়ে পূবের হাওয়ার দিকে টেনে নিয়ে যায়।

এবং তার শীতলতায় আশ্রয় প্রদান করে ক্রমশ বর্ধমানশীল দুধ বিশিষ্ট উটনিকে লতা পাতা হীন মরুভূমির উটশালায়।

তখনও যদি তুমি সখরের বাড়িতে আগমন করো দেখতে পাবে তিনি অতিথিদেরকে ছড়ানো মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করাচ্ছেন।[১১১]

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর গোত্রের প্রতি স্বীয় ভাইয়ের দানশীলতা এবং বদান্যতার স্মৃতিচারণ করেছেন। বিশেষভাবে তিনি অনুর্বর বছরগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন, যে বছর গুলোতে মানুষ অনেক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিল।

১১১ প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৩

কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**ولا تراه وما في البيت يأكله**

**لكنه بارز بالصحن مهمار**

**ومطعم القوم شحما عند مسغبهم**

**وفي الجدوب كريم الجد ميسار**

**قد كان خالصتي من كل ذي نسب**

**فقد أصيب فما للعيش أوطار**

তুমি তাকে বাড়ির ভেতরে লুকিয়ে খেতে দেখবেনা কিন্তু তাকে দেখতে পাবে, তিনি বিশাল থালায় আতিথ্য করছেন।

তিনি গোত্রকে ক্ষুধার সময় মাংস দিয়ে আহার করান এবং অনুর্বর বছরগুলোতে অনেক অনেক সম্পদ দান করেন।

প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি থেকে তিনি ছিলেন আমার জন্য আন্তরিক। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন সুতরাং জীবনের কোন প্রয়োজন নেই।[১১২]

জাহেলী যুগেও ইয়াতিম এবং বিধবাদেরকে তত্ত্বাবধান করা এবং তাদের জন্য ব্যায় করাকে মহৎ এবং মর্যাদাপূর্ণ একটি কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। আর এ কারণে আরবী শোকগাঁথা রচনাকারী কবিগণ, যারা ইয়াতিমদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন তাদের মৃত্যুতে তাদের জন্য শোকগাঁথায় অনেক প্রশংসা করতেন।[১১৩]

কবি আল-খানসা (রা:) ইয়াতিম ও বিধবাদেরকে তাঁর ভাই সখরের দানশীলতাঁর কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন, সখর ইয়াতিম এবং বিধবাদেরকে অনেক গুরুত্ব দিতেন এবং

---

১১২ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৮

১১৩ মুহাম্মাদ জুরমান আল-আওয়াজী, আল-ক্বায়্যিমুল ইনসানিয়্যা ফী শি'রির রছাইল জাহিলী, পৃ.৫১

তাদের জন্য অনেক দান করতেন। তিনি ইয়াতিমদেরকে এমনভাবে দেখাশোনা করতেন মনে হতো যেন তিনি তাদের পিতা। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**وأبو اليتامى ينبتون فنائه**

**نبت الفراخ بمكلئي معشاب**

তিনি ইয়াতিমদের পিতা, তারা তাঁর নিকট এমনভাবে অবস্থান করে যেমন উর্বর তৃণভূমিতে ছোট ছোট ঘাস উৎপন্ন হয়।[১১৪]

কবি আল-খানসা (রা:) আরো বলেন,

**أبا اليتامى إذا ما شتوة جحرت**

**وفي المزاحف ثبت غير وقاف**

যখন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায় তখন তিনি ইয়াতিমদের পিতা হয়ে যান আর তিনি যুদ্ধের মাঠে অবিচল পশ্চাদপদ হননা।[১১৫]

কবি আল-খানসা (রা:) এর ভাই সখর বিধবাদের প্রতিও অনেক খেয়াল রাখতেন এবং তাদের খোঁজ-খবর নিতেন। কবি আল-খানসা (রা:) বিধবাদের প্রতি স্বীয় ভাই সখরের অনুগ্রহ এবং দানশীলতার কথা, অসহায় পথিক, দরিদ্র এবং ফকির-মিসকিন যারা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় রয়েছেন তাদের প্রতি সখরের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন।

---

১১৪ আল-খানসা, আদ-দিওয়ান, পৃ.২৩৫

১১৫ প্রাগুক্ত, পৃ.৪০৯

কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**وعليه أرامل الحي والسفر**

**ومعترهم به قد ألاحا**

তিনি গোত্রের বিধবা, মুসাফির এবং বিনয়ের সাথে যাচনাকারীদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন যা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।[১১৬]

এর মাঝে কোন সন্দেহ নেই যে, দানশীলতা এবং বদান্যতা আরবদের নিকট একটি প্রশংসনীয় গুণ হিসেবে বিবেচিত হতো এবং দানশীলতা দানকারীকে মৃত্যুর পর অমর করে রাখার এবং তাকে যুগ যুগ ধরে স্মরণ করার কারণ মনে করা হতো। যার ফলে জাহেলী যুগে আরবগণ মৃত্যুর পরও অমর থাকার অভিপ্রায়ে বদান্যতাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করতেন। যেমন এ ব্যাপারে মুহাম্মাদ ফুয়াদ নাফা' আল-জুদ ওয়াল বুখল ফিস শে'রিল জাহেলী কিতাবে বলেন, "কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁর বদান্যতার কথা ছড়িয়ে পড়তো। সুতরাং বদান্যতার প্রসিদ্ধি অথবা কৃপণতার অপমান দীর্ঘ সময় পর্যন্ত লোকদের মাঝে আলোচিত হতো। আর এ কারণে কবিগণ মানুষের মৃত্যুর পর তাকে অসম্মান করা থেকে বিরত থাকতেন এবং তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলী বর্ণনা করতেন।"[১১৭]

---

১১৬ প্রাগুক্ত, পৃ.২৮২

১১৭ মুহাম্মাদ ফুয়াদ নাফা, আল-জুদ ওয়াল বুখল ফিশ শি'রিল জাহিলী মাদখল লুগাভী উসলুবী, (দামেস্ক : দারু ত্বলাস লিদ-দিরাসাতি ওয়ান নাসর, তা.বি.), পৃ.৪৮

## সম্মান এবং নেতৃত্ব (المجد والسيادة)

জাহেলী যুগে নেতৃত্ব (السيادة) কে একটি প্রশংসনীয় গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। সাধারণত পারিবারিকভাবে লোকেরা গোত্রের নেতৃত্ব লাভ করতো। একটি গোত্রকে যে পরিবার নেতৃত্ব প্রদান করতো তারা অন্যান্য পরিবার থেকে অধিক মর্যাদাবান পরিবার হিসেবে বিবেচিত হতো।

কবি আল-খানসা (রা:) এর পরিবার তাঁর গোত্রকে নেতৃত্ব প্রদান করতেন। তিনি তাঁর কবিতার মাঝে স্বীয় পরিবারের সদস্যদের গোত্রকে নেতৃত্বদান এবং তাদের নেতৃত্বগুণের কথা আলোচনা করেছেন যা তাঁর পরিবার তাঁর গোত্রের অন্যান্য পরিবারের উপর মর্যাদাবান হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**طويل النجاد رفيع العماد**

**ساد عشيرته أَمردا**

**إذا القوم مدوا بأَيديهم**

**إلى المجد مد إليه يدا**

**فنال الذي فوق أيديهم**

**من المجد ثم مضى مصعدا**

**يكلفه القوم ما عالهم**

**وإن كان أصغرهم مولدا**

**ترى المجد يهوي إلى بيته**

**يرى أفضل الكسب أن يحمدا**

**وإن ذكر المجد ألفيته**

**تأزر بالمجد ثم ارتدى**

তাঁর তরবারীর হাতল সুদীর্ঘ তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সেনাপতি। দাঁড়ি গজানোর পূর্ব থেকেই তাঁর গোত্রকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

যখন জাতি মর্যাদার জন্য তাদের হাতগুলোকে প্রসারিত করেছে তখন তিনি সেদিকে এক হাত প্রসারিত করেছেন।

তাঁর হাত জাতির সকলের হাতকে অতিক্রম করে মর্যাদা অর্জন করেছে অতঃপর আরো উপরে চলে গিয়েছে।

জাতি তাকে তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব অর্পণ করেছে যদিও তিনি বয়সের দিক দিয়ে সকলের থেকে ছোট।

তুমি মর্যাদাকে তাঁর বাড়ির প্রতি পথ প্রদর্শন করতে দেখবে তাঁর প্রশংসা করাকে সর্বোত্তম অর্জন মনে করা হবে।

যদি মর্যাদার আলোচনা করা হয় তুমি তাকে দেখতে পাবে, তিনি মর্যাদাকে পোষাক বানিয়ে পরিধান করে আছেন।[১১৮]

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর কবিতায় অধিকাংশ সময় ঐ সকল গুণাবলীর বর্ণনা করেছেন যে সকল গুণাবলীকে আরবগণ সম্মান-মর্যাদার চোখে দেখতেন এবং যে সকল গুণাবলীকে তারা নিজেদের সমাজের নেতৃস্থানীয় মানুষ এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মাঝে দেখতে চাইতেন। কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর কবিতায় স্বীয় ভাই সখরের সে সকল গুণাবলীর কথা অনেক সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন।

১১৮ আল-খানসা, আদ-দিওয়ান, পৃ.১৪৩

কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**مورث المجد ميمون نقيته**

**ضخم الدسيعة في العزاء مغوار**

**فرع لفرع كريم غير مؤتشب**

**جلد المريرة عند الجمع فخار**

তিনি মর্যাদার উত্তরাধিকারী, সৌভাগ্যবান, কঠিন সময়েও প্রচুর উত্তম খাবার পরিবেশন করা তাঁর স্বভাব।

তিনি সম্মানিত নেতাদের নেতা। সম্ভ্রান্ত, বিচক্ষণ, দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী এবং সকলের নিকট গর্বের পাত্র।[১১৯]

কবি আল-খানসা (রা:) এর ভাই সখর ছিলেন তাঁর গোত্রের সবচেয়ে সম্মানিত নেতা। কবি আল-খানসা (রা:) এর মতে, সম্মান-মর্যাদা এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অন্য কেউ তাঁর ভাই সখরের সমান নয়। সম্মান-মর্যাদা এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সখরের সাথে আর কারো তুলনা চলেনা। কারণ তিনি সম্মান-মর্যাদা এবং নেতৃত্বের এতো উচ্চাসনে সমাসীন হয়েছেন যে, সেখানে আর কেউ আরোহন করতে পারেনি। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**على ماجد ضخم الدسيعة بارع**

**له سورة في قومه ما تحول**

**فما بلغت كف امرىء متناول**

**من المجد إلا حيث ما نلت أطول**

**ولا بلغ المهدون في القول مدحة**

**ولا صدقوا إلا الذي فيك أفضل**

---

১১৯ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৯

তিনি সম্মানিত, উত্তম খাবার পরিবেশনকারী, দানশীল, জাতির মাঝে তাঁর এমন সম্মান রয়েছে যা পরিবর্তিত হয়না।

কোন মানুষের দানের হাতই তোমার দানের নাগাল পায়না, তুমি এমনই সুউচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছো।

প্রশংসাকারীদের প্রশংসার কথা পৌঁছেনি এবং তারা সত্যও বলেনি কেবল তোমার উত্তম প্রশংসা ব্যতীত।[১২০]

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর কবিতায় স্বীয় ভাই সখরের জন্য ভদ্র, সম্ভ্রান্ত, সম্মান-মর্যাদা এবং নেতৃত্বের অধিকারী একজন পরিপূর্ণ মানুষের চিত্র অংকন করেছেন। যিনি দুর্ভিক্ষের সময় স্বীয় জাতির জন্য যথেষ্ঠ। যিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সন্ধিতে তাদের নেতা, যিনি প্রচন্ড শীতের রাতে নিজ হাতে উট জবাই করে তাদেরকে আহার করান। যিনি সর্বদাই জাতির সকলের জন্য বিপদ-আপদে সাহায্যকারী এবং তাদের আশা-আকাঙ্খার প্রত্যাবর্তন ও আশ্রয়স্থল । কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**يوما بأوجد مني يوم فارقني**

**صخر وللدهر احلاء وامرار**

**وإن صخرا لوالينا وسيدنا**

**وإن صخرا إذا نشتو لنحار**

**وإن صخرا لمقدام إذا ركبوا**

**وإن صخرا إذا جاعوا لعقار**

**وإن صخرا لتأتم الهداة به**

**كأنه علم في رأسه نار**

১২০ প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৯

যেদিন সখর আমাকে ছেড়ে গিয়েছে সেদিন থেকে আমি নিজেকে আবিষ্কার করেছি আমার নিকট কালের মিষ্টতাও তিক্ত হয়ে গিয়েছে।

সখর ছিলেন আমাদের অভিভাবক এবং আমাদের নেতা। আর তিনি ছিলেন মানুষকে খাওয়ানোর জন্য অতি দ্রুত জবাইকারী।

সখর যখন আরোহন করতেন তখন সবার সামনে থাকতেন। আর লোকেরা যখন ক্ষুধার্ত হতো তখন অধিক জবাই করতেন।

সখর হলেন এমন ব্যক্তি যাকে বড় বড় নেতারাও অনুসরণ করে। তিনি যেন একটি সুউচ্চ পাহাড় যার চূড়ায় আগুন জ্বালানো।[১২১]

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর কবিতার মাঝে অনেক শব্দমালার এমন শৈল্পিক ব্যবহার করেছেন যা তাঁর জীবনের উপর নেমে আসা কঠিন বিপদের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করে। সে সকল শব্দমালার মাধ্যমে প্রিয় ভাইকে হারানোর কষ্ট-যন্ত্রণা এবং সত্য- সুন্দর আবেগ-অনুভূতির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে যা বিপদে আপতিত এবং একজন প্রিয়জন হারানো নারীর অবস্থার সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কবি আল-খানসা বলেন,

وابكي المعمم زين القائدين إذا

كان الرماح لديهم خلج اشطان

আমি নেতা এবং সেনাপতির পুত্রের জন্য ক্রন্দন করি। যখন তাদের নিকট বড় রশি বাঁধা বর্শা ভেঙ্গে যায়।[১২২]

১২১ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৫

১২২ প্রাগুক্ত, পৃ.৪১২

## বিশ্বস্ততা এবং সত্যবাদিতা (الوفاء والصدق)

জাহেলী যুগের লোকদের জীবন ছিল যুদ্ধের জীবন। তাদের মাঝে অন্ধ স্বজনপ্রীতি কাজ করতো। তারা শক্তিমত্ত্বা ও হত্যাযজ্ঞের উপর নির্ভর করতো। এছাড়াও তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল আমানতের খিয়ানত করা, মিথ্যা কথা বলা এবং বিশ্বাসঘাতকতা করা ইত্যাদি। কিন্তু এর মাঝেও কিছু মানুষ এমন ছিলেন যারা বিশ্বস্ততা এবং সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে এমন প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, যেন তারা এটিকে তাদের স্বভাব বানিয়ে নিয়েছিলেন। সে সময়ের কিছু আরবদের সম্পর্কে বলা হয়, তারা যদি কোন প্রতিশ্রুতি দিতেন তবে নিজের জীবন দিয়ে হলেও তা পূর্ণ করতেন। আর এ কারণে আরব কবিগণ তাদের বিশ্বস্ততা এবং সত্যবাদিতার গুণ উল্লেখ করে প্রশংসা করতেন।

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর কবিতায় স্বীয় ভাই সখরের বিশ্বস্ততা এবং সত্যবাদিতার কথা বর্ণনা করেছেন। কবি আল-খানসা (রা:) উল্লেখ করেন, তাঁর ভাই সখর ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী। যিনি সর্বদা সত্য কথা বলতেন এবং বিশ্বস্ত নেতা যার উপর কোন সংশয় ব্যতীত বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

كذبت بالحق وقد رابني

حتى علت أبياتنا الواعيه

بالسيد الحلو الأمين الذي

يعصمنا في السنة العادية

لكن بعض القوم هيابة

في القوم لا تغبطه الباديه

আমি সত্যকে মিথ্যা মনে করেছি এবং আমাকে সন্দেহে ফেলেছে যতক্ষণ না আমাদের ঘরগুলো সতর্ক করে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে।

সুমিষ্টভাষী বিশ্বস্ত এমন একজন নেতার মাধ্যমে যিনি আমাদেরকে বৈরী বছরে রক্ষা করেছেন।

কিন্তু গোত্রের কিছু লোক প্রচন্ড রকম ভীতু, গোত্রের মরুবাসী বেদুঈনরা তাকে ঈর্ষা করেনি।[১২৩]

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর কবিতায় স্বীয় ভাই সখরের বীরত্বের সাথে সত্যবাদিতার কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে কবি আল-খানসা (রা:) সখর সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন, তাঁর ভাই সখর যেমন বীর বাহাদুর ঠিক তেমনি সত্যবাদী। তিনি কখনো কারো সাথে মিথ্যা কথা বলেন না। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**وفارس هيجا يعلم الناس أنه**

**إذا دعا بالجزع غير مكذب**

তিনি যুদ্ধের মাঠে অশ্বারোহী যোদ্ধা মানুষ জানে যখন রাতের শেষ অংশে ডাকে তখনও তিনি মিথ্যা বলেন না।[১২৪]

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তথা সখরের পুত্র কুরাইয এর বিশ্বস্ততার কথা বর্ণনা করেছেন। কুরাইয ইবনে সখর একজন সুন্দর এবং বিশ্বস্ত যুবক। যিনি কালবিলম্ব না করে মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন। যে কোন প্রয়োজনে মানুষ তাকে ডাকলে তিনি হাসি মুখে তাদের ডাকে সাড়া দেন। মানুষ তাঁর নিকট বার বার সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করলেও তিনি বিরক্তিবোধ করেন না এবং তাদেরকে তাড়িয়ে দেননা। বরং তিনি তাদেরকে অকাতরে দান করেন। তিনি যে উত্তম চরিত্র ধারণ করেন এবং তাঁর যে সুন্দর বিশ্বস্ততার স্বভাব তা কখনো পরিবর্তিত হয়না।

---

১২৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৪০২

১২৪ প্রাগুক্ত, পৃ.২১৫

কবি আল-খানসা বলেন,

**فنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره**

**كريز بن صخر ليلة الريح والظلم**

**إذا البازل الكوماء ضنت برفدها**

**ولاذت لواذا ملمدرين بالسلم**

**فقدحاك خير من أناس ورفدهم**

**بكفي غلام لا خلوف ولا برم**

কুরাইয ইবনে সখর কত উত্তম যুবক, যার আগুনে ঝঞ্ঝাপূর্ণ আঁধার রাতে অনেক মানুষ জীবন ধারণ করেছে।

যখন বড় উটনি তার দুধ দিতে কার্পণ্য করে এবং ভয়ে পালিয়ে গিয়ে গাছের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করে।

তখন মানুষের মাঝে তাদের সমর্থনে কল্যাণ সাধিত হয় এমন এক বালকের হাতে যার ব্যাপারে অবিশ্বাস এবং বিরক্তি নেই।[১২৫]

১২৫ প্রাগুক্ত, পৃ.২০০

## সৌন্দর্য (الجمال)

জাহেলী যুগে কবিগণ তাদের প্রশংসিত ব্যক্তিদের সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করতেন। এদিকে ইংগিত করে কিতাবুল আগানিতে আবুল ফারাজ আল-ইস্ফাহানী বর্ণনা করেন, কবি আল-খানসা (রা:) এর পিতা তাঁর দুইপুত্র সখর এবং মুয়াবিয়ার হাত ধরে বের হয়ে বলতেন, এ দুই ভাইয়ের মতো আর কে আছে? কারণ তারা উভয়ে ছিলেন আরবদের মাঝে সবচেয়ে সুন্দর যুবক।[১২৬]

আর এ কারণে কবি আল- খানসা (রা:) তাঁর ভাই সখরের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন এবং তাকে তাঁর গোত্রের সবচেয়ে সুন্দর ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাকে উজ্জল আগুনের সাথে তুলনা করেছেন যার আলোয় অন্ধকার দুরীভূত হয়ে যায় এবং পথহারা পথিক সঠিক পথের দিশা লাভ করে। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

جهم المحيا تضيء الليل صورته

آباؤه من طوال السمك أحرار

শত্রুর জন্য তিনি রূঢ়, তাঁর অবয়ব আঁধার রাতকে আলোকিত করে, তাঁর পূর্বপুরুষ উচ্চতার দৈর্ঘ্যে বড়ই সম্ভ্রান্ত।[১২৭]

চেহারার সৌন্দর্য বর্ণনা করাকে আরবী শোকগাঁথা এবং প্রশংসামূলক কবিতার মূল স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কবিগণ তাদের কবিতার মাঝে যত সুন্দরভাবে সে চিত্র অঙ্কন করতে পারেন সে কবিতাকে কাব্যশৈলীর শৈল্পিক মানদন্ডে তত উচ্চ মান সম্পন্ন আরবী কবিতা হিসেবে গণ্য করা হয়। উপরন্তু চেহারার সৌন্দর্যের বিবরণ আরবী প্রেমগীতিকার অন্যতম বড় একটি বৈশিষ্ট্য।[১২৮]

---

১২৬ আবুল-ফারাজ আল ইস্ফাহানী, কিতাবুল আগানী, খ.১৩, পৃ.২৬৩

১২৭ আল-খানসা, আদ-দিওয়ান, পৃ.৩৮৯

১২৮ ইবরাহীম ইবনে সালিহ, আশ- শে'রুল জাহিলী, পৃ.৭০

আর এ পথে চলতে গিয়েই কবি আল- খানসা (রা:) তাঁর কবিতায় স্বীয় ভাই সখরের চেহারা এবং শারীরিক সৌন্দর্যের চিত্র অঙ্কন করেছেন। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন, সখর এমন মাধুর্যপূর্ণ বিশেষ শারীরিক সৌন্দর্যের অধিকারী যে, সে সৌন্দর্য তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে রাখে।

কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

جلد جميل المحيا كامل ورع

وللحروب غداة الروع مسعار

حلو حلاوته فصل مقالته

فاش جمالته للعظم جبار

তিনি সুন্দর ত্বক বিনয়পূর্ণ জীবনের অধিকারী এবং যুদ্ধের সময় ভোর বেলার কমনীয়তার মতো শক্তিশালী।

তাঁর সৌন্দর্য মিষ্টতায় ভরপুর, তাঁর কথাই চূড়ান্ত, তাঁর সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়েছে যেন প্রচন্ড সম্মানের ধারক।[১২৯]

অন্যভাবে বলা যায় সখরের সৌন্দর্য এতো সুস্পষ্ট যে, সকলেই তাঁর নিদর্শন বুঝতে পারে। প্রসিদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি যেন একটি পাহাড়ের সদৃশ। যার শীর্ষদেশে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে। যার মাধ্যমে অন্ধকার রাতে পথহারা পথিক সঠিক পথের দিশা লাভ করে। কেননা যখন কোনো উঁচু স্থান বা পাহাড়ের চূড়ার উপর আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয় তখন সে আগুনের আলোক আভা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর সে আলো রাতের অন্ধকারে পথহারা পথিককে সঠিক পথের দিশা দেয় ঠিক তেমনি সখর।

১২৯ আল-খানসা, আদ-দিওয়ান, পৃ.৩৮৭

কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**يوما بأوجد مني يوم فارقني**

**صخر وللدهر احلاء وامرار**

**وإن صخرا لوالينا وسيدنا**

**وإن صخرا إذا نشتو لنحار**

**وإن صخرا لمقدام إذا ركبوا**

**وإن صخرا إذا جاعوا لعقار**

**وإن صخرا لتأتم الهداة به**

**كأنه علم في رأسه نار**

যেদিন সখর আমাকে ছেড়ে গিয়েছে সেদিন থেকে আমি নিজেকে আবিষ্কার করেছি আমার নিকট কালের মিষ্টতাও তিক্ত হয়ে গিয়েছে।

সখর ছিলেন আমাদের অভিভাবক এবং আমাদের নেতা। আর তিনি ছিলেন মানুষকে খাওয়ানোর জন্য অতিদ্রুত জবাইকারী।

সখর যখন আরোহন করতেন তখন সবার সামনে থাকতেন। আর লোকেরা যখন ক্ষুধার্ত হতো তখন অধিক জবাই করতেন।

সখর হলেন এমন ব্যক্তি যাকে বড় বড় নেতারাও অনুসরণ করে। তিনি যেন একটি সুউচ্চ পাহাড় যার চূড়ায় আগুন প্রজ্বলিত।[১৩০]

কবি আল-খানসা (রা:) এর মতে, সখর এমন একজন সুদর্শন যুবক যার মাঝে এমন একাধিক সৌন্দর্য একত্রিত হয়েছে যা অন্য কারো মাঝে হয়নি। তাঁর রয়েছে সৌন্দর্যে ভরপুর সুন্দর ভাবভঙ্গি এবং সুন্দর মুখাবয়ব। আর তাঁর রয়েছে হালকা পাতলা গড়ন এবং

---

১৩০ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৫

দীর্ঘ দেহ, যেন তা ভাজ করা চাদরের নিচে লুকানো কঙ্কন। যা তাঁর উজ্জল যৌবনের ইঙ্গিত বহন করে।

কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**مثل الرديني لم تنفد شبيبته**

**كأنه تحت طي البرد أسوار**

শক্তিশালী বর্শার ন্যায় তাঁর যৌবন শেষ হয় না, যেন তা ভাজ করা চাদরের নিচে স্বর্ণের কঙ্কন।[১৩১]

উপরোক্ত পংক্তিমালার দ্বারা কবি আল-খানসা (রা:) এর সৌন্দর্য (الجمال) বিষয়ের ক্ষেত্রে তাঁর শৈল্পিক কাব্যশৈলী এবং নিপুণ দক্ষতা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যা কবিকে একজন পরিপূর্ণ এবং পরিপক্ক কবি হিসেবে প্রমাণ করে। কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর ভাই সখরের সৌন্দর্যের চিত্রকে জীবনের স্পন্দন দিয়ে অঙ্কন করেছেন। আর যে তাঁর কবিতা শ্রবণ করে বা পাঠ করে তাঁর মনে হয় যেন সে তা অবলোকন করছে। তা যেন তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছে আর সে তা প্রত্যক্ষ করছে।

১৩১ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৯

## সহনশীলতা (الحلم)

সহনশীলতা (الحلم) বলা হয় স্বীয় আত্মাকে আবেগের অবস্থায় এবং কঠিন উত্তেজনাকর মূহুর্তে রাগ থেকে বিরত রাখা। আর এর মাঝে কোন সন্দেহ নেই যে, সহনশীলতা সঠিক জ্ঞান এবং তার নিদর্শনের পরিচায়ক।[১৩২]

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর ভাই সখরের সহনশীলতার কথা উল্লেখ করেছেন। সখর ছিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব। আর তার বেশকিছু কারণও ছিল। সখর ছিলেন সহনশীলতার গুণে গুণান্বিত, দানশীলতায় উল্লেখযোগ্য, যুদ্ধের মাঠে বীরত্বে সুপ্রসিদ্ধ এবং পরিবার ও গোত্রের নিকট সৌভাগ্যের প্রতীক।[১৩৩]

আর এ থেকেই কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর ভাই সখর সম্পর্কে বলেন, তিনি তাঁর সহনশীলতা দিয়ে বিভ্রান্তি, অন্ধকার এবং মুর্খতা প্রতিহত করেছেন। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

وبحلم إذ الجهول أعتراه

يردع الجهل بعدما قد أشحا

যখন মূর্খরা তাকে আক্রমণ করে তখন তিনি সহনশীলতা দিয়ে প্রতিহত করেন। মূর্খতা ছড়িয়ে পড়ার পর তিনি প্রতিরোধ করেন।[১৩৪]

উক্ত কবিতায় কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর ভাই সখরের সহনশীলতা এবং ধীরস্থিরতার বর্ণনা দিয়েছেন। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন, গোত্রের অন্যান্য লোকেরা যেমন সহনশীলতা এবং ধীরস্থিরতার ব্যাপারে অজ্ঞ তাদের মাঝে সখর তেমন নয়। সখর হলেন সহনশীল যুবক, যিনি কঠিন সময়েও ধীরস্থির থাকেন।

---

১৩২ মুহাম্মাদ জুরমান আল-আওয়াজী, আল-ক্বায়্যিমুল ইনসানিয়্যা ফী শি'রির রছাইল জাহিলী, পৃ.৮৩

১৩৩ আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ আল-মুবাররিদ, আল-কামিল ফিল লুগাতি ওয়াল আদাবি, (বৈরুত : মাকতাবাতু দারুল মাআ'রিফ), খ.২, পৃ.৩৪২/৩৪৩

১৩৪ আল-খানসা, আদ-দিওয়ান, পৃ.২৪৬

কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**وكنت لنا غيث وظل ربابة**

**إذا نحن شئنا بالنوال استهلت**

**فتى كان ذا حلم أصيل وتؤدة**

**إذا ما الحبا من طائف الجهل حلت**

তুমি ছিলে আমাদের জন্য মেঘমালা এবং মেঘমলার ছায়া সদৃশ। যখন আমরা ইচ্ছা করতাম তাঁর দান অর্জন করতে পারতাম।

তুমি ছিলে সহনশীল, সম্ভ্রান্ত এবং ধীরস্থির যুবক। যখন মূর্খদের বাহিনী তোমার নিকটবর্তী হতো তুমি সমাধান করে দিতে।[১৩৫]

১৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ.৪১৮

## ধৈর্য এবং দৃঢ়তা (الصبر والجلد)

মানুষের পছন্দনীয় গুণাবলীর মাঝে ধৈর্য এবং দৃঢ়তা অন্যতম। আর এর মাঝে কোন সন্দেহ নেই যে, জাহেলী যুগে মানুষের স্বভাব প্রকৃতি এমন ছিল, যেখানে ধৈর্য এবং দৃঢ়তার খুবই প্রয়োজন ছিল। সুতরাং জাহেলী যুগেও কিছু কিছু মানুষের মাঝে ধৈর্য এবং দৃঢ়তার গুণ পাওয়া যায়। কেননা যদি ধৈর্যশীল এবং দৃঢ়তা সম্পন্ন কিছু মানুষ না থাকতো, তবে তাদের জীবন ধারণ করা অসম্ভব হয়ে যেতো।

কবি আল-খানসা (রা:)-এর ভাই সখর ছিলেন একাধিক গুণে গুণান্বিত একজন ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একজন ধৈর্যশীল এবং দৃঢ়তাসম্পন্ন মানুষ। কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর কবিতায় স্বীয় ভাই সখরের ধৈর্যশীলতা এবং দৃঢ়তার চিত্র অঙ্কন করেছেন এভাবে;

কবি বলেন,

كراهية  والصبر منك سجية

إذا ما رحى الحرب العوان استدرت

اقاموا جنابي رأسها وترافدوا

على صعبها يوم الوغى فاسبطرت

এটা অপছন্দনীয় কিন্তু ধৈর্য ধারণ করা তোমার স্বভাব। যখন যুদ্ধের চাকা ঘুরতে থাকে এবং প্রচন্ড লড়াই আরম্ভ হয়ে যায়।

ডান-বাম ও সামনের বাহিনী একে অপরকে সহযোগীতা করতে থাকে। যুদ্ধের ভয়াবহতার উপর তখনও তুমি সুদৃঢ় থাকো।[১৩৬]

কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতায় লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই তিনি তাঁর কবিতায় ধৈর্য এবং দৃঢ়তার চিত্র কত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর ভাই সখরের দৃঢ়তা এবং ধৈর্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, সখর সকল বিষয় ধৈর্য এবং

১৩৬ প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৬

দৃঢ়তার মাধ্যমে জয় করেন। দৃঢ়তা এবং ধৈর্য ধারণের ক্ষেত্রে সখর কখনো ভুল করেন না। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

ظفر بالأمور جلد نجيب

وإذا ما سما القتال لحرب أباحا

তিনি কাজকর্মে সফল, তীরের ফলার মতো অবিচল, আর যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তিনি যুদ্ধে জয় লাভ করেন।[১৩৭]

১৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৬

## পবিত্রতা (العفة)

পবিত্রতা (العفة) বলা হয় নিজেকে ঐ সকল বিষয় থেকে বিরত রাখা, যা মানুষকে অনিষ্ট পৌঁছায় অথবা মানুষের লজ্জা বা ভদ্রতাকে দূর করে দেয়। চাই তা কাজের মাধ্যমে হোক অথবা কথার মাধ্যমে। আরবগণ জাহেলী যুগেও পবিত্রতার প্রতি অনেক আগ্রহী ছিলেন এবং পবিত্রতার গুণে গুণান্বিত হওয়াকে গর্বের বিষয় বলে মনে করতেন। আর এ কারণে দেখা যায় আরব কবিগণ মানুষের গুণের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে পবিত্রতার কথাও উল্লেখ করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, কবি আল-খানসা (রা:) পুরুষের যে সকল গুণের উপমা প্রদান করেছেন তাঁর বেশীর ভাগই তাঁর ভাই সখরকে নিয়ে। তিনি সখরের স্বভাবগত, আকৃতিগত এবং শারীরিক বৈশিষ্টের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি সখরের যে সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর মাঝে পবিত্রতা অন্যতম। তিনি বিভিন্ন স্থানে সখরের পবিত্রতার কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

فلئن هلكت لقد غنيت سميذعا

محض الضريبة طيب الأثواب

ضخم الدسيعة بالندى متدفقا

مأوى اليتيم وغاية المنتاب

যদি তুমি মৃত্যু বরণ করে থাকো তবে তুমি অমুখাপেক্ষী হয়েছো দানশীলতা, স্বভাবের পবিত্রতা এবং পোষাকের উৎকৃষ্টতা থেকে।

তুমি উত্তম খাবার পরিবেশনকারী, দানশীলতায় উদার, ইয়াতিমদের আশ্রয়স্থল এবং আগন্তুকদের উদ্দেশ্যস্থল।[১৩৮]

---

১৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৬

কবি আল-খানসা (রা:) অন্য এক স্থানে তাঁর ভাই সখরের পবিত্রতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, সখর এমন পবিত্র চরিত্রের অধিকারী যে, যদি তাঁর কোন প্রতিবেশিনীর স্বামী নিজের বাড়িতে উপস্থিত না থাকেন তবে তিনি সে প্রতিবেশিনীর বাড়ির আঙিনার ধারে কাছেও যান না। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

لم تره جارة يمشي بساحتها

لريبة حين يخلي بيته الجار

তাকে তাঁর কোন প্রতিবেশিনী কখনো সন্দেহবশত তাঁর আঙিনায় হাটতে দেখেনি যখন বাড়িতে তাঁর প্রতিবেশী ছিলনা।[১৩৯]

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর ভাই সখরের পবিত্রতা বর্ণনা করতে গিয়ে সখরের মদ্যপান থেকে উঠে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ যখন কেউ মদ্য পান করে মাতাল হয়ে যায় তখন তাঁর উপর অশ্লীলতা ভর করে এবং সে নির্লজ্জ আচরণ করে। আর সে তখন কোনো পবিত্রতার ধার ধারে না। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

وإن تلقه في الشرب لا تلق فاحشا

ولا ناكثا عقد السرائر والصبر

যদি তুমি তাকে মদ্যপান করতে দেখতে পাও তবে তাকে অশ্লীল হতে দেখবেনা। তাকে গোপনীয়তা এবং ধৈর্যের চুক্তি ভঙ্গ করতেও দেখবেনা।[১৪০]

আর এ থেকে আমরা জানতে পারি জাহেলী যুগে পবিত্রতা কেবলমাত্র পুরুষ কর্তৃক নারীর অবৈধ মেলামেশার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, বরং বিভিন্ন প্রকার পানীয় এবং পোষাক যা অশ্লীল তা থেকে বেঁচে থাকাও পবিত্রতার অন্তর্ভূক্ত ছিল।

---

১৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৮

১৪০ আল-খানসা, আদ-দিওয়ান, তাহকিকঃ আব্দুস সালাম আল-হাওফী, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৯৮৫), সং-১, পৃ.৪২

## বাকপটুতা (الفصاحة)

জাহেলী যুগে আরবদের জীবন চিত্রের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে বাকপটুতা এবং বাগ্মীতার গভীর সম্পর্ক ছিল। আরবদের নিকট যে কথা বা বাক্য উদ্দেশ্য পূর্ণ করতো না তাকে তারা কথা বা বাক্য হিসেবে স্বীকৃতি দিতো না। কবিতা হোক কিংবা গদ্য অথবা বক্তৃতা যার ভাষামান যত উচ্চ হতো সে তাঁর সমাজ এবং গোত্রের মাঝে বেশী মর্যাদাবান হিসেবে বিবেচিত হতো।[১৪১]

আর এ কারণে কবিগণ সে সকল লোকদেরকে স্মরণ করে কবিতা রচনা করতেন যারা বাকপটুতা এবং বাগ্মীতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। কবি আল-খানসা (রা:) এর ভাই সখর ছিলেন বাকপটু এবং বাগ্মীতার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ একজন ব্যক্তি। কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর কবিতায় সখরের বাকপটুতা এবং বাগ্মীতার চিত্র অঙ্কন করেছেন।

কবি আল-খানসা (রা:) সখরের বক্তৃতার ক্ষেত্রে বলেন,

وخطيب أشم إذ سعروا الحرب

وصفوا صف الخصيم الرماحا

> আর তিনি হলেন উচ্চ কণ্ঠের সুবক্তা যখন যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠে এবং তারা বর্শা নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাতারে সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান হয়।[১৪২]

কবি আল-খানসা (রা:) সখরের বক্তৃতার ক্ষেত্রে আরো বলেন, সখর কঠিন এবং দুর্বোধ্য বিষয়গুলোকে অত্যন্ত সহজভাবে উপস্থাপন করেন, কেননা তিনি হলেন একজন সুবক্তা। তিনি বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ সভা-সমাবেশে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং বক্তাদের সাথে অংশগ্রহণ করেন।

---

১৪১ মাযিন আল-মুবারাক্, আল-মুজিজ ফি তারীখিল বালাগাহ, (বৈরুত : দারুল ফিকরিল মুয়াসির, ২০০২), সং-২, পৃ.২৩

১৪২ আল-খানসা, আদ-দিওয়ান, পৃ.২৪৩

কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**فالحمد خلته والجود علته**

**والصدق حوزته إن قرنه هابا**

**خطاب مفصلة فراج مظلمة**

**إن هاب مفظعة أتى لها بابا**

প্রশংসা তার পোষাক, দানশীলতা তার রোগ এবং সত্যবাদিতা তার স্বভাব, যদিও তার সহচর ভীত হয়ে যায়।

তিনি সত্য মিথ্যা পার্থক্যকারী বক্তা, অন্ধকার দূরিভূতকারী, ভয়ংকর অবস্থার সম্মুখীন হলে তা থেকে বের হওয়ার পথ করে ফেলেন।[১৪৩]

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর কবিতায় স্বীয় ভাই সখরের বাকপটুতার কথা উল্লেখ করেছেন। কবি আল-খানসা বলেন, ভাষার ক্ষেত্রে সখর হলেন একজন বিশুদ্ধভাষী এবং বাগ্মী ও অনর্গল বক্তা।

কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**حديد الفؤاد ذليق اللسان**

**يجازي المقارض أمثالها**

তিনি লৌহ হৃদয়, অনর্গল বক্তা শত্রুতা এবং তার মতো যা কিছু আছে তা অতিক্রম করে ফেলেন।[১৪৪]

---

১৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৫

১৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬

## সান্ত্বনা (العزاء)

সান্ত্বনা (العزاء) বলা হয় যা কিছু হারিয়ে গিয়েছে তার উপর ধৈর্য ধারণ করা। কবি আল-খানসা (রা:) যে সকল বিষয়ের উপর কবিতা রচনা করেছেন তার মাঝে অন্যতম একটি বিষয় হলো সান্ত্বনা (العزاء) । কবি আল-খানসা (রা:) নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন এমন যন্ত্রণার উপর যা থেকে পালানোর কোন পথ নেই। এ জন্য তিনি তাঁর চার পাশে ক্রন্দনকারীদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন। তিনি অন্যের ক্রন্দনের মাঝে তা পেয়েছেন যার মাধ্যমে স্বীয় পরিবার পরিজনকে বিপদের দিনে সান্ত্বনা দিয়েছেন । কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**يذكرني طلوع الشمس صخرا**
**وأذكره لكل غروب شمس**

**ولولا كثرة الباكين حولي**
**على اخوانهم لقتلت نفسي**

**ولكن لاازال ارى عجولا**
**وباكية تنوح ليوم نحس**

**هما كلتاهما تبكي أخاها**
**عشية رزئه او غب امس**

**وما يبكون مثل أخي ولكن**
**اعزي النفس عنه بالتأسي**

**فلا والله لا انساك حتى**
**افارق مهجتي ويشق رمسي**

সূর্যোদয় আমাকে সখরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আর আমি তাকে প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময় স্মরণ করি।

যদি আমার চারপাশে তাদের ভাইয়ের জন্য এতবেশী ক্রন্দনকারী না থাকতো তাহলে আমি নিজেকে শেষ করে ফেলতাম।

কিন্তু আমি অব্যাহতভাবে তাড়াহুড়োকারী এবং ক্রন্দনকারী দেখছি যে কঠিন দিনের জন্য ক্রন্দন করছে।

তারা উভয়ে তাদের ভাইয়ের জন্য ক্রন্দন করছে তার বিপদের প্রাক্কালে অথবা কয়েকদিন পর দেখতে আসার কারণে।

তারা আমার ভাইয়ের মতো ক্রন্দন করছেনা কিন্তু আমি নিজেকে তার পক্ষ থেকে সান্ত্বনা দ্বারা সমবেদনা জানিয়েছি।

আল্লাহর কসম আমি তোমাকে ভুলতে পারবোনা যতক্ষণ না আমি মৃত্যু বরণ করি এবং আমাকে দাফন করা হয়।[১৪৫]

নিজেকে সান্ত্বনা জানানোর একটি রূপ হলো জীবন পরিক্রমার কথা চিন্তা করা এবং মানুষের মৃত্যু, ভাগ্য, বিপদ-আপদের অবতরণ, কালের দুর্যোগ এবং বালা-মুসিবত অবতরণের সময় তাঁর সামনে মানুষের দুর্বলতা এবং সে সময়ে সান্ত্বনা, ধৈর্য ধারণ এবং সন্তুষ্ট থেকে তা মেনে নেওয়া।[১৪৬]

আর এ কারণেই কবি আল-খানসা (রা:) মৃত্যুর ব্যাপারে বলতে গিয়ে অনুধাবন করেছেন, সকল মানুষকে একদিন মৃত্যু বরণ করতে হবে এবং মৃত্যুর পেয়ালা সকলের জন্য অপেক্ষা করছে, যে পেয়ালা পান করা থেকে কোন প্রাণই নিস্তার পাবেনা। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**لا بد من ميتة في صرفها غير**

**والدهر في صرفه حول وأطوار**

কালের আবর্তনে মৃত্যু অবধারিত এবং যুগ তাঁর আবর্তনে স্থান পরিবর্তনকারী এবং বিভিন্ন ধাপ অতিক্রমকারী।[১৪৭]

---

১৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৬/৩২৭

১৪৬ আল-জাবুরী, আশ-শি'রুল জাহিলী খাসাইসুহু ওয়া ফুনুনুহু, পৃ.৩১৪

১৪৭ আল-খানসা, আদ-দিওয়ান, পৃ.৩৮০

যখন কবি আল-খানসা (রা:) এর ভয় দূরীভুত হয়ে যায়, তখন তিনি শান্ত হয়ে যান এবং তিনি ক্রন্দন, বিলাপ এবং আহাজারি করা বন্ধ করে দেন। অতঃপর তিনি মৃত্যু যা থেকে কারো নিস্তার নেই তা স্মরণ করে নিজেকে সমবেদনা জানান এবং সান্ত্বনা প্রদান করেন। মৃত্যু ছোট বড় সকলের বুকেই আঘাত করে, সে ধনী-গরিব, সম্মানিত-অসম্মানিত, রাজা-প্রজা কাউকেই ছাড়েনা। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**فبكوا لصخر ولا تعدلوا**

**سواه لكل فتى مصرع**

তারা সখরের জন্য ক্রন্দন করেছে এবং তারা মৃত্যুতে ক্রন্দনের ক্ষেত্রে তাকে ব্যতীত প্রত্যেক যুবকের ব্যাপারে বেইনসাফি করেছে।[১৪৮]

কবি আল-খানসা (রা:) এর ভাইদের মৃত্যুতে তাঁর উপর বিপদের পাহাড় নেমে আসে। কারণ তিনি তাদের উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করতেন। এরপর কবি আল-খানসা (রা:) উল্লেখ করেন, এ পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। মৃত্যু এমন একটি চাদর যা সকল মানুষকে একদিন পরিধান করতে হবে, সকলেই একদিন না একদিন মৃত্যু বরণ করবে।

কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**لا شيء يبقى غير وجه مليكنا**

**ولست أرى حيا على الدهر خالدا**

আমাদের মালিকের সত্বা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবেনা, আর আমি দুনিয়ায় কাউকে চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারী দেখিনা।[১৪৯]

---

১৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৯

১৪৯ প্রাগুক্ত, পৃ.৭২

জাহেলী যুগের অধিকাংশ কবিদের প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই তাদের ভাগ্যের নিকট আত্মসমর্পণের প্রতি আগ্রহ ছিল। কেননা মৃত্যুর পেয়ালা সকলেই একদিন পান করবে, তাঁর থেকে কেউ রেহাই পাবেনা। কোনো বাদশাহও নয়; কোনো ফকিরও নয়। আর এ কারণে কবি আল-খানসা (রা:) মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর অবস্থান সুস্পষ্ট করেছেন এবং এর বিপরীতে তাঁর মানবীয় অন্তরের মাঝে যা কিছু ঘুরপাক খেয়েছে সে সকল মানবিক দুর্বলতা, অক্ষমতা এবং মৃত্যুর বাস্তবতাকে হাসিমুখে আলিঙ্গন করেছেন। কারণ তার মোকাবিলা করতে মানব জাতি অক্ষম।[১৫০]

কবি আল-খানসা (রা:) অনুধাবন করতে পেরেছেন তাঁর ভাই সখরের এ অনুপস্থিতি তা চিরকালের জন্য অনুপস্থিতি। এ পৃথিবীর জীবনে কেউ চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু তাঁর কবিতামালা এ পৃথিবীতে যুগ যুগ ধরে সখরের স্মৃতিকে আগলে রাখবে। আর এ বিষয়টি তাঁর কবিতার মাঝে সুস্পষ্ট হয়েছে। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**وتعلم أن منايا الرجال**

**بالغة حين يبلى لها**

**وقافية مثل حد السنان**

**تبقى ويهلك من قالها**

**نطقت ابن عمرو فسهلتها**

**ولم ينطق الناس أمثالها**

আর তুমি জানো যে, নিশ্চয় মানুষের মৃত্যু তখন উপনীত হবে যখন তাঁর উপনীত হওয়ার সময় হবে।

---

১৫০ আল-লামী, ক্বিরাআতুন জাদীদাহ ফী মারাছিল খানসা, পৃ.৪০

আর কবিতামালা হলো বর্শার ফলার মতো ধারালো যা অবশিষ্ট থাকে এবং যে তা বলে তাকে ধ্বংস করে দেয়।

তুমি ইবনে আমরকে বলেছ ফলে তুমি তা সহজ করে ফেলেছ, আর তাঁর মতো কোনো মানুষ বলে নাই।[১৫১]

কবি আল-খানসা (রা:) এর নিকট সান্ত্বনার আরেকটি রূপ হলো তাঁর উপর আপতিত বিপদের উপর ধৈর্য ধারণ করা। সম্ভবত এর অর্থ হলো, ধৈর্য এবং সান্ত্বনা মানব জীবনে যে গুরুত্ব বহন করে তা সহজসাধ্য নয়। এ দুটি মানুষের বিপদের সময় তাঁর কষ্টকে প্রতিহত করার জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম এবং তাঁর আশা আকাঙ্খাকে অবশিষ্ট রাখতে সাহায্যকারী।[১৫২]

সুতরাং কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতায় দৃষ্টি প্রদানকারী কবির সত্য আবেগ-অনুভূতি অনুভব করতে পারবে এবং কবির ভাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁর উপর যে মস্ত বড় বিপদ আপতিত হয়েছে তা জানতে পারবে। যা কবিকে সার্বক্ষণিক বেদনা এবং কষ্টের মাঝে নিমগ্ন করে দিয়েছে। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**هريقي من دموعك واستفيقي**

**وصبرا إن أَطقت ولن تطيقي**

**بعاقبة فإن الصبر خير**

**من النعلين والرأس الحليق**

**وقولي إن خير بني سليم**

**وأكرمهم بصحراء العقيق**

---

১৫১ আল-খানসা, আদ-দিওয়ান, পৃ.১০৬/১০৭

১৫২ জুমআ, আল-রছা ফিল জাহিলিয়্যাতি ওয়াল ইসলাম, পৃ.১৮৩

فإنك البكا من ابن عمرو

لكالساري سوى وضح الطريق

فلا والله ما سليت نفسي

بفاحشة علمت ولا عقوق

তোমার অশ্রু প্রবাহিত করো এবং জ্ঞানে ফিরে এসো এবং সক্ষম হলে ধৈর্য ধরো কিন্তু তুমি ধৈর্য ধরতে সক্ষম হবেনা।

নিশ্চয় ধৈর্য ধারণ করা ঘোড়ার পায়ের গোড়ালিতে নাল লাগানো এবং মুণ্ডিত মাথা থেকেও অধিক কল্যাণকর।

এবং বলো, বনী সুলাইমের উত্তম এবং তাদের সম্মানিত ব্যক্তি আল- আকিক উপত্যকার ময়দানে রয়েছে।

সুতরাং তুমি ইবনে আমরের মৃত্যুর পর রাতের বেলা আলো বিহীন পথের পথহারা পথিকের ন্যায় ক্রন্দন করছো।[১৫৩]

কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতায় সান্ত্বনার বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- তিনি স্বীয় গোত্রকে তাঁর সাথে ক্রন্দন করতে আহবান করেছেন তাদের অশ্বারোহী যোদ্ধা এবং সম্মান রক্ষাকারী বীরদেরকে হারানোর পর। কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

بني سليم ألا تبكون فارسكم

خلى عليكم أمورا ذات أمراس

হে বনী সুলাইম, তোমরা কি তোমাদের অশ্বারোহী যোদ্ধাদের জন্য ক্রন্দন করবেনা যারা তোমাদের জন্য অনেক বিষয়ের অভিজ্ঞতা রেখে গেছেন?[১৫৪]

---

১৫৩ আল-খানসা, আদ-দিওয়ান, পৃ.৬২/৬৩

১৫৪ প্রাগুক্ত, পৃ.২২৩

উল্লেখ্য যে, কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতায় উপরোক্ত বিষয়গুলো তাঁর কাব্যিক শক্তি এবং শৈল্পিকভাবে মনের ভাব প্রকাশ করার শক্তিকে প্রমাণিত করে। কবি আল-খানসা (রা:) বিভিন্ন বিষয়ের চিত্র অত্যন্ত নান্দনিকভাবে তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। আর এ কারণে যারা জাহেলী যুগে কবিতা রচনা করতেন তাদের মাঝে তিনি অন্যতম প্রসিদ্ধ একজন কবি হিসেবে নিজের স্থান করে নিতে পেরেছেন। আমরা যখন তাঁর কাব্য সাধনার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করি তখন বিষয়টি আমাদের সামনে দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার হয়ে যায়।

# তৃতীয় অধ্যায়

## সমসাময়িক কবিদের মাঝে  কবি আল-খানসা (রা:)-এর অবস্থান

## সমসাময়িক কবিদের মাঝে কবি আল-খানসা (রা:)-এর অবস্থান

আরবী সাহিত্য এবং আরবী কবিতার ক্ষেত্রে যাদের অসামান্য অবদান রয়েছে তাদের মাঝে কবি আল-খানসা (রা:) অন্যতম একজন কবি। তিনি জাহেলী এবং ইসলামী উভয় যুগ পেয়েছিলেন। আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে কবি আল-খানসা (রা:)-এর কবিতা এবং কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা আলোচনা করা হয়েছে। জাহেলী এবং ইসলামী যুগে তাঁর সমসাময়িক কবিদের মাঝে তাঁর অবস্থান তুলে ধরে তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে।

কবি আল-খানসা (রা:)-এর আলোচনা ব্যতীত আরবী শোকগাঁথা কবিতার আলোচনা অসম্ভব, কেননা তাকে জাহেলী যুগে আরবী শোকগাঁথার শ্রেষ্ঠ কবি এবং সার্বিকভাবে শোকগাঁথায় সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম কবিদের অন্যতম একজন মনে করা হয়। আলোচ্য অধ্যায়ে কবি আল-খানসা (রা:)-এর সমসাময়িক (জাহেলী এবং ইসলামী যুগের) কবিদের মাঝে তাঁর অবস্থান নির্ণয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তুলে ধরবো।

- ❖ জাহেলী এবং ইসলামী যুগের কবিদের মাঝে কবি আল-খানসা (রা:)-এর অবস্থান।
- ❖ প্রাচীন কবি সাহিত্যিকদের নিকট কবি আল-খানসা (রা:)-এর অবস্থান।
- ❖ নবীন কবি সাহিত্যিকদের নিকট কবি আল-খানসা (রা:)-এর অবস্থান।
- ❖ কবি সাহিত্যিক এবং সাহিত্য সমালোচকদের নিকট কবি আল-খানসা (রা:)-এর অবস্থান।

## জাহেলী এবং ইসলামী যুগের কবিদের মাঝে
## কবি আল-খানসা (রা:)-এর অবস্থান

এর মাঝে কোন সন্দেহ নেই যে, আরবের গোত্রগুলোর মাঝে তাদের কবিদের জন্য বিশেষ সম্মানজনক অবস্থান ছিল। কবিগণ তাদের গোত্রের মহত্ব এবং বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করতেন। নিজেদের বংশ মর্যাদা এবং বড়ত্বের প্রশংসা করতেন, আর শত্রুদের নিন্দা বর্ণনা করতেন। তাদের কবিতাগুলো ছিল প্রজ্ঞা এবং তাদের ইতিহাসের উপাদান। আর এ ক্ষেত্রে প্রায় সকল কবিই ছিলেন পুরুষ কবি। তখন আরব সমাজে নারী কবি খুবই কম ছিল। যারা ছিলেন তাদের মাঝে অন্যতম নারী কবি হলেন কবি আল-খানসা (রা:)। যাকে আরব সমাজ প্রভূত সম্মান প্রদান করেছে এবং জাহেলী যুগ থেকে আজ পর্যন্ত আরবী কবিদের পতাকা বহন করে চলেছেন। তিনি সে নারী যিনি নিজেকে আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে আবশ্যক করে দিয়েছেন এই হিসেবে যে, তাঁর মতো আরবী নারী কবি তাঁর পূর্বেও আসেনি এবং তাঁর পরেও আসেনি।[১৫৫]

গবেষক এবং বিশেষজ্ঞদের মতে, কবি আল- খানসা (রা:) এর মতো নারী কবি তাঁর পূর্বেও কেউ আসেনি এবং তাঁর পরেও কেউ আসেনি।[১৫৬]

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর কাব্য জীবনের শুরু থেকেই সাহিত্য সমালোচক, পাঠক এবং শ্রোতাদের নিকট একজন প্রথিতযশা কবি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। এমনকি আজও তিনি গবেষক এবং সমালোচকদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে অনেক নারী কবির আবির্ভাব ঘটেছে কিন্তু তিনি ছিলেন তাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।[১৫৭]

কবি আল-খানসা (রা:) আরবী স্বীকৃত কবিদের মাঝে অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ একজন কবি ছিলেন। ইবনে সাল্লাম আল-জুমহি তাকে আরবী শোকগাঁথা রচনার কবিদের মাঝে

---

১৫৫ আয়েশা বিনতুশ শাতি-ই, আল-খানসা, পৃ.৩৫

১৫৬ আশ-শারিশী, শরহু মাকামাতুল হারিরী, (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ২০০৬), সং-২, খ.৩, পৃ.১৬৮

১৫৭ আয়েশা বিনতুশ শাতি-ই, আল-খানসা, পৃ.৬২

মুতাম্মিম ইবনে নুয়াইরাহ (রা:)[১৫৮] এর পর স্থান দিয়েছেন। অর্থাৎ আরবী শোকগাঁথা রচনায় মুতাম্মিম ইবনে নুয়াইরাহ (রা:) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ কবি আর পরেই রয়েছেন কবি আল-খানসা (রা:)।[১৫৯]

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর গোত্র বনী সুলাইম এর সাথে নবী (সা:) এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূল (সা:) কে তাঁর কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। রাসূল (সা:) তাঁর কবিতা পছন্দ করেন।[১৬০]

খিযানাতুল আদাব কিতাবে এসেছে, যখন আদি ইবনে হাতেম তাই তাঁর গোত্র বনী ত্বই এর প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূল (সা:) এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করার জন্য মদিনায় আগমন করেন, তখন আদি ইবনে হাতেম তাই বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা:), আমাদের গোত্রে রয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। সবচেয়ে বড় দানশীল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী যোদ্ধা।

অতঃপর যখন রাসূল (সা:) তাদের নাম জিজ্ঞাসা করলেন তখন আদি ইবনে হাতেম তাই উত্তর দিলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হলেন ইমরুল ক্বাইস ইবনে হাজার।[১৬১] সবচেয়ে বড় দানশীল

---

১৫৮ মুতাম্মিম ইবনে নুয়াইরাহ ইবনে জামরাহ ইবনে সিদাদ আল-ইয়ারবুয়ী আত-তামিমী (রাঃ)। তিনি একজন মুখাদরাম কবি,জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগ পেয়েছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি শোকগাঁথা রচনায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার ভাই মালিক ইবনে নুয়াইরা-এর মৃত্যুতে তিনি একটি শোকগাঁথা রচনা করেন যা আরবী শোকগাঁথার প্রসিদ্ধতম শোকগাঁথা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আবুল আব্বাস আল-মুফাদ্দাল, আল-মুফাদ্দালিয়াত, তাহকিক: ড. উমার ফারুক, (বৈরুত : দারুল আরকাম, ১৯৯৪), ১ম সং, পৃ.২৫৪)

১৫৯ মুহাম্মাদ ইবনে সাল্লাম আল-জুমহী, তবকাতু ফুহুলিশ শুআ'রা, শরহু আবু ফেহের মাহমুদ মুহাম্মাদ শাকির, মানসুরাতু দারুল মাদানী জেদ্দা, খ.১, পৃ.২০৩

১৬০ আবুল ফাদল আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবাতু ফী তাময়ীযিস সাহাবা, তাহকিকঃ আদিল আহমাদ আব্দুল মাওজুদ, (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৪১৫ হি.), সং-১, খ.৮, পৃ.১১০

১৬১ আবুল হারিস হুনদুজ বিন্ হুজর আল-কিন্দী ইয়ামেনের সামন্ত রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমরু'উল কাইস নামে খ্যাত। কবিতা, গান আর সুরা এই নিয়ে ছিল তাঁর জীবন। ঘরের চাইতে বাইরের দিকেই তাঁর টান ছিল বেশী। তাই তিনি 'ভবঘুরে সম্রাট' নামে পরিচিত ছিলেন। শৈশবে অতি আদর-যত্নে প্রতিপালিত হন। যৌবনে পদার্পণ করে কিছু ভবঘুরে যুবকের সাহচর্যে এক উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। নজদ ও হাদরামাওতের নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে বেদুঈনদের মধ্যে মদ্য পান,খেলাধুলা ও মেয়েদের নিয়ে রঙ-তামাশায় মত্ত থেকে তিনি সময় কাটাতেন। তিনি আঙ্কারায় ৫৪০ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ইমরু'উল কয়সের কবিতায় ভাষার প্রাঞ্জলতা, শব্দ ব্যবহারের দক্ষতা, উপমা উৎপ্রেক্ষার অভিনবত্ব, ছন্দের পারিপাট্য আর সর্বোপরি জীবন বোধের এক অপূর্ব দ্যোতনা বিদ্যমান। তিনি তার মু'আল্লাকায় যেসব রীতির প্রবর্তন করেছেন সেগুলো নতুন। পরবর্তী কালের কবিরা তাকে অনুসরণ করেছেন। তিনি পরিত্যক্ত বাস্তুভিটায় যাত্রা বিরতি করে প্রিয়ার স্মরণে অশ্রু বিসর্জন করার পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। দুর্গম পথের ও পথকষ্টের বিবরণ দিতে গিয়ে আরবীয় অশ্বের এক চমৎকার চিত্র অঙ্কন করেছেন। তার রাত্রির বর্ণনাটিও হয়েছে অনুপম। প্রিয়ার সৌন্দর্যের বর্ণনায় সুন্দর সুন্দর উপমার

হলেন হাতেম ইবনে সাআদ[১৬২] আর সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী যোদ্ধা হলেন আমর ইবনে মা'দিকারবু।[১৬৩]

তখন রাসূল (সা:) বললেন, হে আদি, তুমি যেমন বললে ব্যাপারটা তেমন নয়। মানুষের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হলেন আল-খানসা বিনতে আমর। মানুষের মাঝে সবচেয়ে বড় দানশীল মুহাম্মাদ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী যোদ্ধা হলেন আলী ইবনে আবু তালিব।[১৬৪]

---

সমাবেশ করেছেন তিনি। তার ভাষা অতি বিশুদ্ধ। চিত্র ও ভাবের সংগতি রেখে তিনি শব্দ চয়ন করেছেন। প্রতিটি চরণ সুরের মূর্ছনায় উদ্দীপিত। তার কবিতা তার জীবনের প্রতিচ্ছবি। উদ্দাম অসংযত জীবনের নানা ঘটনা সকল যুগের বন্ধনহীন মানুষের মনে আগ্রহ ও আকাঙ্খা সৃষ্টি করে। একদিকে বাদশাহী মেজাজ অন্য দিকে অভাব-অনটন ও সহায়-সম্বলহীনতার অপূর্ব সমাবেশ তার কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত প্রেমের লীলা বৈচিত্র্য নগ্নরুপে তার কবিতায় পরিস্ফুট হয়েছে। আর এগুলো কাল্পনিক নয় বরং কবির অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি,তাই এত সচল ও সজীব। জুরযি যায়দান, তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, (মিসর : ১৯৫৭), খ.১, পৃ. ৬৪-৬৫; নিকলসন, পৃ. ১০৪; আ .ত .ম .মুছলেহউদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.৬৪-৬৬

১৬২ আরবের দানবীর হাতিম। ইয়ামেনের তাই গোত্রে হাতিমের জন্ম। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কোন এক সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন। তার জন্ম ও মৃত্যুকাল সঠিকভাকে বলা মুশকিল। তার পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ। দানশীলতা তাঁর স্বভাবজাত গুণ ছিল। ছোট বেলাতেই কোন অতিথি ছাড়া খাদ্য গ্রহণ করতেন না। জীবনের শেষ পর্যন্ত এ স্বভাব তাঁর পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এর ফলে অতিথি বৎসল বেদুঈনদের মধ্যে তাঁর দান-খয়রাত সম্পর্কে সম্ভব-অসম্ভব কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর চরিত্রও ছিল উন্নত মানের। হাতিমের মেয়ে সফানা নিজ গোত্রের কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দীর সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর দরবারে এসেছিলেন। হযরত (সা:) হাতিমের সৎগুণাবলীর কথা শুনে বিনা মুক্তিপণেই তাকে আর তাঁর সাথীদেরকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে আদী ও মেয়ে সফানা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হাতিম যুদ্ধেও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। কবি হিসেবেও তার সুখ্যাতি রয়েছে। তাঁর কবিতায় তাঁর জীবন চিত্রিত হয়েছে । উন্নত চিন্তাধারা কবিতায় প্রকাশ করে তিনি বেদুঈন কবিদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র্য ধারা বজায় রেখেছেন । ইবনুল আ'রাবীর মতে তাঁর কাব্য প্রতিভা তার বদান্যতার সমতুল্য। তাঁর কবিতার দিওয়ান লন্ডন ও বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আহমদ হাসান যায়্যাত, তারিখুল আদাবিল আরাবী, (লাহোর : ১৯৬১), উর্দূ অনুবাদ, পৃ.১৪৪; আ .ত .ম .মুছলেহউদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.১০৩-১০৪

১৬৩ আবু সওর 'আমর বিন্ মা'দীকারিব্ যুবায়দী ইয়ামেনের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ইয়ামেনের যোদ্ধা ও আরবের বিশিষ্ট বাগ্মী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন ভোজন বিলাসী। তিনি প্রচুর খেতেন, তাই তাঁর দেহখানাও ছিল বিশাল ও গলার আওয়াজও ছিল বেশ বড়। খস্'আম গোত্রের লোকেরা লুন্ঠনের জন্য তাঁর গোত্রের উপর আক্রমণ চালালে তিনি বিশেষ বীরত্ব সহকারে তাদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন ও তাদের পরাজিত করেছিলেন। এ ঘটনার পর তিনি আরবে বীর যোদ্ধা রূপে পরিচিত হয়ে ওঠেন। নবম হিজরীতে তিনি মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা:) এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সময় যার কেটেছে বেদুঈন জীবনের উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশে,তার পক্ষে ইসলামের নিয়ম শৃঙ্খলায় অল্প সময়ে অভ্যস্থ হওয়া কঠিন। তাই আবু বকর (রাঃ) এর খেলাফতের শুরুতে আরও অনেকের সঙ্গে তিনিও ইসলাম ত্যাগ করেন। কিছু দিন পর তিনি আবার ইসলামের আশ্রয়ে ফিরে আসেন। এবার তিনি ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন, ইয়ারমূকের যুদ্ধে (৬৩৬ খ্রি.) তাঁর একটি চক্ষু বিনষ্ট হয়, কাদিসিয়ার যুদ্ধে (৬৩৭ খ্রি. ) তিনি বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি নিহাওন্দের যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেন। একশত দশ বছর বয়সে ২৪ হি./৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে ইনতিকাল করেন। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি ছিলেন। তাঁর কবিতায় বেদুঈন ভাবধারা প্রকাশ পেয়েছে । তাঁকে মুখাদরাম কবি হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর বীরত্বের বর্ণনা তাঁর কবিতার একটি বিষয় বস্তু। তাঁর একটি দীওয়ান (কবিতা সংকলন) রয়েছে। আহমদ হাসান যায়্যাত, তারিখুল আদাবিল আরাবী, অনুবাদ, পৃ.৪৪০; আ .ত .ম .মুছলেহউদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.১৬৬-১৬৭

১৬৪ খিজানাতুল আদাব, খ.১, পৃ.২০৮

আরবী শোকগাঁথা রচনার ক্ষেত্রে কবি আল-খানসা (রা:) এতই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন যে, গোত্র, ভাই এবং আত্মীয় স্বজনদের জন্যে কান্নাকাটি এবং বিলাপ করার ক্ষেত্রে তাকে উপমা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। আবু যায়েদ বলেন, কবি আল-খানসা (রা:) আরবী শোকগাঁথার স্তম্ভকে উধাও করে দিয়েছেন।[১৬৫]

জনৈক কবি আল-খানসা (রা:) সম্পর্কে বলেন,

مصيبة الحاسد في مكثها

مصيبة الخنساء في صخر

সেখানে অবস্থান করতে হিংসুকের এমন বিপদ হবে যেমন বিপদ আল-খানসার হয়েছিল সখরের মৃত্যুতে।[১৬৬]

অন্য আরেকজন কবি বলেন,

إذا كسر الرغيف بكى عليه

بكاء الخنساء إذ فج عتب صخر

যখন রুটির টুকরা নষ্ট হয়ে গিয়েছে তখন সে তার জন্য এমনভাবে কেঁদেছে যেমন আল-খানসা সখরের মৃত্যুর কষ্টে কেঁদেছেন।[১৬৭]

কবি সাহিত্যিক এবং সমালোচকগণ কবি আল-খানসা (রা:)-এর কবিতা প্রত্যক্ষ করেছেন। তারা তাকে সাধারণভাবে কবিতার ক্ষেত্রে এবং বিশেষভাবে আরবী কবিতার ক্ষেত্রে জাহেলী এবং ইসলামী উভয় যুগের শীর্ষস্থানীয় কবি হিসেবে গণ্য করেছেন।

---

১৬৫ আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে আলী আল-হাসারী আল-কাইরুয়ানী, জাহুরুল আদাব ওয়া সামারুল আলবাব, তাহকিক ওয়া তাশরীহ, মুহাম্মাদ মুহিউদ্দিন আব্দুল হামিদ, (বৈরুত : দারুল জিল), সং-৪, খ.৪, পৃ.৯৯৯

১৬৬ আবুল মানসুর আস-সাআ'লাবী, ইয়াতীমাতুদ দাহর ফী মাহাসিনি আহলুল আসার, তাহকিকঃ ড. মুফিদ মুহাম্মাদ কুমাইহা, (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৪০৩ হি.), সং-১, খ.৩, পৃ.৫৭

১৬৭ ইয়াকুত আল-হামাভী আর রুমী, মু'জামুল উদাবা, তাহকিকঃ ড. ইহসান আব্বাস, (বৈরুত : দারুল গরবিল ইসলামী, ১৯৯৩), সং-১, খ.৩, পৃ.১১২৯

জাহেলী যুগে নাবিগাতুয যিবইয়ানি [১৬৮] কে আরবী কবিতার শ্রেষ্ঠ সমালোচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আরবের ওকায মেলায়[১৬৯] কবি আল-খানসা (রা:)-এর একটি কবিতা শুনেন, যে কবিতাটির প্রথম কয়েকটি পংক্তিমালা,

**قذى بعينك ام بالعين عوار**

**أم ذرفت اذ خلت من اهلها الدار**

**كأن عيني لذكراه إذا خطرت**

**فيض يسيل على الخدين مدرار**

**تبكي لصخر هي العبرى وقد ولهت**

**ودونه من جديد الترب استار**

---

১৬৮ কবি নাবিগার প্রকৃত নাম যিয়াদ্ বিন মু'আভিয়াহ। তিনি যুবয়ান্ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন এবং জাহিলী যুগের প্রথম শ্রেণীর কবিদের মধ্যে একজন ছিলেন। যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জনের পর কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন বলে তাঁকে নাবিগা বলা হতো । কেউ বলেন,তাঁর কাব্য প্রতিভা স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবাহিত হচ্ছিল বলে তাকে নাবিগা উপাধি দেওয়া হয়েছিল। উঁচু মানের কবি হওয়ার কারণেই তার কবিতা সপ্ত ঝুলন্ত গীতি কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে মু'আল্লাকার সংখ্যা যাঁদের মতে আট অথবা দশ তাঁরা তাঁকে মু'আল্লাকার কবিদের অষ্টম কবি বলেছেন। কাব্য রচনাকে তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, এজন্যেই তাঁর সম্মান কিছুটা কমে যায়। আরব বেদুঈনদের স্বাধীনতা-প্রীতির বিশেষ গুণ তাঁর চরিত্রে পরিস্ফুট হয়নি। গোত্রের কীর্তিগাঁথা প্রকাশ করার চাইতে ক্ষমতাশালী ধনী ব্যক্তির প্রশংসা কীর্তনে তিনি মনোযোগ দেন বেশী। নাবিগার কবিতায় উপমা-উৎপ্রেক্ষার নতুনত্ব রয়েছে, কৃত্রিমতা বা অস্বাভাবিক বর্ণনা তাঁর কবিতায় বিরল। পরিচ্ছন্ন বর্ণনা, মৌলিক চিন্তাধারা ও শব্দ ব্যবহারে দক্ষতা তাঁর কবিতাকে নিখুঁত সৌন্দর্যের অধিকারী করেছে। তাঁর কবিতায় ভাবাবেগের আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়। সুর ও ছন্দে সাবলীলতা তাঁর কবিতাকে জনপ্রিয় করেছিল, যদিও অন্ত্যানুপ্রাসে মাঝে মধ্যে তিনি গোলমাল করে ফেলতেন। গায়ক-গায়িকারা তাঁর কবিতা গাইতে পছন্দ করতো। তাঁর সমসাময়িক কবিরা তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন। উকায মেলায় কবিতার বিচারের দায়িত্ব তাঁরই উপর ছেড়ে দেওয়া হতো এবং তাঁর সিদ্ধান্ত সকলেই মেনে নিতো। ৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। হান্না ফাখূরী, তারিখুল আদাবিল আরাবী, পৃ.১৪৪; আ .ত .ম . মুছলেহউদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.৯২/৯৩

১৬৯ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আরবে বছরের বিভিন্ন সময়ে মেলা বসতো সেখানে নানা দেশ থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন জিনিস পত্রের বেচাকেনা হতো। তাছাড়া ভাবের লেনদেনের ব্যাপারে এসব মেলার অবদান কম ছিল না। উকায, মাজান্নাহ,যুল-মাজায এমনি কয়েকটি মেলার নাম। মক্কার অনতিদূরে তায়িফ ও নখলার মধ্যস্থলে বসতো 'উকায মেলা। মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরের একটি নীচু এলাকা ছিল মাজান্নাহ এবং যুল-মাজায, মিনা এলাকার একটি স্থান। আহমদ হাসান যায়্যাত, তারিখুল আদাবিল আরাবী, অনুবাদ, পৃ.১৫; আ .ত .ম .মুছলেহউদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.৬২

تبكي خناس فما تنفك ما عمرت

لها عليه رنين وهي مفتار

تبكي خناس على صخر وحق لها

اذ رابها الدهر ان الدهر ضرار

তোমার চোখে কি আবর্জনা পড়েছে নাকি তোমার চোখে ত্রুটি রয়েছে, নাকি অশ্রু ঝড়ছে যখন ঘর-বাড়ি পরিজন শূন্য হয়েছে?

আমার চোখ যেন তা স্মরণ করছে যখন মৃত্যু আগমন করলো দুই গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হলো।

তুমি সখরের জন্য দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে অশ্রু প্রবাহিত করে ক্রন্দন করছো এবং তাকে নতুন মাটির চাদরে লিপিবদ্ধ করেছো।

চ্যাপ্টা নাক বিশিষ্ট নারী অব্যাহত ভাবে ক্রন্দন করছে, সে জীবনভর তাঁর জন্য ক্রন্দন করেনি আর সে অবসাদগ্রস্থ।

চ্যাপ্টা নাক বিশিষ্ট নারী সখরের জন্য ক্রন্দন করছে, তাঁর অধিকার রয়েছে যখন যুগ তাকে প্রতিপালন করেছে, নিশ্চয় যুগ অনিষ্টকারী ।

এ কবিতাটি শুনে নাবিগাতুয যিবইয়ানি কবি আল-খানসা (রা:) কে বলেন, যদি আবু বাসির অর্থাৎ আল-আ'শা[১৭০] আমার নিকট কবিতা আবৃত্তি না করতো তবে আমি বলতাম তুমিই মানুষ এবং জ্বীনদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।[১৭১]

জাহেলী যুগে সমগ্র আরবের বিভিন্ন স্থানে মেলা প্রদর্শনী ও সভা সমাবেশ হতো যেখানে শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রদর্শনী এবং প্রতিযোগিতা হতো। আর সেখানে নারী পুরুষ সকলেই অংশ গ্রহণ করতো। সমগ্র আরবের দূর দুরান্ত থেকে মানুষ এসব মেলায় ছুটে আসতো। এমনি একটি মেলা হতো নাখলা এবং তায়েফের মধ্যবর্তী উকায নামক স্থানে, যা উকায মেলা নামে প্রসিদ্ধ ছিল, যা হজ্জের মওসুমে অনুষ্ঠিত হতো। এ মেলায় বিভিন্ন গোত্রের কবিগণ তাদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন, সেসব কবিতার বিষয় হতো বীরত্ব, সাহসিকতা, দানশীলতা, অতিথি পরায়ণতা, পূর্ব পুরুষদের বীরত্বগাথা, গৌরব, আনন্দ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শান্তি-সন্ধি, প্রেম-বিরহ, শোক-বিলাপ ইত্যাদি। আর কবিগণ তাদের কবিতা আবৃত্তি শেষ করার পর শ্রেষ্ঠ কবি নির্বাচন করা হতো। কবি আল-খানসা (রা:) ও এ মেলায় অংশ গ্রহণ করতেন, তিনি যখন উটের উপর সওয়ার হয়ে উকায মেলায় আসতেন অন্যান্য কবিসহ সকল মানুষ তাঁর পাশ ভীড় জমাতো। সবাই তাঁর কবিতা শোনার জন্য আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করতো এবং তিনি তাদেরকে শোকগাঁথা শুনাতেন। এ

---

১৭০ কবির নাম মায়নূন বিন কায়স। তিনি কায়স গোত্রীয়। ইয়ামামা প্রদেশের মনফূহা নামক বস্তিতে তাঁর জন্ম । কবি আ'শা দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর মদীনায় হিযরতের পরও তিনি বেঁচেছিলেন। শেষ বয়সে তাঁর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। হয়তবা সে কারণেই তিনি আ'শা (রাতকানা) নামে পরিচিত হন। তাঁর কবিতার সুখ্যাতি সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়েছিল। কাব্য জগতে প্রতিষ্ঠা লাভের পর তিনি অর্থ উপার্জনের জন্য তাঁর কবিতাকে কাজে লাগিয়ে ছিলেন। ধনীদের ডেরা আর সামন্তদের দরবারে প্রায়ই ঘুরে বেড়াতেন । শেষ বয়সে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর আবির্ভাবের সংবাদ পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে মদীনার পথে যাত্রা করেছিলেন। তিনি মহানবীর শানে একটি কাসীদাও রচনা করেছিলেন। কাসীদাটি তাঁর অন্যতম উত্তম রচনা। কবি মদীনায় যাচ্ছেন শুনে কুরাইশরা বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা তাঁকে এ কাজ থেকে নিরস্ত থাকার আবেদন জানায় এবং একশত লাল রঙ্গের উত্তম উষ্ট্রী উপহার দেয়। অতঃপর তিনি পথ থেকে ফিরে যান, কিন্তু তিনি বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেননি। পথে তিনি হঠাৎ তাঁর উষ্ট্রীর পিঠ থেকে পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হন ও সেখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এভাবে ৬২৯ খ্রীস্টাব্দে এই বিখ্যাত চারণকবির জীবনাবসান হয়। বেদুঈন কবিতার অন্যান্য গুণ ছাড়াও তাঁর কবিতার বর্ণনার লালিত্য, ভাষার গঠন সৌকর্য ও অকৃত্রিম আন্তরিকতা পাঠকের মন স্পর্শ করে। তাঁর কবিতার সুদূর প্রসারী প্রভাবের জন্যই কুরাইশরা তাঁর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কথা শুনে এত ঘাবড়ে গিয়েছিল। তাঁকে 'সন্নাজতুল্ আরব' (আরবের চারণ কবি) বলা হতো। উকায মেলায় কবিতা আবৃত্তি করে তিনি প্রথম হয়েছিলেন। আসওদ্ কিন্দীর প্রশংসায় রচিত তাঁর কবিতাটিকে কেউ কেউ মু'আল্লকাতে শামিল করেছেন। অনেক কাব্য সমালোচক তাকে জাহিলী যুগের কবিদের মধ্যে প্রথম শ্রেনীর কবি বলে গণ্য করেছেন। জুরযি যাইদান, তারিখুল আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যা, (মিসর : ১৯৫৭), খ.১, পৃ.১১৮; আ .ত .ম .মুছলেহউদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.৯৪-৯৬

১৭১ আল-আব লুইস আল-ইসুয়ী, আনীসুল জুলাসা ফী শরহি দিওয়ানিল খানসা, (বৈরুত : ১৮৯৬), পৃ.৭৩

সকল সভা-সমাবেশে কবি আল-খানসা (রা:) বিশেষ মর্যাদা এবং সম্মানের প্রতীক হিসেবে তাঁর তাবুর দরজায় একটি পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হতো। তাতে লেখা থাকতো, আরবের শ্রেষ্ঠ শোকগাঁথা রচয়িতা। ইবনে কুতাইবা বলেন, কবি আল-খানসা (রা:) হজ্জের মওসুমে উকায মেলায় গমন করতেন। তাঁর হাওদাটি বিশেষভাবে চিহ্নিত করা থাকতো। তাঁর পিতা আমর এবং দুই ভাই সখর ও মুআবিয়ার মৃত্যুকে আরববাসী খুব বড় করে দেখতো। আর তিনি মানুষকে শোকগাঁথা আবৃত্তি করে শোনাতেন এবং তা শুনে মানুষ ক্রন্দন করতো।[১৭২]

কুদামা ইবনে জাফর বর্ণনা করেন, জাহেলী যুগে প্রতি বছর ওকায মেলায় কাব্য প্রতিযোগিতা হতো, সেখানে কবি এবং সমালোচকগণ একত্রিত হয়ে প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ কবি এবং কবিতা নির্ধারণ করতেন। এমনি এক মওসুমে জাহেলী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি সমালোচক আন নাবিগাতুয যিবইয়ানি শ্রেষ্ঠ কবি নির্ধারণে বসে ছিলেন তখন তাঁর নিকট অন্যান্য কবিগণ যাদের মাঝে আল-আ'সা এবং হাসসান বিন সাবিত (রা:) ও ছিলেন। তাঁরা আবৃত্তি করার পর কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর কয়েকটি শোকগাঁথা আবৃত্তি করেন, তখন আন নাবিগাতুয যিবইয়ানি তাকে বলেন, আল্লাহর কসম, যদি আবু বাসির তোমার পূর্বে আবৃত্তি না করতো তাহলে আমি বলতাম তুমিই এ মওসুমের শ্রেষ্ঠ কবি।

তখন হাসান ইবনে সাবিত (রা:) রাগান্বিত হয়ে বলেন, আল্লাহর কসম, অবশ্যই আমি আপনার এবং তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ কবি।

তখন আন নাবিগাতুয যিবইয়ানি হাসসান বিন সাবিত (রা:) কে বললেন, আপনার শ্রেষ্ঠ পংক্তি কোনটি?

---

১৭২ ইবনে কুতাইবা, আশ-শে'র ওয়াশ শুয়া'রা, পৃ.১৬১

তখন হাসসান বিন সাবিত (রা:) আবৃত্তি করেন,

لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى

وأسيافنا يقطرن من نجدة دما

আমাদের রয়েছে শুভ্র চোখের পাতা যেগুলো সকাল বেলা চকচক করতে থাকে আর আমাদের তরবারী আমাদের বীরত্বের রক্ত প্রবাহিত করে।

তখন আন নাবিগাতুয যিবইয়ানি তাঁর এ কবিতাকে কাব্য শিল্পের মানদন্ডে সমালোচনা করে বলেন,

আপনি যদি (الجفنات) এর স্থানে (الجفان) বলতেন তাহলে অর্থ আরও ব্যাপক হতো। কেননা, (الجفنات) হলো জমা কিল্লাত যা আধিক্য বুঝায়না।

আপনি যদি (الغر) এর পরিবর্তে (البيض) বলতেন তাহলে অর্থ আরো সুন্দর হতো। কেননা, (الغر) হলো সামান্য শুভ্র আর (البيض) তার থেকে বেশী অর্থবোধক।

আপনি যদি (يلمعن) এর পরিবর্তে (يشرقن) বলতেন তাহলে অনেক ভালো হতো। কেননা, (يلمعن) এর অর্থ হলো, কৃত্রিম চাকচিক্য। আর (يشرقن) তার থেকে দীর্ঘস্থায়ী।

আপনি যদি (الضحى) এর পরিবর্তে (الدجى) বলতেন তাহলে উত্তম হতো। কেননা অন্ধকারে আলো ভালভাবে ফুটে উঠে।

আপনি যদি (يقطرن) পরিবর্তে (يجرين) বলতে তাহলে উত্তম হতো। কেননা (يقطرن) থেকে (يجرين) অধিক বুঝায় এবং আপনি যদি (دم) এর পরিবর্তে (دماء) বলতেন তাহলে ভালো হতো। কেননা (دم) হলো এক বচন আর (دماء) হলো বহুবচন যা অধিক বুঝায় ।[১৭৩]

১৭৩ কুদামা ইবনে জা'ফর, নকদুশ শি'র, পৃ.১৭/১৮

এর পর আন নাবিগাতুয যিবইয়ানি কবি আল-খানসা (রা:) কে আবৃত্তি করতে বলেন। তখন কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর কবিতা আবৃত্তি করে শোনালে আন নাবিগাতুয যিবইয়ানি তাকে বলেন,

**والله ما رأيت ذات مثانة أشعر منك**

আল্লাহর কসম, আমি মূত্রাশয়ধারিনী কাউকে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কবি দেখিনি ।

তখন কবি আল-খানসা (রা:) তাকে বলেন,

**والله ولا ذا خصيتين**

আল্লাহর কসম, এবং দুই অন্ডকোষধারীদের মধ্যেও দেখেননি।[১৭৪]

সুতরাং এ ব্যাপারে অধিকাংশ বর্ণনাকারী একমত যে, উক্ত মওসুমে আন-নাবিগাতুয যিবইয়ানি আল-খানসা (রা:) কে আল-আ'শা এর পর অন্য সকল কবিদের মাঝে শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে স্বীকৃতি দান করেন। যাদের মাঝে কবি হাসসান বিন সাবিত (রা:) ও ছিলেন।[১৭৫]

১৭৪ ইবনে কুতাইবা, আশ-শে'র ওয়াশ শুয়া'রা, পৃ.৩০১

১৭৫ আয়েশা বিনতুশ শাতি-ই, আল-খানসা, পৃ.৬৫

## প্রাচীন কবি সাহিত্যিকদের নিকট কবি আল-খানসা (রা:)-এর অবস্থান

ইসলামের প্রাথমিক যুগে কবি আল-খানসা (রা:) দুনিয়ার জীবন থেকে বিদায় নেন কিন্তু তিনি এমন ধ্বনি রেখে যান যা যুগ যুগ ধরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আরবী কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর প্রসিদ্ধি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত হতে থাকে।

একবার উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান তাঁর এক মজলিসে তাঁর সভাসদদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, জাহেলী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী কবি কে?

সেখানে তাঁর সভাসদদের মাঝে আশ-শাবি উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আল-খানসা (রা:) হলেন জাহেলী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী কবি।

তখন খলিফা আব্দুল মালিক আশ-শা'বি কে বললেন, তিনি কোন কবিতার মাধ্যমে অন্য কবিদের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন?

তখন আশ-শা'বি বললেন,

**وقائلة والنعش قد فات خطوها**

**لتدركه: يا لهف نفسي على صخر**

**ألا ثكلت أم الذين مشوا به**

**إلى القبر ماذا يحملون إلى القبر**

সে বিশ্রামকারিনী আর তাঁর ঘুম তন্দ্রা দূরে চলে গিয়েছে যেন সে তাকে জানিয়ে দিচ্ছে, হায় আমার আফসোস সখরের উপর!

সে কি মৃত্যু বরণ করেনি, নাকি যারা তাকে নিয়ে কবরের দিকে চলেছে তারা কবরের দিকে কি বহন করে চলেছে?

এ পংক্তিগুলো শ্রবণ করে খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান বললেন, এর থেকেও শ্রেষ্ঠ হলো কবি আল-খানসা (রা:) এর এ কবিতা।

مهفهف الكشح والسربال منخرق

عنه القميص لسير الليل محتقر

لا يأمن الناس ممساه ومصبحه

في كل فج وإن لم يغز ينتظر

কোমর ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে এবং পোশাক ও জামা বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে আর রাত তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে।

সকাল সন্ধ্যায় মানুষ প্রত্যেক প্রশস্ত পথেই নিরাপদ নয় যদিও সে অগ্রসর না হয় অপেক্ষা করা হয়।[১৭৬]

একবার জারির[১৭৭] কে প্রশ্ন করা হলো, মানুষের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কে? তখন তিনি বললেন, আমি। যদি এ কবি অর্থাৎ আল-খানসা (রা:) না থাকতো।

---

১৭৬ মুহাম্মাদ ইবনে সাল্লাম আল-জুমহী, তবকাতু ফুহুলিশ শুআ'রা, শরহু আবু ফেহের মাহমুদ মুহাম্মাদ শাকির, (জেদ্দা : মানসুরাতু দারুল মাদানী), খ.১, পৃ.২০৩

১৭৭ জরীর ইবন 'আতিয়্যা তাঁর নাম, আবু হাযরহ কুনয়হ। তমীম গোত্রের কুলায়ব শাখায় তাঁর জন্ম। তিনি ইয়ামামায় তৃতীয় খলীফা উসমান (রাঃ) এর খিলাফতকালে, মতান্তরে মু'আভিয়া (রাঃ) এর খিলাফতকালে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার সঙ্গে মেষ-বকরি চড়িয়ে শৈশব কাটান। কবি ঘসসান সলীতীকে তিনি হিজা কবিতা আবৃত্তি করতে দেখেছেন। ঘসসানের কবিতা শুনতে লোকদের ভিড় জমে যেতো। তখন তাঁরও কবিতা বলার আগ্রহ হয়। তিনি কবি ঘসসানের সঙ্গে কবিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেন। এভাবে ঘসসান ও জরীরের মধ্যে কবিতার লড়াই শুরু হয়ে যায়। জরীর কবিতার আসরে আগমন করার পর অল্প দিনের মধ্যে সুধীমন্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। বসরায় তখন কবি ফরযদকের যথেষ্ট সুনাম। জরীর ফরযদকের সুখ্যাতি শুনে বসরায় চলে যান, যাতে করে সেখানকার কাব্য মোদীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভ করতে পারেন। জরীর, ফারাযদাক ও আখতলের মত প্রথম শ্রেণীর কবিদের সঙ্গে লড়েছেন। শুধু তাই নয়, প্রায় আশি জন কবি ছিল তাঁর বিপক্ষে। একমাত্র ফরযদক এবং আখতল ব্যতীত তিনি সকলকে পর্যুদস্ত করেছিলেন। ফারাযদাকের সঙ্গে প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল তাঁর এ প্রতিযোগিতা চলে। জরীরের মধ্যে মরু অঞ্চলের লোকের স্বভাব বিদ্যমান ছিল। শহুরে জীবনের পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য তাঁর মধ্যে ছিল না বললেই চলে। তিনি ছিলেন স্বভাব কৃপণ। কিন্তু তিনি নিজের পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করতে দ্বিধা করতেন না। জরীর নিজের পরিবারের কোন উত্তম কাজের জন্য গৌরব করতে পারেননি, কিন্তু তিনি তাঁর আরও উর্ধ্বতন পুরুষদের শৌর্যবীর্যের বর্ণনা দিয়ে গৌরব গাথা রচনা করেছেন। আ .ত .ম .মুছলেহউদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.২২২-২২৪

তাঁকে বলা হলো, তিনি কোন কবিতার মাধ্যমে আপনার উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন? তিনি বললেন, এ কবিতার মাধ্যমে,

**إن الزمان وما تفنى عجائبه**

**أبقى لنا ذنبا واستؤصل الراس**

**أبقى لنا كل مجهول وفجعنا**

**بالحالمين فهم هام وأمراس**

**إن الجديدين في طول اختلافهما**

**لا يفسدان ولكن يفسد الناس**

নিশ্চয় যুগ তার বিস্ময়গুলোকে ধ্বংস করে দিবে না। আমাদের জন্য অপরাধকে অবশিষ্ট রাখবে এবং মুলোৎপাটন করে দিবে।

প্রত্যেক অজ্ঞাত বিষয় আমাদের জন্য অবশিষ্ট রাখবে এবং আমাদেরকে দুই স্বপ্নদ্রষ্টা গুরুত্বপূর্ণ বুঝ এবং অভিজ্ঞের মাধ্যমে কষ্ট দিবে।

নিশ্চয় অভিনব এ বিষয় দুটি তাদের মাঝে সুদীর্ঘ মতবিরোধ থাকা সত্বেও খারাপ হয়না কিন্তু মানুষ খারাপ হয়ে যায়।[১৭৮]

একবার বাশশার বললেন, যত নারীই কবিতা রচনা করেছেন তাদের সকলের কবিতার মাঝেই দুর্বলতা পাওয়া গিয়েছে।

তখন তাকে বলা হলো, কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতার মাঝেও কি দুর্বলতা পাওয়া গিয়েছে?

---

১৭৮ আশ-শারিশী, শরহু মাকামাতুল হারিরী, (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ২০০৬), সং-২, খ.৩, পৃ.১৬৮

তখন তিনি বললেন, কবি আল-খানসা (রা:) তো পুরুষদেরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন। অর্থাৎ কবিতায় তিনি পুরুষদের উপরও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন।[১৭৯]

আল-মুফাদ্দাল আদ-দইফি একদিন খলিফা মাহদি এর সভায় বসেছিলেন। তখন খলিফা তাকে প্রশ্ন করলেন, সবচেয়ে বেশী গর্ব করা যায় আরবদের এমন পংক্তি কোনটি?

তখন আল-মুফাদ্দাল আদ-দইফি উত্তর দিলেন, কবি আল-খানসা (রা:) এর উক্তি।

খলিফা মাহদি হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তিনি আল-মুফাদ্দাল আদ-দইফি এর কথা শুনে সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন উক্তি?

আল-মুফাদ্দাল আদ-দইফি বললেন, সেটি হলো:

وإن صخرا لتأتم الهداة به

كأنه علم في رأسه نار

সখর হলেন এমন ব্যক্তি যাকে বড় বড় নেতারাও অনুসরণ করে। তিনি যেন একটি সুউচ্চ পাহাড় যার চূড়ায় আগুন জ্বালানো।[১৮০]

অনেক বছর অনেক যুগ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, আর কবি আল-খানসা (রা:) শ্রেষ্ঠ কবিদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছেন। যখন কবি আল-খানসা (রা:) কে নারী কবি হিসেবে বিবেচনা করা হয় তখন কবি এবং কবিতা বিশেষজ্ঞ ও সাহিত্য সমালোচকগণ বলেন, তাঁর মতো নারী কবি তাঁর পূর্বেও কেউ আসেনি এবং তাঁর পরেও আর কেউ আসেনি। অর্থাৎ নারীদের মাঝে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।[১৮১]

---

১৭৯ প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৩

১৮০ প্রাগুক্ত

১৮১ প্রাগুক্ত

বিখ্যাত আরবী নাহুবিদ আল-মুবাররিদ[১৮২] কবি আল-খানসা (রা:) এবং কবি লাইলা আল-আখিলিয়্যা[১৮৩] এ দুজনের আলোচনা একসাথে এনেছেন। তবে তিনি কবি আল-খানসা (রা:) এর মাধ্যমে আলোচনা আরম্ভ করেছেন। তাদের দুই জনের আলোচনা করতে গিয়ে আল- মুবাররিদ বলেন, "আরবী শোকগাঁথার ক্ষেত্রে কবি আল-খানসা (রা:) এবং কবি লাইলা আল-আখিলিয়্যা অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুজন কবি। যাদেরকে বিখ্যাত আরবী কবিদের সাথে তুলনা করা যায়। খুব কম নারীই তাদের দুই জনের মতো কবিতায় প্রসিদ্ধি লাভ করতে পেরেছেন ।"[১৮৪]

প্রাচীন আরবী সাহিত্যের কিতাবগুলোর মাঝে এমন কোন কিতাব পাওয়া যায়না যার মাঝে কবি আল-খানসা (রা:)-এর আলোচনা করা হয়নি এবং তাঁর কবিতা দিয়ে উপমা প্রদান করা হয়নি। যেমন, আল-ইয়াযিদি[১৮৫] তাঁর আমালি কিতাবে শোকগাঁথার ক্ষেত্রে কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতা উল্লেখ করেছেন।

---

১৮২ আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল আকবার আল-আযাদী। তিনি আল-মুবাররিদ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি বাগদাদে ৮২৬ সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বাগদাদে ৮৯৮ সনে ইন্তেকাল করেন। তিনি তার সময়ে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের একজন ইমাম ছিলেন। তার বিখ্যাত কর্ম হলো " আল-কামিল ফিল লুগাতি ওয়াল আদাবি।" তিনি সাহিত্যে গদ্য এবং পদ্যকে একত্রিত করেন। হান্না আল-ফাখুরী, তারিখুল আদাবিল আরাবী, পৃ.৭৫৫/৭৫৬

১৮৩ লাইলা বিনতে আব্দুল্লাহ ইবনে আল-রহহাল। তিনি বনী আখইয়াল গোত্রের আমির শাখার একজন অনিন্দ্য সুন্দরী নারী ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশুদ্ধভাষী। তিনি কবিতা বর্ণনা করতেন এবং আরবের বংশ ধারা মুখস্ত করে রাখতেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর কবিতা রচনা করেছেন তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো, প্রশংসামূলক কবিতা, নিন্দামূলক কবিতা এবং শোকগাঁথা ইত্যাদি। তিনি তার প্রেমিক তুবার নামে চমৎকার কবিতা রচনা করেন। তিনি কবিতায় তুবার অনেক প্রশংসা করেন এবং তার দানশীলতা ও বীরত্বের কথা বর্ণনা করেন। তুবার মৃত্যুর পর তিনি দীর্ঘ দিন যাবত কান্না করেন এবং তার বিরহে অত্যন্ত সূক্ষ্ম শোকগাঁথা রচনা করেন। যা তার কবিতার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তিনি ৬৯৫ সনে মৃত্যু বরণ করেন। হান্না আল-ফাখুরী, তারিখুল আদাবিল আরাবী, পৃ.২৫৫/২৫৬

১৮৪ আবুল আব্বাস আল-মুবাররিদ, আল-কামিল ফিল লুগাতি ওয়াল আদাবি, তাহকিক: মুহাম্মাদ আবুল ফাদল ইবরাহীম, (কায়রো : মানসুরাতু দারুল ফিকরিল আরাবী, ১৪১৭ হি.) , সং-৩, খ.৪, পৃ.২৯

১৮৫ তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল আব্বাস ইবনু মুহাম্মাদ আবু আব্দুল্লাহ। তিনি বাগদাদের আরবী সাহিত্যের বড় বড় আলেমগণের একজন ছিলেন। তিনি আব্বাসীয় খলিফা আল-মুকতাদিরের সন্তানদের শিক্ষক ছিলেন। তিনি ২২৮ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৩১০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আরবী সাহিত্যে তার বেশকিছু কিতাব রয়েছে তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো, কিতাবুল আমালি, কিতাবু মানাকিবি বানিল আব্বাস, মুখতাসার ফিন নাহু ইত্যাদি। কিতাবুল আমালি, তরজমাতুল মুয়াল্লিফ, (মাতবাআতু জামইয়্যাতু দাইরাতুল মাআরিফ, ১৩৯৭ হি.), ১ম সং, আল-হিন্দ

এমনিভাবে আল-বুহতুরি[১৮৬] তাঁর হামাসাতে কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতা উল্লেখ করেছেন।

আল-মুবাররিদ সর্বশ্রেষ্ঠ শোকগাঁথার আলোচনায় কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতায় প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

আবুল আ'লা আল-মায়াররি[১৮৭] তাঁর রিসালাতুল গোফরানেও কবি আল-খানসা (রা:) এর কথা উল্লেখ করতে ভুলেননি।

আবুল ফারাজ আল-ইস্ফাহানী[১৮৮] তাঁর কিতাবুল আগানিতে যে সকল কবিতাকে গান আকারে গায়ক-গায়িকাগণ গাইতে পারেন তাঁর মাঝে কবি আল-খানসা (রা:) এর অনেক কবিতা উল্লেখ করেছেন।

---

১৮৬ তিনি আবু ইবাদাহ ওয়ালীদ ইবনে আবীদ ইবনে ইয়াহইয়া আত-ত্বয়ী। তিনি আব্বাসী যুগের একজন প্রসিদ্ধ কবি। তিনি ২০৬ হিজরীতে সিরিয়ার মানবাজ নামক অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আবু তাম্মাম-এর নিকট থেকে ইলমুল বাদী' শিক্ষালাভ করেন। তিনি খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল-এর দরবারী কবি ছিলেন। খলিফার প্রশংসা করে কবিতা লিখে প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জন করেন। তার বড় একটি দিওয়ান রয়েছে, যা অনেক বার কনস্টান্টিনোপল, মিসর এবং বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আবুল আ'লা আল-মাআ'ররী এ দিওয়ানের একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি ২৮৪ হিজরীতে জন্মভূমি মানবাজেই ইন্তেকাল করেন। হান্না আল-ফাখুরী, তারিখুল আদাবিল আরাবী, পৃ.৫০৯

১৮৭ আহমাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সুলাইমান আল-কদায়ী আত-তানুখী আল-মায়াররি। তিনি আব্বসী যুগের একজন বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক, ব্যাকরণবিদ এবং দার্শনিক ছিলেন। তিনি ৩৬৩ হিজরী সনে সিরিয়ার মায়াররা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা তার পিতার নিকট থেকে অর্জন করেন। অতঃপর সিরিয়ার হালবে গমন করে সেখানের প্রসিদ্ধ আলিমেদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। এরপর তিনি ইন্তেকিয়ায় গমন করেন। তারপর তিনি বাগদাদে গমন করে বাগদাদের বিভিন্ন সাহিত্য ও ইলমী মজলিসে অংশগ্রহণ করেন। এরপর তার মায়ের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে মায়াররাতে চলে আসেন। তার মা ইন্তেকাল করার পর তিনি মানুষের সংশ্রব পরিত্যাগ করে কিতাব রচনায় মনোযোগ দেন। তার সত্তরেরও অধিক সংকলন রয়েছে। তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো-দিওয়ানু সুকুতুয যানাদ, লুযুমু মা লা ইয়ালযাম, আল-ফুসল ওয়াল গইয়াত এবং রিসালাতুল গুফরান ইত্যাদি। তিনি ৪৪৯ হিজরীতে মায়াররাতেই ইন্তেকাল করেন। প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮৬

১৮৮ আবুল ফারাজ আল ইস্ফাহানী। তিনি আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনুল ইহছাম আল-মারওয়ানী আল-উমাভী। তিনি আব্বাসী যুগের একজন কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক এবং সংগীত রচয়িতা ছিলেন। তিনি ২৮৪ হিজরীতে ইস্ফাহানে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বাগদাদ নগরীতে জ্ঞানার্জন করেন। তার সবচেয়ে বড় সাহিত্যকর্ম হলো কিতাবুল আগানী। তিনি ৩৫৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫১

আবু তাম্মাম[১৮৯] তাঁর হামাসাতে শোকগাঁথা অধ্যায়ে কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতা উল্লেখ না করলেও তিনি নির্বাচিত তিনজন কবির শোকগাঁথা অধ্যায়ে কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতা উল্লেখ করেছেন।

এমনিভাবে পাশ্চাত্যের কবি সাহিত্যিকগণের মাঝে অনেক প্রসিদ্ধ কবি সাহিত্যিক কবি আল-খানসা (রা:) ব্যাপারে আলোচনা করেছেন।

ইবনে রসিক তাঁর আল-ওমদাতে, কবি আল-খানসা (রা:) এর কথা আলোচনা করেছেন।

আল-হাসরি আল-ক্বইরুয়ানি যাহরুল আদাবে কবি আল-খানসা (রা:) এর কথা উল্লেখ করেছেন।

এমনিভাবে ইবনে খালদুন[১৯০] তাঁর তারিখে কবি আল-খানসা (রা:) এর কথা আলোচনা করেছেন।[১৯১]

---

১৮৯ আবু তাম্মাম। তিনি হাবীব ইবনে আউস আত-ত্বয়ী। তিনি আব্বাসী যুগের একজন প্রসিদ্ধ কবি। তিনি ১৮০ হিজরীতে সিরিয়ার জাসিম নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সিরিয়ার হোমসে তার যৌবনকাল অতিবাহিত করেন। তিনি মিশরের কায়রোর একটি একটি মসজিদে পানি বিক্রী করতেন এবং সেখানের বিভিন্ন দরসে অংশগ্রহণ করতেন। মিশরে থাকাবস্থায় তার কাব্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। পরবর্তীতে তিনি দামেস্ক ও মসুলেও গমণ করেন। তার অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু হলো প্রশংসা। তিনি প্রাচীন কাব্যশৈলী অনুযায়ী কবিতা রচনা করতেন। তার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম হলো, দিওয়ানুল হামাসা। তিনি ২২৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮২

১৯০ ইবনে খালদুন, তিনি আবু জায়িদ আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবেন খালদুন আল-হাদরামী। তিনি ৭৩২ হিজরীতে তিউনিসে জন্ম গ্রহণ করেন। তাকে আধুনিক সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও অর্থনীতির জনকদের মধ্যে অন্যতম একজন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ইবনে খালদুন-এর বেশকিছু রচনাবলী রয়েছে কিন্তু তিনি "কিতাবুল ইবার ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ী ওয়াল খবরী ফি তারিখিল আরাব ওয়াল আজাম " যা সংক্ষেপে আল-মুকাদ্দিমা নামে প্রসিদ্ধ,এ কিতাবের জন্য বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন। তিনি ৮০৮ হিজরীতে মিশরের কায়রোতে ইন্তেকাল করেন। ড. রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, (ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন), পৃ.৪৬৬-৪৭২

১৯১ আয়েশা বিনতুশ শাতি-ই, আল-খানসা, পৃ.৬৯/৭০

## নবীন কবি সাহিত্যিকদের নিকট কবি আল-খানসা (রা:)-এর অবস্থান

প্রাচীন কবি সাহিত্যিকগণ যেমন কবি আল-খানসা (রা:) কে গুরুত্ব দিয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে আমাদের যুগের নবীন কবি সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিকগণও কবি আল-খানসা (রা:) এর ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। নবীন কবি সাহিত্যিকগণের মাঝে যারা তাদের কিতাবে কবি আল-খানসা (রা:) এর কথা আলোচনা করেছেন তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন,

- ✓ জুরজি যাইদান, তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যা।
- ✓ বাশির ইয়ামুত, শা'য়িরাতিল আরাব ফিল জাহেলীয়্যাতি ওয়াল ইসলাম।
- ✓ ক্বাদারিয়্যা হুসাইন, শাহিরাতুন নিসা।
- ✓ উমার রিদা কুহালাহ, আ'লামুন নিসা ফি আ'লামিল জাহেলীয়্যাতি ওয়াল ইসলাম।
- ✓ যাইনাব ফাওয়ায, আদ-দুররুল মানছুর ফি ত্বাবাক্বাতি রিবাতিল খাদ্দুর।
- ✓ বুতরুস আল-বুসতানি, ওদাবাউল আরাব ফিল জাহেলীয়্যাতি ওয়াল ইসলাম।
- ✓ আহমাদ আল-হাওফি, আল-মারআতু ফিস শে'রিল জাহেলী।
- ✓ ইসমাইল আল-কাদি, আল-খানসা ফি মিরআতি আসরিহা।
- ✓ ত্বহা ইব্রাহীম, তারিখুন নাকদিল আদাবি লিল-আরাব।
- ✓ ত্বহা আল-হাজরি, ফি তারিখিন নাকদ।
- ✓ বাদওয়া তিবানা, দিরাসাতুন ফিন নাকদ।[১৯২]

---

১৯২ প্রাগুক্ত, পৃ.৭০

বুতরুস আল-বুসতানি কবি আল-খানসা (রা:) কে সর্বশ্রেষ্ঠ নারী কবি বলে মনে করতেন এবং তাকে পুরুষের উপর প্রাধান্য দিতেন।

বুতরুস আল-বুসতানি এর উপরোক্ত মতের উপর ভিত্তি করে ফুয়াদ আফরাম আল-বুসতানি বলেন, "কবি আল-খানসা (রা:) এই শ্রেষ্ঠত্বের যোগ্য। কেননা তিনি কবিতা বিশেষজ্ঞদের মতে আরবের সকল কবিদের উপর বিজয় লাভ করেছেন ।"[১৯৩]

আল-হাওফি বলেন, "নবীন কবি সাহিত্যিকদের মতে কবি আল-খানসা (রা:) শোকগাঁথার ক্ষেত্রে জাহেলী এবং ইসলামী যুগের কবিদের নেত্রী।"[১৯৪]

কেবলমাত্র আরব বিশ্বের কবি সাহিত্যিকগণই কবি আল-খানসা (রা:) এর ব্যাপারে গুরুত্ব দেননি বরং অনেক ওরিয়েন্টালিস্ট বা প্রাচ্যবিদগণও কবি আল-খানসা (রা:) এর ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন।

দাইরাতুল মায়ারিফিল ইসলামীয়্যাতে কারানকুফ কবি আল-খানসা (রা:) এর পূর্ণ জীবনী তুলে ধরেছেন।

প্রাচ্যবিদ জিবরিলি "আসরু শে'য়িরাতুল খানসা ওয়া হায়াতুহা" নামে একটি কিতাব রচনা করেন যা ইতালির ফ্লোরেন্স থেকে ১৮৯৯ সালে প্রকাশ পায়।

প্রাচ্যবিদ রুদুকানাকিস "আল-খানসা ওয়া মারাসিহা" নামে একটি কিতাব রচনা করেন যা জার্মানি থেকে ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয়।

প্রাচ্যবিদ আল-আব কুবিহা ১৮৮৯ সালে বৈরুত থেকে ফরাসি ভাষায় কবি আল-খানসা (রা:) এর দিওয়ানের অনুবাদ প্রকাশ করেন।

প্রাচ্যবিদ ব্রোকেলম্যান তাঁর "তারিখুল আদাবিল আরাবি" কিতাবে কবি আল-খানসা (রা:) এর জীবনী উল্লেখ করেন।[১৯৫]

---

১৯৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৭১

১৯৪ প্রাগুক্ত

১৯৫ প্রাগুক্ত

# কবি সাহিত্যিক এবং সমালোচকদের নিকট
# কবি আল-খানসা (রা:)-এর অবস্থান

কবি আল-খানসা (রা:) কে জাহেলী এবং ইসলামী যুগের সকল কবিদের মাঝে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নারী কবি হিসেবে কবি সাহিত্যিকগণ বিশেষকরে কাব্য-সাহিত্য সমালোচকগণ স্বীকার করে নিয়েছেন। আর এটা এমনিভাবেই হয়নি বরং তাঁর কবিতাগুলো কে সাহিত্যিক মানদন্ডে বিচার-বিশ্লেষণ, যাচাই-বাছাই করার পরই করা হয়েছে। যেমন, ডক্টর আয়েশা আব্দুর রহমান বিনতুশ শাতি-ই বলেন, "কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতাগুলো যাচাই বাছাই করার পরই তাঁর অবস্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।"[১৯৬]

ইবনে তাইফুয বলেন, "কবি আল-খানসা (রা:) জাহেলী এবং ইসলামী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী কবি। তিনি হলেন তুমাদির বিনতে আমর বিন আস সারিদ আস সুলাইমাহ। তাঁর অনেক বিখ্যাত কবিতা রয়েছে।"[১৯৭]

প্রাচীন কবি সাহিত্যিকগণের মতে, কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর দুই ভাই সখর এবং মুয়াবিয়া এর মৃত্যুর পূর্বে মাত্র অল্প কয়েকটি কবিতা রচনা করেছিলেন। অর্থাৎ দুই অথবা তিনটি কবিতা। তারা দুই ভাই কবি আল-খানসা (রা:) কে অনেক ভালোবাসতেন এবং তাঁর প্রতি প্রচন্ড খেয়াল রাখতেন। আর এ কারণে কবিও তাদের দুজনকে প্রচন্ড ভালোবাসতেন। বনী সাআদের যুদ্ধে আবু সাওর আল-আসাদি সখরকে প্রচন্ড আঘাত করে আর সে আঘাতে সখর এক বছর অসুস্থ থেকে মৃত্যু বরণ করেন। আর তাঁর মৃত্যুর পর কবি আল-খানসা (রা:) অধিক হারে কবিতা রচনা করা আরম্ভ করেন।[১৯৮]

---

১৯৬ প্রাগুক্ত

১৯৭ ইবনে ত্বাইফুজ, বালাগাতুন নিসা ওয়া তারাইফি কালামিহিন্না ওয়া মিলহি নাওয়াদিহিন্না ওয়া আখবারি যাওয়াতির রায়ই মিনহুন্না ওয়া আশআ'রিহিন্না ফিল জাহিলিয়্যাতি ওয়া সদরিল ইসলামি, (মাতবাআ'তু মাদরাসাতি ওয়ালিদাতি আব্বাস আল-আওয়াল, ১৩২৬ হি.), পৃ.১৬৭

১৯৮ ইবনে হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবাতু ফী তামযীযিস সাহাবা, তাহকিক: আদিল আহমাদ আব্দুল মাওজুদ, (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৪১৫ হি.), সং-১, খ.৮, পৃ.১১০

কারাম আল-বুসতানি বলেন, কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর প্রথম জীবনে কবিতা রচনা করতেন, তবে তা বেশী নয় বরং খুবই অল্প। যখন তাঁর দুই ভাই সখর এবং মুয়াবিয়া মৃত্যু বরণ করেন তখন তিনি তাদের মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যথিত হন। বিশেষকরে সখরের মৃত্যুতে। তারা উভয়ে তাঁর নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাঁর গোত্রের মাঝে সবচেয়ে সুন্দর, অধিক দানশীল এবং সহনশীল ছিলেন। তাদের মৃত্যুর পর কবি আল-খানসা তাঁর ব্যথিত হৃদয় দিয়ে তাদের উপর শোকগাঁথা রচনা করেন।[১৯৯]

ওমর ফাররুখ তারিখুল আদাবিল আরাবী গ্রন্থে বলেন, কবি আল-খানসা (রা:) সাধারণভাবে আরবের শেষ্ঠ কবিদের একজন। তাঁর কবিতাগুলো সবই খন্ড খন্ড। যা অত্যন্ত বিশুদ্ধ শব্দমালা, সূক্ষ্ম, শক্ত গঠন এবং চমৎকার ভূমিকা সম্বলিত। তাঁর কবিতার মাঝে গৌরবগাথার প্রাধান্য খুবই কম এবং শোকগাঁথার আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। কেননা আমরা দেখতে পাই যে, বিশেষত তিনি তাঁর দুই ভাইয়ের মৃত্যুতে প্রচন্ড ব্যথা পান। তাঁর শোকগাঁথাগুলো সুস্পষ্ট অর্থমালা, সূক্ষ্ম-কোমল আবেগ-অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। তাঁর কবিতাগুলোর মাঝে অধিক আফসোস-দুঃখ এবং দুই ভাইয়ের প্রশংসায় অতিরঞ্জন থাকলেও তা বেদুঈনদের পদ্ধতির অনুকরণ মাত্র।[২০০]

আধুনিক কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে মোস্তফা সাদেক আর রাফেয়ী তারিখু আদাবিল আরাবিয়্যা কিতাবে বলেন, আল-খানসা অধিক মুসিবতে আপতিত হওয়ার পর অধিক কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন। ইতিপূর্বে তিনি অন্যান্য নারীদের মতো সাধারণ একজন নারী ছিলেন। দুই বা তিনটি কবিতা রচনা করেছিলেন। যখন তাঁর ভাই সখর মৃত্যু বরণ করে তার পর থেকে তাঁর কবিতা রচনা বেড়ে যায় ।"[২০১]

---

১৯৯ কারাম আল-বুসতানী, শে'রুল খানসা, (বৈরুত : মাকতাবাতু সদির, ১৯৭০ ইং), পৃ.৫

২০০ ড. ওমর ফাররুখ, তারীখুল আদাবিল আরাবী, (বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালায়ীন, ১৯৮৫ ইং), খ.১, পৃ.২১৮

২০১ মুস্তফা সাদিক আর-রাফিয়ী, তারীখু আদাবিল আরব, তাহকিক: আব্দুল্লাহ আল-মানসাভী এবং মাহদী আল-বাহকারী, (মাকতাবাতুল ঈমান, তা.বি.) খ.২, পৃ.৬১

ডক্টর আয়েশা আব্দুর রহমান বিনতুশ্ শাতি-ই বলেন, সখর মৃত্যু বরণ করেন, আর আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে এমন একজন নারী কবির আবির্ভাব হয় যিনি আরবী সাহিত্যে নারী কবি হিসেবে প্রথম স্থান দখল করে আছেন ।[২০২]

করানকুফ বলেন, "এটা বলা কঠিন যে, কবি আল-খানসা (রা:) আরবী শোকগাঁথায় নতুন কোন বৈশিষ্ট্য যোগ করেছেন কিনা। তবে আমরা যখন তাঁর শোকগাঁথাকে তাঁর পূর্বের এবং তাঁর সমসাময়িক কবিদের শোকগাঁথার সাথে তুলনা করি তখন দেখতে পাই কবি আল-খানসা (রা:) এর শোকগাঁথায় যে কাব্যিক সৌন্দর্য পাওয়া যায় তা অন্যদের শোকগাঁথার মাঝে পাওয়া যায়না ।"[২০৩]

ড. আল-হাওফি নারীদের শোকগাঁথার ব্যাপারে ব্যাপকভাবে সমালোচনা করেন। তার মতে, শোকগাঁথা সাধারণত প্রজ্ঞাপূর্ণ কথার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়। আমি তাদের শোকগাঁথার মাঝে খুবই কম প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী পেয়েছি। তবে তাদের শোকগাঁথাগুলো বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত বলা যায় । আর তাদের শোকগাঁথাগুলো আকারে ছোট। কবি আল-খানসা (রা:) এর সবচেয়ে বড় শোকগাঁথাটি, যা তাদের দৃষ্টিতে দীর্ঘ শোকগাঁথা, তার মাঝে পঁয়ত্রিশটি পংক্তি রয়েছে। আর অন্যদিকে পুরুষ কবিদের শোকগাঁথাগুলো আকারে অনেক দীর্ঘ। তবে সম্ভবত এর কারণ, তাদের কবিতার বিষয়বস্তু, তাদের অশ্রুমালা, তাদের চিৎকার, তাদের কান্না, তাদের বিলাপ এবং তাদের দীর্ঘশ্বাস কবিতা থেকেও অনেক শক্তিশালী এবং অধিক সুস্পষ্ট ।[২০৪]

তবে উপরোক্ত অভিযোগ খন্ডন করে ড. আয়েশা আব্দুর রহমান (বিনতুশ শাতি-ই) বলেন, সাধারণভাবে নারীদের শোকগাঁথা এবং বিশেষভাবে কবি আল-খানসা (রা:) এর শোকগাঁথা প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী থেকে খালি, এ কথাটি শক্তিশালী ভাবে প্রমানিত নয়। কেননা প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী সাধারণভাবে কবিতার জন্য এবং বিশেষভাবে শোকগাঁথার জন্য শর্ত নয়।

---

২০২ আয়েশা বিনতুশ শাতি-ই, আল-খানসা, পৃ.৪৫

২০৩ দাইরাতু মাআ'রিফিল ইসলামিয়্যা, মাদ্দাতুল খানসা

২০৪ আয়েশা বিনতুশ শাতি-ই, আল-খানসা, পৃ.৭৫

সুতরাং তাদের এ সমালোচনা ত্রুটিপূর্ণ। যেমন আমাদের এ যুগেও আমরা দেখতে পাই অনেক সমালোচক কবি আহমাদ শাওকি এর সমালোচনা করে বলেন, তিনি শোকগাঁথা রচনায় মৃত ব্যক্তিকে রেখে মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর আমরা ঐ সকল সমালোচকদের ক্ষেত্রে বলব, তারা গভীর পর্যবেক্ষণ করে দেখুক যে, কবি আল-খানসা (রা:) এর শোকগাঁথায় মৃত্যুর আলোচনা রেখে প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী নিয়ে আলোচনা করেছেন।[২০৫]

আর আমরা প্রাচীন কাব্য সমালোচকদের কারো নিকট থেকে এ কথা শুনিনি যে, তারা প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীকে শোকগাঁথার মানদন্ডে প্রবেশ করিয়েছেন। উপরন্তু, আল-মুবাররিদ এবং কুদামা বিন জাফর বলেন, সবচেয়ে ভালো শোকগাঁথা হলো যার মাঝে, মৃত ব্যক্তির প্রতি দুঃখ-কষ্টের অনুভূতির প্রকাশ ঘটে এবং তাঁর মান-মর্যাদার উপর অধিক প্রশংসা পাওয়া যায় ।[২০৬]

আর কবিতা দীর্ঘ হওয়া তা যদিও অনেকের নিকট ধর্তব্য। তাদের মাঝে একজন হলেন ইবনে সাল্লাম। যিনি কবিতার মূল্যায়নে দীর্ঘতাকে ধর্তব্য মনে করেন। তবে আমরা তাদেরকে অধিকাংশ সময় অন্ধকারে দেখতে পাই যে, তারা কোন একজন কবির কবিতার শেষ একটি পংক্তিমালা উল্লেখ করে বলেন, অমুখ শ্রেষ্ঠ কবি কেননা সে এমন বলেছে। আর এটাই প্রমাণ করে যে তারা প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতা দেখেনা বরং তারা প্রকৃতি বা অবস্থার উপর অনুমান করে। সুতরাং এ সমালোচনার দিকটিও যথার্থ নয়।[২০৭]

---

২০৫ প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫/৭৬

২০৬ প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬

২০৭ প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬/৭৭

# চতুর্থ অধ্যায়

## আরবী শোকগাঁথা রচনায় কবি আল-খানসা (রা:)-এর কৃতিত্ব

# আরবী শোকগাঁথা রচনায় কবি আল-খানসা (রা:)-এর কৃতিত্ব

কারো মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আবেগপূর্ণ এবং অনুভূতিসম্পন্ন কবিতা রচনাকে শোকগাঁথা বলা হয়। অনেক পুরুষ এবং মহিলা কবি তাদের প্রিয়জনের মৃত্যুতে তাদের নিয়ে কান্নাকাটি, বিলাপ, মনের দুঃখ-কষ্ট এবং শোক-তাপ প্রকাশ করে শোকগাঁথা রচনা করেছেন। মানুষ মৃত্যুর ব্যাপারে অক্ষম। তারা মৃত্যুকে কোন ক্রমেই প্রতিহত করতে পারেনা। সকল মানুষই একদিন না একদিন মৃত্যু বরণ করবে। ফলে তারা একে অন্যের মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপন করে কবিতা রচনা করে। যার কারণে শোকগাঁথা মৃত্যুর সাথে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে যায়।

যেমনিভাবে শোকগাঁথা মৃত্যুর সাথে সম্পর্ক রাখে তেমনিভাবে এটা মানব মনের কষ্টকে দূর করতেও কার্যকর ভূমিকা পালন করে। যে কারণে শোকগাঁথা মানুষের সত্ত্বার সাথে অধিক সম্পর্ক যুক্ত হয়ে যায়। প্রকৃত শোক মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বের হয়ে আসে, যে কারণে শোকগাঁথা মানুষের হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতির সাথে মিশে যায়।

কবি আল-খানসা (রা:) কে বলা হয় শোকগাঁথার কবি। আরবী শোকগাঁথায় তাঁর মতো অবদান আর কোন কবির নেই। তাঁর যুগেও নেই এবং তাঁর পরবর্তী যুগেও নেই। তিনি আরবী শোকগাঁথায় নেতৃত্বদানকারী একজন নারী কবি। তিনি আরবী শোকগাঁথার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান এবং কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। আমি এ অধ্যায়ে আরবী শোকগাঁথায় তাঁর অবদান এবং কৃতিত্ব উপস্থাপন করতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করবো ইনশাআল্লাহ্।

- শোকগাঁথা (الرثاء) এর শাব্দিক অর্থ।
- শোকগাঁথা (الرثاء) এর পারিভাষিক অর্থ।
- শোকগাঁথা (الرثاء) এর উদ্দেশ্য।
- শোকগাঁথা (الرثاء) এর বৈশিষ্ট্য।
- শোকগাঁথা (الرثاء) এর প্রকার।

- প্রসিদ্ধ আরবী শোকগাঁথা (الرثاء)।
- আরবী শোকগাঁথা (الرثاء) রচনায় কবি আল-খানসা (রা:) এর কৃতিত্ব।

## শোকগাঁথা (الرثاء) এর শাব্দিক অর্থ

বিভিন্ন অভিধান প্রণেতা শোকগাঁথা ( الرثاء) এর বিভিন্ন আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করেছেন। নিম্নে প্রসিদ্ধ আরবী অভিধান থেকে শোকগাঁথা ( الرثاء) এর আভিধানিক অর্থ উল্লেখ করা হলো:

**আল-কামুসুল মুহিত প্রণেতা ইয়াকুব আল-ফিরোজাবাদি বলেন,**

(الرثاء) শব্দটি (الرثو) থেকে নির্গত। যার আভিধানিক অর্থ হলো-আলোচনা করা। যেমন বলা হয়, আমি মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ করলাম, তার কথা আলোচনা করলাম, তাকে স্মরণ করলাম ইত্যাদি।

অথবা (الرثاء) শব্দটি ( الرثية) থেকে নির্গত। যার অর্থ হলো-দুই পায়ের এবং দুই হাতের ব্যথা, শরীরের জোড়া সমূহের ব্যথা, অথবা পায়ের স্ফীতি বা টিওমার, অথবা ব্যথা কিংবা বার্ধক্যের কারণে দৃষ্টির প্রতিবন্ধকতা, দুর্বলতা ইত্যাদি। যেমন বলা হয়, আমি মৃত ব্যক্তির জন্য ব্যথা অনুভব করলাম, তার জন্য ক্রন্দন করলাম, তার উত্তম কর্মসমূহ উল্লেখ করলাম, তার জন্য কবিতা রচনা করলাম ইত্যাদি।[২০৮]

**আল-মু'জামুল ওসিত অভিধানে এসেছে,**

(رثى الميت) মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ করা। তার মৃত্যুর পর তার জন্য কান্নাকাটি করা, তাঁর উত্তম কর্মসমূহ গণনা করা। যেমন বলা হয়, সে কবিতায় তার জন্য শোক প্রকাশ করল। সে কথার মাধ্যমে তার জন্য শোক প্রকাশ করল। সে তার প্রতি দয়া পরবশ হলো।

---

২০৮ ইয়াকুব আল-ফিরোজাবাদী, আল-ক্বামুস আল-মুহীত, মুহাম্মাদ আল-আরকাসুসির কর্তৃক বিশ্লেষণ কৃত, (মুয়াসসাসাতুর রিসালা, ২০০৫), সং-৮, পৃ.১২৮৬/১২৮৭

তার জন্য নরম হলো এবং তার মৃত্যুর পর তার প্রশংসা করল ইত্যাদি। হাদীস শরীফে এসেছে, **أنه نهى عن الترثي**

রাসূল (সা:) মৃতের জন্য বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করেছেন ।[২০৯]

**আহমাদ মুখতার ওমর মুজামুল লুগাতিল আরাবিয়া আল-মুয়াসারা অভিধানে বলেন,**

(رثى يرثى) যেমন বলা হয়, কথার দ্বারা মৃত ব্যক্তির উপর শোক প্রকাশ করা। তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করা। তাঁর উত্তম কাজসমূহ গণনা করা। তাঁর জন্য ক্রন্দন করা। কবিতায় তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করা। তাঁর অবস্থার উপর নমনীয় হওয়া ইত্যাদি।

(**قصيدة رثائية**) বলা হয় এমন কবিতাকে যার মাঝে মৃত ব্যক্তির উত্তম কর্মসমূহ আলোচনা করা হয়।[২১০]

## শোকগাঁথা (الرثاء) এর পারিভাষিক অর্থ

বিভিন্ন কবি সাহিত্যিক বিভিন্ন ভাবে ( الرثاء) শোকগাঁথা এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, নিম্নে প্রসিদ্ধ কবি সাহিত্যিক কর্তৃক শোকগাঁথা ( الرثاء) এর বিভিন্ন সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলো:

**প্রাচীন আরব কবিদের মতে ( الرثاء) শোকগাঁথা হলো-**

**الرثاء هو ذكر محاسن الميت وآثره وتعداد صفاته ومناقبه، وهم على كل حال لا يعيلون إلى المبالغة التي تخرجهم عن القصد والاعتدال.**

শোকগাঁথা বলা হয়, মৃত ব্যক্তির উত্তম কাজকর্ম স্মরণ করা এবং তাঁর নৈতিক গুণাবলী ও মর্যাদা উল্লেখ করে আলোচনা করা। আর এ ক্ষেত্রে তারা এমন অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি করবেন না, যা তাদের উদ্দেশ্য এবং ন্যায়পরায়ণতা থেকে বের করে দিবে।[২১১]

---

২০৯ মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যা মিশর, আল-মু'জামুল ওয়াসীত, (মাকতাবাতুশ শুরুকুদ দাউলিয়্যাহ, ২০০৪), সং-৪, পৃ.৩২৯

২১০ আহমাদ মুখতার ওমর, মু'জামুল লুগাতিল আরাবিয়্যা আল-মুআ'সারা, (কায়রো : আলামুল কুতুব, তা.বি.), সং-১, পৃ.৮৫৬/৮৫৭

২১১ মুহাম্মাদ মাজনুব, তুহফাতুল লাবীব মিন সাকাফাতুল আদাব, পৃ.১৩৯

**নবীন আরব কবিদের মতে ( الرثاء) শোকগাঁথা হলো,**

**الرثاء هو ثناء على الميت، وذكر صفاته التي تشتهر بها في حياته من كرم وجود وشجاعة، وإقدام مع إظهار التحسر والتفجع وتصوير الألم بالشاعر مبالغا فيه أحيانا.**

শোকগাঁথা বলা হয়, মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা। তার জীবদ্দশায় উদারতা, বদান্যতা এবং বীরত্বসহ তার বিভিন্ন গুণাবলীর স্মৃতিচারণ করা। তার জন্য আফসোস প্রকাশ করা এবং শোক জ্ঞাপন করা। কবি কর্তৃক বেদনার চিত্রাঙ্কন করা। কখনো কখনো এতে অতিরঞ্জন থাকতে পারে।[২১২]

**অধ্যাপক ড. আসআদ মুহাম্মাদ আলী নাজ্জার ( الرثاء) শোকগাঁথা এর সংজ্ঞা প্রদানে বলেন,**

**بأنه ذكر الميت وذكر محاسنه ومناقبه وخصاله الحميدة مثل: الكرم، والعفة، والشجاعة، ووصف الحال بعد فقدانه، وما يحمله من مشاعر وحزن كبير، ويصنف الرثاء على أنه أحد ضروب الشعر العربي، وهو أكثرها عاطفة؛ لأن منبعه هو القلب، فكلما زادت الصلة بين الشاعر والشخص الميت زادت قوة القصائد الرثائية.**

শোকগাঁথা হলো মৃত ব্যক্তিকে স্মরণ করা, তার উত্তম কাজকর্ম সমূহ, তার কৃতিত্বসমূহ এবং তার প্রশংসনীয় স্বভাব চরিত্রের আলোচনা করা। যেমন- বদান্যতা, পবিত্রতা, বীরত্ব। তাকে হারানোর পরের সার্বিক অবস্থা এবং তাকে হারানোর অনুভূতি এবং ভীষণ যন্ত্রণা ইত্যাদি স্মরণ করা। শোকগাঁথা আরবী কবিতার এমন একটি প্রকার যাতে অনুভূতির ব্যাপক প্রভাব থাকে। কেননা তার

২১২ ড. আফীফ আব্দুর রহমান, আশ-শে'র ওয়া আয়্যামুল আরব ফিল আসরিল জাহিলী, পৃ.২৮১

উৎস অন্তর। সুতরাং মৃত ব্যক্তির সাথে কবির সম্পর্ক যত গভীর থাকে শোকগাঁথার গভীরতাও তত শক্তিশালী হয় ।[২১৩]

**ওমর ফারুক আল-তিবা (الرثاء) শোকগাঁথা এর সংজ্ঞায় বলেন,**

**الرثاء هو التفجع على الميت لبكاء فضائله وتصوير مشاعر الوجدان حيال حادثه الموت.**

শোকগাঁথা হলো, মৃতের জন্য ব্যথিত হয়ে তার মান-মর্যাদার কথা স্মরণ করে ক্রন্দন করা এবং তার মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে আবেগ অনুভূতির চিত্র অংকন করা।[২১৪]

সুতরাং শোকগাঁথা মৃত্যুর সাথে সম্পর্কযুক্ত আর সারা পৃথিবীর সকল জাতিই মৃত্যুর ব্যাপারে অবগত। কাজেই সকল জাতি, সকল গোষ্ঠি, শহরে বা গ্রামে বসবাসকারী সকলের মাঝেই শোকগাঁথা দেখতে পাওয়া যায়।

আরবদের মাঝে জাহেলী যুগ থেকেই শোকগাঁথার প্রচলন ছিল। লোকেরা একত্রিত হয়ে মৃতের জন্য বিলাপ করে কেঁদে কেঁদে শোক প্রকাশ করত। যেমন তারা মৃতদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের গুণকীর্তন গাইতো এবং তাদের উত্তম চরিত্রের কথা বর্ণনা করে তাদের প্রশংসা করত।

আর এতে কোন সন্দেহ নেই, শোকগাঁথা আরবদের মাঝে আরম্ভ হয়েছিল যেমনিভাবে তা অন্যান্য অনেক জাতির মাঝেও একই রূপে প্রকাশ পেয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল এতে মৃতের আত্মা তাদের কবরে প্রশান্তি লাভ করবে এবং তাদের আত্মা জীবিতদেরকে কোন অনিষ্ট পৌঁছাতে পারবেনা। পরবর্তীতে এ ধারণা পরিবর্তন হয়ে জাহেলী যুগের শোকগাঁথার রূপ লাভ করে।[২১৫]

---

২১৩ অধ্যাপক ড. আসআ'দ মুহাম্মাদ আলী নাজ্জার, আর-রছা ইনদা শুআ'রাইল হিল, মাজাল্লাতু মারকাযি বাবিল লিদদিরাসাতিল হাদারিয়্যা ওয়াত তারীখিয়্যা, সংখ্যা-২, খ.২, পৃ.২

২১৪ ওমর ফারুখ আল-তিবা, ফুনুনুশ শে'রুল আরাবী, (বৈরুত : দারুল কলাম, ১৯৯২), সং-১, পৃ.১৯১

২১৫ শাওকী দঈফ, আর-রছা, (কায়রো : দারুল মাআ'রিফ, ১৯৫৫), সং-১, পৃ.৭

## শোকগাঁথা (الرثاء) এর উদ্দেশ্য

আরবী সাহিত্যে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে শোকগাঁথা রচনা করা হতো। যেমন- এক প্রকারের শোকগাঁথা ছিল যা ভাই-বোন, সন্তান, পিতা-মাতা এবং অন্যান্য নিকট আত্মীয়দের উপর শোক প্রকাশের নিমিত্তে রচনা করা হতো।

আরেক প্রকার শোকগাঁথা যা স্ত্রী বিয়োগে রচনা করা হয়। তবে এ প্রকারের শোকগাঁথা জাহেলী যুগে প্রচলিত ছিলনা। কেননা জাহেলী যুগে স্ত্রী বিয়োগে শোক প্রকাশ করা একজন পুরুষের জন্য দুর্বলতা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে এ প্রকারের শোকগাঁথা বিস্তার লাভ করে। এমনকি স্ত্রী বিয়োগে শোকগাঁথা সাহিত্যমানে বাগ্মীতা এবং সাহিত্যালংকারের ক্ষেত্রে উচ্চাসন লাভ করে।[২১৬]

এমনিভাবে রাসূল (সা:) এর উপরও শোকগাঁথা রচনা করা হয়েছে। রাসূল (সা:) এর উপর যারা শোকগাঁথা রচনা করেছিলেন তাদের মাঝে রাসূল (সা:) এর কবি হাসসান বিন সাবিত (রা:) উচ্চাসন লাভ করে আছেন। যখন রাসূল (সা:) এর ইন্তেকালে সকল মুসলমান শোকে স্তব্দ হয়ে গিয়েছিলেন তখন হাসসান বিন সাবিত (রা:) রাসূল (সা:) এর উপর যে শোকগাঁথা রচনা করেছিলেন তা আরবী সাহিত্যে অমর কীর্তি হিসেবে চির ভাস্বর হয়ে রয়েছে।[২১৭]

---

২১৬ অধ্যাপক মুহাম্মাদ সারফিয়ানী, আর-রছা ফিশ শি'রিল আরাবী আল-ক্বাদীম ওয়া ইত্তেজাহাতুহু, দিওয়ানুল আরব, মাজাল্লা ইলেকক্রনিয়্যা, তারিখ, ০৬/০১/২০১৭

২১৭ অধ্যপক ডক্টর আল-সায়্যিদ আব্দুল হালিম মুহাম্মাদ হুসাইন, নাজারিয়্যা ফিদ দিরাসাতিল আদাবিয়্যা, শাবাকা আলুকাহ, তারিখ, ০৬/০১/২০১৭

## শোকগাঁথা (الرثاء) এর বৈশিষ্ট্য

শোকগাঁথা রচনা বাস্তবিকপক্ষে প্রকৃত আবেগ অনুভূতির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যার উপর শোকগাঁথা রচনা করা হবে তার সাথে যদি কবির সরাসরি গভীর সম্পর্ক না থাকে তাহলে একটি খাঁটি এবং শক্তিশালী শোকগাঁথা রচনা করা সম্ভব নয়। শোকগাঁথা কবির অন্তরের অন্তস্থল থেকে বের হবে। এমনিভাবে কবিতার মাত্রা, তাল, ছন্দ এবং অন্তমিল ইত্যাদিও সুনিপুণ হবে যার মাধ্যমে শোকগাঁথা একটি উজ্জল ও সুন্দর আকৃতি লাভ করবে। আর এটা তখনই সম্ভবপর হবে যখন কবির সাথে উক্ত ব্যক্তির গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে।[২১৮]

শোকগাঁথা রচনার ক্ষেত্রে কবির জন্য আবশ্যক হলো, কবি এমন কার্যকর পদ্ধতিতে শোকগাঁথা রচনা করবেন, যা শ্রোতা বা পাঠকের আবেগ-অনুভূতি ছুঁয়ে যায়। পূর্ণ কবিতার মাঝে আবেগ-অনুভূতির পরিপূর্ণ বিকাশ থাকবে। যার মাঝে কবির প্রশংসা থাকবে এবং মৃত ব্যক্তির প্রশংসা থাকবে। মৃত ব্যক্তির অনুপম চরিত্র, উত্তম আচরণ এবং প্রশংসনীয় স্বভাবসমূহের স্মৃতিচারণ থাকবে। শোকগাঁথার মাঝে এমন সত্য এবং সঠিক আবেগ-অনুভূতি থাকবে যা শ্রোতা বা পাঠকের আত্মায় প্রভাব বিস্তার করবে। শোকগাঁথার মাঝে এমন কোন কৃত্রিমতা থাকবে না যা কবিতার মূল বিষয় থেকে দূরে নিয়ে যায়, আর তা হলো মৃতের জন্য শোক প্রকাশ বা বিলাপ। শোকগাঁথা সাধারণত চোখ কে সম্বোধন করে আরম্ভ করা হয়, মৃত ব্যক্তির জন্য বিরহ বিচ্ছেদে চোখের নিকট ক্রন্দন কামনা করা হয়।[২১৯]

---

২১৮ নাসীর আল-হুমাইদী, ফির রছা ইউআ'ব্বিরুস সাই'র ফী কাসাইদিহি আ'ন ইহসাসিহী ওয়া আ'তিফিহী, জারীদাতুর রিয়াদ, তারিখ,০৬/০১/২০১৭

২১৯ অধ্যাপক মুহাম্মাদ সারফিয়ানী, আর-রছা ফিশ শি'রিল আরাবী আল-ক্বাদীম ওয়া ইত্তেজাহাতুহু

## শোকগাঁথা (الرثاء) এর প্রকার

কবি সাহিত্যিক এবং সাহিত্য সমালোচকগণের মতে আরবী শোকগাঁথা (الرثاء) সাধারণত চার প্রকার। যথা-

১. (النعي) মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা।

২. (الندب) বিলাপ বা ক্রন্দন।

৩. (العزاء) প্রবোধ বা সান্ত্বনা।

৪. (التأبين) মৃতের প্রশংসা।[২২০]

নিম্নে উল্লেখিত চার প্রকারের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

**প্রথম প্রকার: (النعي) মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা**

সাধারণভাবে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করাকে (النعي) বলে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ পেয়ে যে শোকগাঁথা রচনা করা হয় তাকে (النعي) বলা হয়।[২২১] যেমন কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**وقد سمعت فلم أبهج به خبرا**

**مخبرا قام ينمى رجع أخبار**

**قال ابن أمك ثاو بالضريح وقد**

**سووا عليه بألواح وأحجار**

২২০ অধ্যাপক ড. আল-সায়্যিদ আব্দুল হালিম মুহাম্মাদ হুসাইন, নাজারিয়্যা ফিদ দিরাসাতিল আদাবিয়্যা (২), শাবাকা আলুকাহ, তারিখ, ০২/০১/২০১২

২২১ ড. মুহাম্মাদ ত্বহা হুসাইন, আত তাওযীহুল আদাবী, পৃ.১৭৩

فأذهب فلا يبعدنك الله من رجل

مناع ضيم وطلاب بأوتار

قد كنت تحمل قلبا غير مهتضم

مركبا في نصاب غير خوار

আমি এমন একটি সংবাদ শুনলাম যে সংবাদ আমাকে আনন্দিত করেনি, সংবাদবাহক দাঁড়িয়ে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করলো।

সে বলল, তোমার ভাই কবরে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, আর মানুষেরা তাকে কাঠ এবং পাথর দিয়ে ঢেকে দিয়েছে।

তুমি যাও, আল্লাহ যেন তোমাকে অত্যাচার প্রতিরোধকারী এবং ধনুকের ছিলা অন্বেষণকারী থেকে দূরে ঠেলে না দেন ।

তুমি ছিলে ন্যায়পরায়ন অন্তরের অধিকারী যা প্রতারণা দিয়ে মিশ্রিত নয় আর তুমি কাপুরুষও ছিলেনা।[২২২]

কবি আল-খানসা (রা:) এখানে (النعي) বা মৃত্যু সংবাদের আলোচনা করে শোকগাঁথা রচনা করেছেন। যখন কোন এক সংবাদ বাহক তাকে এ সংবাদ প্রদান করেন, নিশ্চয় তাঁর ভাই মৃত্যু বরণ করেছেন। তাকে কবরস্থ করা হয়েছে এবং তাঁর দেহকে কাঠ পাথর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তখন কবি বলেন, আমার ভাই এমন লোক ছিলেন যিনি অত্যাচার পছন্দ করতেন না এবং তিনি হিংসুকও নন। কবি আল-খানসা (রা:) আরো বলেন,

أبكي طول ليلي لا أهجع

وقد عالني الخبر الأشنع

২২২ হামদু ত্বম্মাস, দিওয়ানুল খানসা, পৃ.৫৪

نعى ابن عمرو أتى موهنا

قتيلا فما لي لا أجزع

وفجعني ريب هذا الزمان

به والمصائب قد تفجع

আমি দীর্ঘ রজনী আনন্দ বিহীন কেঁদে কাটিয়েছি। একটি দুঃসংবাদ আমাকে বিলাপ করে কাঁদিয়েছে।

ইবনে আমরের মৃত্যু সংবাদ এসে শক্তিহীন করে দিয়েছে। সুতরাং আমি কিভাবে অস্থির হবোনা?

আর এই যুগের সন্দেহ আমাকে কষ্ট দিয়েছে এবং তার সাথে সাথে বিপদ-আপদও আমাকে যন্ত্রনা দিচ্ছে।[২২৩]

কবি এখানে বলেছেন, তাঁর নিকট ঐ মন্দ সংবাদ আসার পর থেকে তিনি দীর্ঘ রজনী বিনিদ্র কাটাচ্ছেন। তিনি ঐ সংবাদের মতো মন্দ আর কোন সংবাদ শুনেননি। তাঁর নিকট যে মৃত্যু সংবাদ এসেছে তা সাধারণ মৃত্যু সংবাদ নয়। এ সংবাদ কবির নিকট অনেক ভয়াবহ এবং কষ্টকর।

**দ্বিতীয় প্রকার:** (الندب) **বিলাপ বা ক্রন্দন**

(الندب) বিলাপ বা ক্রন্দন বলা হয় হারানো ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করা, বিলাপ করা, আর্তনাদ করা এবং দুঃখ প্রকাশ করা। মৃত ব্যক্তির জন্য কষ্ট ব্যক্ত করা এবং তাকে হারানোর প্রচন্ড বেদনা প্রকাশ করা। প্রকৃত শোকগাঁথা ব্যথিত অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নির্গত হয় যা শ্রোতা এবং পাঠকের হৃদয়ের গভীরে প্রভাব বিস্তার করে। কেননা কবির হৃদয় ব্যথায় ভরে থাকে আর কবিতার মাধ্যমে তা পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়ে স্থানান্তরিত হয়।[২২৪]

---

২২৩ প্রাগুক্ত

২২৪ ড. মুহাম্মাদ ত্বহা হুসাইন, আত তাওযীহুল আদাবী, পৃ.১৭১

যেমন কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**فبكوا على صخر بن عمرو فانه**

**يسير إذا ما الدهر بالناس اعسرا**

**يجود ويخلو حين يطلب خيرة**

**ومرا اذا يبغى المرارة ممقرا**

**فخنساء تبكي في الظلام حزينة**

**وتدعو اخاها ولا يجيب معفرا**

মানুষ সখর ইবনে আমরের জন্য কান্নাকাটি করেছে। তিনি ছিলেন সহজলভ্য যখন যুগ মানুষের নিকট কঠিন হয়ে গিয়েছে।

যখন তার নিকট কেউ কল্যাণকর কিছু চায় তিনি উজাড়ভাবে দিয়ে দেন। তিক্ততা যখন তিক্ততা কামনা করে তখনও তিনি আপ্যায়ন করেন।

খানসা ব্যথিত হয়ে অন্ধকারে ক্রন্দন করছে এবং তাঁর ভাইকে ডাকছে কিন্তু মাটিতে শায়িত ব্যক্তি তাঁর ডাকে সাড়া দিচ্ছে না।[২২৫]

কবি এখানে বলেন, মানুষ সখরের জন্য কান্নাকাটি করছে। কারণ সখর মানুষের সাথে অত্যন্ত সহজভাবে কোমল আচরণ করতেন। যুগের পরিক্রমায় মানুষ যখন দুঃখ-কষ্ট এবং দুর্দশায় নিপতিত হতো, তখন তিনি বদান্যতার মাধ্যমে মানুষের দুঃখ-কষ্ট এবং দুর্দশা দূর করতে সচেষ্ট হতেন। মানুষ যখন তার নিকট কোন কিছু কামনা করতো তখন তিনি তা সহাস্য বদনে দিয়ে দিতেন। এমনকি কোন শত্রুও যদি তার নিকট খারাপ কিছুর আশংকা করতো তবুও তিনি তাকে উত্তম প্রতিদানই দিতেন। রাতের অন্ধকারে কবি আল-

২২৫ হামদু ত্বম্মাস, দিওয়ানুল খানসা, পৃ.৫৭

খানসা (রা:)  তাঁর ভাইকে ডাকছেন কিন্তু তিনি তাঁর ডাকে আর সাড়া দিচ্ছেন না। কারণ তাঁর ভাই এখন মাটির নিচে কবরে শায়িত রয়েছেন।

কবি আল-খানসা (রা:) আরো বলেন,

**يا عين فيضي بدمع منك مغزار**

**وأبكى لصخر بدمع منك مدرار**

**أني أرقت فبت الليل ساهرة**

**كأنما كحلت عيني بعوار**

**أرعى النجوم وما كلفت رعيتها**

**وتارة أتغشى فضل إطماري**

হে চোখ, তোমার থেকে প্রচুর পরিমাণে অশ্রু বর্ষিত হোক এবং তুমি সখরের জন্য অঝোরে ক্রন্দন করে অশ্রু প্রবাহিত করো।

আমি জাগ্রত অবস্থায় বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করছি যেন আমার চোখে ময়লা পতিত হয়েছে।

আমার চোখ তারকারাজিকে পাহারা দিচ্ছে অথচ আমি তাদেরকে পাহারাদার নিযুক্ত করিনি এবং কখনো আমার অনুগ্রহের চাদর আচ্ছন্ন করে ফেলছে।[২২৬]

কবি আল-খানসা (রা:) এখানে নিজের সত্বাকে ব্যবহার করে শোকগাঁথা রচনা করেছেন। তিনি তাঁর চোখকে তাঁর সার্বক্ষণিক সাথী হিসেবে সম্বোধন করেছেন । তাকে সখরের জন্য প্রচুর পরিমাণে অঝোর ধারায় কাঁদতে বলেছেন। তিনি অনেক রাত ঘুমহীন অবস্থায় কাটিয়েছেন, যার ফলে তাঁর চোখ দুটি এমন হয়ে গিয়েছে যেন তারা রাত জেগে জেগে তারকারাজিকে পাহারা দিচ্ছে।

---

২২৬ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪

**তৃতীয় প্রকার:** (العزاء) **প্রবোধ বা সান্ত্বনা**

(العزاء) প্রবোধ বা সান্ত্বনা বলা হয় এমন শোকগাঁথাকে যে শোকগাঁথায় কবি অধিকহারে জীবন এবং মৃত্যুর কথা আলোচনা করেন। সেসব কবিতায় কবি জীবনের চিন্তা চেতনা, জীবন যাত্রার দর্শন এবং কালের আবর্তন উল্লেখ করেন। আমরা এ ধরনের শোকগাঁথাকে প্রজ্ঞাপূর্ণ শোকগাঁথা হিসেবে নামকরণ করতে পারি।[২২৭]

যেমন কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**كل إمرئ بأثافي الدهر مرجوم**

**وكل بيت طويل السمك مهدوم**

**لا سوقة منهم يبقى ولا ملك**

**ممن تملكه الأحرار والروم**

**إن الحوادث لا يبقى لنائلها**

**إلا الإله وراسي الأصل معلوم**

প্রত্যেক মানুষ কালের আবর্তনে একদিন মৃত্যু বরণ করবে এবং প্রত্যেক সুউচ্চ, সুদীর্ঘ ঘর ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রজাদের কেউ চিরদিন থাকবে না এবং সে রাজাও থাকবে না যাকে স্বাধীন এবং রোমবাসী রাজা বানিয়েছে।

দুর্বিপাক প্রতিপালকের নির্দেশ ব্যতীত তাতে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য স্থায়ী থাকেনা এবং নীতির দৃঢ়তা জ্ঞাত রয়েছে।[২২৮]

---

২২৭ ড. মুহাম্মাদ ত্বহা হুসাইন, আত তাওযীহুল আদাবী, পৃ.১৭৪

২২৮ হামদু ত্বম্মাস, দিওয়ানুল খানসা, পৃ.১০৫

এখানে কবি আল-খানসা (রা:) বলেছেন, সময় তার আপন গতিতে অতিবাহিত হয়। একদিন যদি এক রকম হয় দেখা যায় অন্যদিন অন্য রকম হয়। কালের আবর্তনে মানুষ একদিন মৃত্যু বরণ করে। এমনকি মজবুত ভিত্তির উপর গড়ে উঠা সুউচ্চ প্রাসাদও একদিন ধ্বংস হয়ে যায় এবং কোন রাজার রাজত্বই চিরস্থায়ী হয় না বরং একদিন শেষ হয়ে যায়।

**চতুর্থ প্রকার:** (التأبين) **মৃতের প্রশংসা**

(التأبين) মৃতের প্রশংসা বলা হয় এমন শোকগাঁথাকে যার মাঝে মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা হয় এবং তার উত্তম গুণাবলী ও সৎকর্মসমূহের স্মৃতিচারণ করা হয়। অর্থাৎ মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা এবং তার উত্তম গুণাবলী উল্লেখ করাকে (التأبين) শোকগাঁথা বলে।[২২৯]

যেমন কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**قد كان فيكم أبو عمرو يسودكم**

**نعم المعمم للداعين نصارُ**

**صلب النحيزة وهاب إذا منعوا**

**وفي الحروب جرئ الصدر مهصار**

**يا صخر وراد ماء قد تناذره**

**أهل الموارد ما في ورده عار**

তোমাদের মাঝে আবু আমর ছিলেন যিনি তোমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আহ্বানকারীদের জন্য তিনি কত উত্তম সাহায্যকারী নেতা ছিলেন!

তিনি ছিলেন দৃঢ় স্বভাবের অধিকারী এবং তিনি বাঁধা দিলে মানুষ ভীত হয়ে যেতো। আর যুদ্ধে তিনি সিংহের ন্যায় বুক চিতিয়ে এগিয়ে যেতেন।

---

২২৯ ড. মুহাম্মাদ ত্বহা হুসাইন, আত তাওযীহুল আদাবী, পৃ.১৭২

হে সখর, দানের উৎপত্তি স্থল। কখনো কখনো তার মাঝে এমন দানকারীদের লক্ষণ প্রকাশ পায় যে দানের মাঝে কোন কলুষতা নেই।[২৩০]

কবি আল-খানসা (রা:) এখানে তাঁর ভাইয়ের কথা স্মরণ করেছেন যিনি ছিলেন মানুষের নেতা। তিনি সকল বিষয়ের সমাধান করে দিতেন। অত্যাচারিতদের সাহায্য করতেন। তিনি ছিলেন বদান্যতা এবং বীরত্বের গুণে গুণান্বিত। যিনি মৃত্যুকে ভয় করতেন না। যুদ্ধের ময়দানে সিংহের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

২৩০ দিওয়ানুল খানসা, মাকতাবাতুস্ সাক্বাফিয়্যা, পৃ.৯৮

## প্রসিদ্ধ আরবী শোকগাঁথা (الرثاء)

যুগ যুগ ধরে আরব কবিগণ অসংখ্য শোকগাঁথা রচনা করেছেন। যার মাঝে এমন কিছু শোকগাঁথা রয়েছে যেগুলো বাস্তবিক এবং সত্য আবেগ-অনুভূতি সম্পন্ন। শাব্দিক অলংকারপূর্ণ এবং অর্থগতভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে পাঠক ও শ্রোতাদের হৃদয় ছুঁয়েছে এবং সে সকল শোকগাঁথা আরবদের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যে সকল শোকগাঁথা যুগে যুগে আরবদের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এবং তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার মধ্যে থেকে অন্যতম কিছু শোকগাঁথার কবি এবং তাদের শোকগাঁথার প্রথম কিছু পংক্তিমালা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

### কবি আল-মুহালহাল ইবনে রবিআ এর শোকগাঁথা:

কবি আল-মুহালহাল ইবনে রবিআ[২৩১] তার ভাই কুলায়ব এর মৃত্যুতে একটি শোকগাঁথা রচনা করেছিলেন। তার ভাই মৃত্যু বরণ করার পর তাকে দাফন করে তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি শোকগাঁথাটি রচনা করেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আরব কবি ইমরুল কায়েস এর মামা ছিলেন।[২৩২] তাঁর শোকগাঁথাটির শুরু এভাবে,

أهاج قذاء عيني الإذكار

هدوا فالدموع لها انحدار

وصار الليل مشتملا علينا

كأن الليل ليس له نهار

---

২৩১ আদী বিন্ রবী'আ আত-তঘলবী মুহলহিল নামে সুপরিচিত। তঘলিব গোত্রের প্রধান কুলায়বের ভাই মুহালহিল। ইমরু'উল কায়সের মাতা তাঁর বোন। যৌবনে নারীদের নিয়ে আমোদ প্রমোদে মেতে থাকতেন । কুলায়ব তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'যীরুন নিসা' (নারীদের সাথী)। বাসূসের ঘটনায় কুলায়ব নিহত হলে ভাইয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুহলহিল বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করেন। তিনি কুলায়বের মর্মান্তিক মৃত্যুকে স্মরণ করে মরসিয়াহ্ (শোঁকগাথা) রচনা করেন। জাহিলী যুগের কবিদের মধ্যে মুহালহিল সর্বপ্রথম কসীদা রচনা করেছেন। হলহলা অর্থ কাপড় বোনা, শোঁকগাথা রচনা করা। কবিতা বুনেছেন অথবা শোঁকগাথা রচনা করে মনের ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন বলে তিনি মুহালহিল নামে অভিহিত হয়েছেন। আরবে তিনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর দিওয়ান সংকলন করা হয়েছিল বলে জানা যায়, কিন্তু সে সংকলন এখনও পাওয়া যায়নি। আ.ত.ম মুছলেহউদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.১০২/১০৩

২৩২ তালাল হারব, দিওয়ানুল মুহালহাল বিন রাবীআ', (বৈরুত : দারু সাদির, তা.বি.), সং-১, পৃ.১৯

وبت أراقب الجوزاء حتى

تقارب من أوائلها انحدار

أصرف مقلتي في إثر قوم

تباينت البلاد بهم فغاروا

وأبكي والنجوم مطلعات

كأن لم تحوها عني البحار

স্মৃতিচারণ আমার প্রশান্ত চোখের ব্যথাকে জাগিয়ে তুলেছে। যার ফলে তার জন্য অশ্রুমালা গড়িয়ে পড়ছে।

রাত আমার উপর এমনভাবে অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছে যে, যেন সেই রাতের পর আর কোন দিন নেই।

আমি নক্ষত্র পাহারা দিয়ে রাত অতিবাহিত করেছি এমনকি সে ছিটকে পড়ার উপক্রম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

জাতির পিছনে আমার চোখ ঘুরিয়েছি। দেশ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে ফলে তারা ঈর্ষান্বিত হয়েছে।

আমি ক্রন্দন করি আর তারকারাজি তা অবগত, যেন সাগরও তা আমার থেকে ধারণ করতে সক্ষম নয়।[২৩৩]

## কবি আবু যুয়াইব আল-হাযালি রচিত শোকগাঁথা:

কবি আবু যুয়াইব আল-হাযালি[২৩৪] তাঁর ছেলেদের বিরহে একটি শোকগাঁথা রচনা করেছিলেন। কবি আবু যুয়াইব তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলের প্রকৃত আবেগ-অনুভূতি থেকে

---

২৩৩ প্রাগুক্ত

২৩৪ আবু যু'আয়ব আল্ হুযলী একজন মুখাদরাম কবি। তাঁর নাম খুওয়াইলিদ বিন্ খালিদ, আবু যু'অয়ব তাঁর কুনিয়ৎ। কবি হাসসান বিন সাবিতের (রাঃ) মতে তিনি হুযয়ল গোত্রের শ্রেষ্ঠ কবি। ইবনু সাল্লাম আল্-জুমহী তাঁকে তৃতীয় স্তরের কবিদের মধ্যে শামিল করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবিতা ত্রুটিমুক্ত বলেও মন্তব্য করেছেন। জুরজী যায়দান দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির তালিকায় তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন, আবার শোঁকগাথা রচয়িতাদের তালিকায় তাঁকে রেখেছেন সকলের শীর্ষে। মিসরে এক মহামারীর কবলে পড়ে তাঁর পাঁচটি সন্তান মৃত্যু বরণ করে। এই মর্মান্তিক ঘটনাকে স্মরণ করে তিনি যে শোঁকগাথা রচনা করেছিলেন সেটি জামহারাতু আশ'আরিল আরব গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তৃতীয় খলীফা উসমানের (রাঃ) আমলে তিনি

শোকগাঁথাটি রচনা করেছিলেন, যে শোকগাঁথার মাঝে অনেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী এবং দুঃখ-কষ্টের অনুভূতির বর্ণনা ছিল।[২৩৫]

তার শোকগাঁথার প্রথম কয়েকটি পংক্তিমালা,

**أمن المنون وريبها تتوجع**

**والدهر ليس بمعتب من يجزع**

**قالت أميمة ما لجسمك شاحبا**

**منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع**

**أَم ما لجنبك لا يلائم مضجعا**

**إلا أقض عليك ذاك المضجع**

**فأجبتها أَن ما لجسمي أنه**

**أودى بني من البلاد فودعوا**

**أودى بني وأعقبوني**

**بعد الرقاد وعبرة لا تقلع**

মৃত্যু এবং তার আশংকা থেকে ব্যথা অনুভব কর কি? আর যখন যুগ অধৈর্য ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট নয়।

উমাইমা বললো, তোমরা শরীরের কি হলো যখন থেকে ব্যয় করছো মলিন হয়ে গিয়েছে, তোমার সম্পদের মতো উপকারী আছে কি?

নাকি তোমার পার্শ্বদেশ নিদ্রা যেতে তিরস্কার করেনা কিন্তু ঐ বিছানা তোমার জন্য শক্ত হয়ে গিয়েছে?

---

উত্তর আফ্রিকায় বিজয় অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ২৬ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। আ.ত.ম মুছলেহউদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.১৪৯/১৫০

২৩৫ আব্দুল আযীয আব্দুল্লাহ আস-সালিম, মিন রাওয়াই' আর-রছা, জারীদাহ আর-রিয়াদ, তারিখ, ০৬/০১/২০১৭

আমি উত্তর দিলাম, আমার শরীরের কিছুই হয়নি। সে আমার ছেলেদের জন্য মরে যাচ্ছে ফলে তারা বিদায় জানাচ্ছে।

শরীর আমার ছেলেদের জন্য মরে যাচ্ছে। আর তারা আমাকে ঘুমের পর যন্ত্রণা এবং নিরবিচ্ছিন্ন অশ্রুমালার পিছনে রেখে যাচ্ছে।[২৩৬]

**জুলাইলা বিনতে মুররা আস সাইবানিয়্যা এর শোকগাঁথা:**

জুলাইলা বিনতে মুররা আস সাইবানিয়্যা[২৩৭] জাহেলী যুগের অন্যতম প্রসিদ্ধ মহিলা কবি। তিনি জাহেলী যুগে অধিক কবিতা রচনাকারী কবিদের অন্যতম একজন কবি। তাঁর বংশধারা সাইবান পর্যন্ত পৌঁছেছে। তিনি স্বীয় স্বামী কুলাইব ওয়াইল এর হত্যাকারী জাসসাস ইবনে মুররা এর বোন ছিলেন। কবি জুলাইলা স্বীয় স্বামী কুলাইব ওয়াইল এর মৃত্যুতে একটি শোকগাঁথা রচনা করেছিলেন।[২৩৮] তার শোকগাঁথার প্রথম কিছু পংক্তিমালা,

**يا ابنة الأقوام إن شئت فلا**

**تعجلي باللوم حتى تسألي**

**فإذا أَنت تبينت الذي**

**يوجب اللوم فلومي واعذلي**

**إن تكن أخت امرئ ليمت على**

**شفق منها عليه فافعلي**

**جل عندي فعل جساس بنا**

**غمة للدهر ليست تنجلي**

---

২৩৬ সুহাম আল-মিসরী, শরহু দিওয়ানু আবি জুওয়াইব আল-হাযালী, (বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪১৯ হি.), সং-১, পৃ.১৪৫/১৪৬

২৩৭ তিনি জুলাইলা বিনতে মুররা বিন সাইবান আল বাকরিয়্যা। তিনি তার স্বামী কুলাইবের হত্যাকারী জাসসাসের বোন। জাসসাস তার স্বামীকে হত্যা করলে তিনি তার গোত্রের আবাসস্থল পরিত্যাগ করে চলে যান। তিনি জাহিলী যুগের বিশুদ্ধভাষী নারী কবিদের অন্যতম একজন। তিনি ৫৪০ সনের দিকে মৃত্যু বরণ করেন। আল-আ'লাম, খইরুদ্দীন যারকালী, ২/১৩৩

২৩৮ আবুল ফারাজ আল-ইস্ফাহানী, কিতাবুল আগানী, (লাজনাতুল আদাব, দারুস সাকাফা, ১৯৮১), সং-১, পৃ.৩০

فعْل جساس على وجدي به

قاطع ظهري ومدن أجلي

হে জাতির কন্যারা, যদি তোমরা তিরস্কার করতে চাও তাহলে আমাকে জিজ্ঞাসা করা পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করে তিরস্কার করো না।

যখন তোমার নিকট এমন কিছু প্রকাশ পাবে যার কারণে তিরস্কার আবশ্যক হয়ে যায় তখন আমাকে তিরস্কার এবং নিন্দা করো।

তোমরা যদি এমন ব্যক্তির বোন হও যে তার স্নেহের উপর মৃত্যু বরণ করেছে, তাহলে তুমি আমার নিন্দা করতে পারো।

আমার নিকট জাসসাসের কাজ প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে। আমরা যুগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি, সে প্রকাশিত হয়নি।

আমার আবেগের সাথে জাসসাসের কর্ম আমার পিঠকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে এবং আমার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে।[২৩৯]

**কবি আবু তাম্মাম রচিত শোকগাঁথা:**

কবি আবু তাম্মাম, মুহাম্মাদ বিন হামিদ আল-তুসি এর মৃত্যুতে একটি শোকগাঁথা রচনা করেছিলেন। মুহাম্মাদ বিন হামিদ আল-তুসি আব্বাসি খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহ এর সময়ের একজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি ছিলেন। এক যুদ্ধে তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অব্যাহতভাবে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করেন। এমনকি সেদিন তাঁর হাতে তিনটি তরবারী ভেঙ্গে যায়। যুদ্ধ করতে করতে শেষ পর্যন্ত তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তখন কবি আবু তাম্মাম তাকে নিয়ে একটি শোকগাঁথা রচনা করেন, যা শুনে খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহ

২৩৯ শাওক্বী আব্দুল হাকীম, আয-যীর সালিম আবু লায়লা আল-মুহালহাল, (যুক্তরাজ্য : মুআসসাসাতু হানদাভী সি আই সি, ২০১৭) , পৃ.৯৩

বলেন, ঐ আল্লাহর কসম যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। হায়, আমি যদি নিহত হতাম আর আমার সম্পর্কে এরকম বলা হতো![২৪০]

তার শোকগাঁথার প্রথম কয়েকটি পংক্তিমালা হলো,

كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر

فليس لعين لم يفض ماؤها عذر

توفيت الآمال بعد محمد

وأَصبح في شغل عن السفر السفر

وما كان إلا مال من قل ماله

وذخرا لمن أَمسى وليس له ذخر

وما كان يدري مجتدي جود كفه

إذا ما استهلت أنه خلق العسر

أَلا في سبيل الله من عطلت له

فجاج سبيل الله وانثغر الثغر

এমনিভাবে যেন দুর্দশা বড় হয় এবং মৃত্যু কষ্ট দেয়। সুতরাং চোখের অশ্রু প্রবাহিত করা ব্যতীত আর কোন উপায় নেই।

মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর আশা আকাঙ্খাও মৃত্যু বরণ করেছে, আর ভ্রমণকারীরা ভ্রমণ থেকে নিরুৎসাহিত হয়ে গিয়েছে।

যার সম্পদ কমে গিয়েছে সে তাঁর দিকে ধাবিত হয়েছে এবং যার জন্য সম্পদ পরিণত হয়েছে তার সম্পদ নেই।

---

২৪০ আব্দুল আযীয আব্দুল্লাহ আস-সালিম, মিন রাওয়াই' আর-রছা, জারীদাহ আর-রিয়াদ, তারিখ, ০৬/০১/২০১৭

দান প্রত্যাশী তাঁর বদান্যতা সম্পর্কে অবগত ছিলনা। যখন দান শুরু হয়নি সে ভেবেছে যেন তাকে দরিদ্র করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

জেনে রেখো সে আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে। যার জন্য আল্লাহর রাস্তার প্রশস্ততা বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং সে ফাঁক খুজেছে।[২৪১]

**কবি আবুল আ'লা আল-মায়াররি রচিত শোকগাঁথা:**

আরবী শোকগাঁথার অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি শোকগাঁথা হলো, কবি আবুল আ'লা আল-মায়াররি রচিত একটি শোকগাঁথা। যে শোকগাঁথাটি তিনি "গাইরু মাজদ" শিরোনামে তার কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মৃত্যুতে রচনা করেছিলেন। তিনি এ শোকগাঁথায় অত্যন্ত সুনিপুণভাবে জীবন এবং মৃত্যুর চিত্র অঙ্কন করেছেন। তার এ শোকগাঁথাটিকে সবচেয়ে সত্যনিষ্ঠ, সুন্দর এবং কবিত্বপূর্ণ শোকগাঁথা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[২৪২]

তার শোকগাঁথাটির শুরু এভাবে,

غير مجد في ملتي واعتقادي

نوح باك ولا ترنم شاد

وشبيه صوت النعي إذا قي

س بصوت البشير في كل ناد

أبكت تلكم الحمامة أم غن

نت على فرع غصنها الميادِ

صاح هذي قبورنا تملأ الرح

ب فأين القبور من عهد عاد

২৪১ আবু তাম্মাম, আল-আসরুল আব্বাসী, আল-মাওসূআ'তুল আ'লামিয়্যা লিশ শি'রিল আরাবী, কবিতা নং- ১৫৮৩৫

২৪২ আব্দুল আযীয আব্দুল্লাহ আস-সালিম, মিন রাওয়াই' আর-রছা, জারীদাহ আর-রিয়াদ, তারিখ, ০৬/০১/২০১৭

خفف الوطء ما أظن أديم ال

أرض إلا من هذه الأجساد

মর্যাদা নেই আমার জাতি, আমার বিশ্বাস, ক্রন্দনকারীর ক্রন্দনের মাঝে এবং মর্যাদা নেই গুনগুন করে আবৃত্তিকারী কবির মাঝে।

মৃত্যু সংবাদ দাতার আওয়াজ এবং সুসংবাদ দাতার আওয়াজ যখন তুলনা করবে তখন প্রত্যেক ঘোষণাকারীর আওয়াজ একই মনে হবে।

ঐ কবুতরগুলো কি ক্রন্দন করেছে নাকি গাছের ডালের শাখায় পরস্পর মুখোমুখি বসে গান গেয়েছে?

আমাদের কবরের প্রলাপের চিৎকার পৃথিবী ভরে তুলেছে, সুতরাং আ'দের যুগের কবরগুলো আজ কোথায়?

নম্রভাবে চলাচল করো, কারণ আমি মনে করিনা কেবল দেহ ব্যতীত অন্যকিছু পৃথিবীর পৃষ্ঠে অবশিষ্ট থাকবে।[২৪৩]

২৪৩ আবুল আ'লা আল-মা আ'ররী, আদ-দিওয়ান, আল-আ'সরুল আ'ব্বাসী, সাবকাতুদ দিওয়ান

**কবি আহমদ শাওকি রচিত শোকগাঁথা:**

আমিরুশ শু'য়ারা কবি আহমাদ শাওকি[২৪৪] রচিত শোকগাঁথা, যে শোকগাঁথাটি তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুতে রচনা করেছিলেন। আধুনিক যুগের আরবী শোকগাঁথার মাঝে তাঁর এ শোকগাঁথাটি একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তাঁর শোকগাঁথাটির আকারের দিক থেকে ছোট কিন্তু তার অর্থ মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তারকারী। শোকগাঁথাটি একজন পিতার সাথে একজন সন্তানের এবং একজন সন্তানের সাথে একজন পিতার যে সম্পর্ক থাকতে পারে তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। একজন সন্তান কর্তৃক পিতাকে ভালোবাসার যে সকল বিষয় বা উপকরণ থাকতে পারে তার সমষ্টি তিনি এই শোকগাঁথায় বর্ণনা করেছেন। প্রিয় পিতার মৃত্যুতে তাঁর অন্তরে যে দুঃখ এবং বেদনার উদয় হয়েছিল তা তিনি নিজের আবেগ-অনুভূতি দিয়ে এ শোকগাঁথায় ব্যক্ত করেছেন।[২৪৫]

তাঁর শোকগাঁথার প্রারম্ভিক কয়েকটি পংক্তিমালা,

سألوني لم لم أرث أبي

ورثاء الأب دين أي دين

২৪৪ আহমদ শাওকি বেগ, আধুনিক নব্য-প্রাচীন পন্থী কবি সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ কবি। খিদীভ ইসমাঈলের শাসনামলে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের কায়রোতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের মাত্র তিন বছর পর তাঁর মা মারা যান। এর পর তিনি তাঁর নানী তিমযার এর কাছে প্রতিপালিত হন। সে ইসমাঈল পাশার রাজপ্রাসাদের পরিচারিকা ছিল। ফলে কবি প্রাসাদের আনন্দমুখর রাজ পরিবেশে বেড়ে উঠেন। রাজপ্রাসাদে থাকার সুবাদে এক অভিজাত পরিবারের মেয়ের সাথে বিয়ে হয়। এতে তিনি আর্থিকভাবে অত্যন্ত স্বচ্ছল ও সুখময় দাম্পত্য জীবন যাপন করতে থাকেন। তাঁদের ঔরসে আমীনা নামে এক কন্যা সন্তান ও আলী এবং হুসাইন নামে দু'জন পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। ১৯১৫ সালে ইংরেজরা যখন খিদীভ ২য় আব্বাসকে ক্ষমতাচ্যুত করে তখন আহমদ শাওকি ইংরেজদের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কবিতা লিখেন। ইংরেজরা তাঁকে মাল্টায় নির্বাসিত করার সিদ্ধান্ত নেন। পরে হুসাইন কামেলের মধ্যস্থতায় সেচ্ছায় তিনি স্পেনে নির্বাসন গ্রহণ করেন (১৯১৫-১৯১৯)। ১ম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯১৯ সালে তিনি মিশরে ফেরত আসেন। তিনি মিশরের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সর্বোপরি সকল বিষয়ে আরব জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা তাঁর কবিতায় চিত্রায়িত করেন। ১৯২৭ সালে তাঁর 'আশ্-শাওকিয়্যাত' এর ২য় সংস্করণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সকল আরব দেশের প্রতিনিধিগণ তাঁকে 'আমিরুশ শু'য়ারা' (কবি সম্রাট) উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৩২ সালের ১৩ই অক্টোবর তিনি জন্মস্থান কায়রোতে ইন্তেকাল করেন। আহমদ কাব্বিশ, তারিখুশ-শি'রিল আরবী আল-হাদিছ, (বৈরুত : ১৯৭১), পৃ.৭৪-৭৫; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরব মনীষা, (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, জুন-২০০৩), ৩য় সং-জানুয়ারি, ২০১২, পৃ. ৮৮-৮৯; ড. আহমদ আলী, আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস, (চট্টগ্রাম : আল-'আকিব প্রকাশনী, এপ্রিল, ২০০৪), পৃ. ১৬৬-১৭০

২৪৫ আব্দুল আযীয আব্দুল্লাহ আস-সালিম, মিন রাওয়াই' আর-রছা, জারীদাহ আর-রিয়াদ, তারিখ, ০৬/০১/২০১৭

أيها اللوام ما أظلمكم

أين لي العقل الذي يسعد أين

يا أبي ما أنت في ذا أول

كل نفس للمنايا فرض عين

هلكت قبلك ناس وقرى

ونعى الناعون خير الثقلين

غاية المرء وإن طال المدى

آخذ يأخذه بالأصغرين

লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করছে আমি কেন আমার পিতার জন্য শোক প্রকাশ করিনি, আচ্ছা পিতার জন্য শোক প্রকাশ করা কোন প্রকারের ঋণ?

হে নিন্দুকেরা, আমি তো তোমাদের উপর অত্যাচার করিনি। সুতরাং আমার জন্য সে জ্ঞান কোথায় যা আনন্দিত করে?

হে আমার পিতা, মৃত্যুর ক্ষেত্রে আপনিই প্রথম ব্যক্তি নন। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যই মৃত্যু একদিন বরণ করবে।

আপনার পূর্বে অনেক মানুষ এবং জনপদবাসী মৃত্যু বরণ করেছে। আর ক্রন্দনকারীরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠদের জন্য ক্রন্দন করেছে।

মানুষের উদ্দেশ্যে হলো, যদিও জীবনকাল দীর্ঘ হয় তবুও গ্রহণকারী অধিকতর ছোট দুটির একটি গ্রহণ করে।[২৪৬]

২৪৬ আহমাদ শাওকি, মিশর, আল-মাওসূআ'তুল আ'লামিয়্যা লিশ শি'রিল আরাবী, কবিতা নং-৯৬২৭

**কবি আল-খানসা (রা:) রচিত শোকগাঁথা:**

আরবী শোকগাঁথার ইতিহাসে অন্যতম আরেকটি শোকগাঁথা হলো কবি আল-খানসা (রা:) রচিত শোকগাঁথা, যা তিনি তাঁর আাপন ভাই সখর এর মৃত্যুতে রচনা করেছিলেন। তাঁর শোকগাঁথাকে আরবী শোকগাঁথার ইতিহাসে সবচেয়ে সুন্দর, সাবলীল শোকগাঁথা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[২৪৭]

তাঁর শোকগাঁথাটির প্রারম্ভিক কয়েকটি পংক্তিমালা,

**قذى بعينك ام بالعين عوار**

**أم ذرفت اذ خلت من اهلها الدار**

**كأن عيني لذكراه إذا خطرت**

**فيض يسيل على الخدين مدرار**

**تبكي لصخر هي العبرى وقد ولهت**

**ودونه من جديد الترب استار**

**تبكي خناس فما تنفك ما عمرت**

**لها عليه رنين وهي مفتار**

**تبكي خناس على صخر وحق لها**

**اذ رابها الدهر ان الدهر ضرار**

তোমার চোখে কি আবর্জনা পড়েছে নাকি তোমার চোখে ত্রুটি রয়েছে, নাকি অশ্রু ঝড়ছে যখন ঘরবাড়ি পরিজন শূন্য হয়েছে?

২৪৭ আব্দুল আযীয আব্দুল্লাহ আস-সালিম, মিন রাওয়াই' আর-রছা, জারীদাহ আর-রিয়াদ, তারিখ, ০৬/০১/২০১৭

আমার চোখ যেন তা স্মরণ করছে। যখন মৃত্যু আগমন করলো দুই গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হলো।

তুমি সখরের জন্য দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে অশ্রু প্রবাহিত করে ক্রন্দন করছো এবং তাকে নতুন মাটির চাদরে লিপিবদ্ধ করেছো।

চ্যাপ্টা নাক বিশিষ্ট নারী অব্যাহতভাবে ক্রন্দন করছে, সে জীবনভর তাঁর জন্য ক্রন্দন করেনি আর সে অবসাদগ্রস্থ।

চ্যাপ্টা নাক বিশিষ্ট নারী সখরের জন্য ক্রন্দন করছে। তাঁর অধিকার রয়েছে যখন যুগ তাকে প্রতিপালন করেছে, নিশ্চয় যুগ অনিষ্টকারী।[২৪৮]

২৪৮ আল-খানসা, আদ-দিওয়ান, পৃ.৩৭৮

## আরবী শোকগাঁথা (الرثاء) রচনায় কবি আল-খানসা (রা:)-এর কৃতিত্ব

গবেষকদের মতে আরবী শোকগাঁথার প্রাচীন রূপ এমন ছিল যে, তা মৃত ব্যক্তির কবরের নিকটে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করা হতো। সময়ের সাথে সাথে শোকগাঁথার ধরন উন্নতি লাভ করে মৃত ব্যক্তিকে হারানোর বেদনার আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের রূপ লাভ করে। কবি আল-খানসা (রা:) কে আরবী শোকগাঁথার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কবি হিসেবে মনে করা হয়। তাঁর কারণ হলো, তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন এবং তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে অনেক দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হন যা তাঁর কোমল হৃদয় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ফলে তাঁর খাঁটি আবেগ-অনুভূতি সম্পন্ন শোকগাঁথা রচনায় সাহায্য করে যা প্রকৃতি এবং একনিষ্ঠতার দিক থেকে কবি এবং সাহিত্যিকদের নিকট উচ্চ মর্যাদা রাখে।[২৪৯]

একথা সুপ্রমাণিত যে, কবি আল-খানসা (রা:) অধিকাংশ শোকগাঁথা তাঁর দুই ভাই সখর এবং মুয়াবিয়াকে নিয়ে রচনা করেছেন। এ দুই জন ব্যতীত অন্যদেরকে নিয়ে তিনি খুব অল্প শোকগাঁথা রচনা করেছেন। মুয়াবিয়া ছিলেন কবির বৈমাত্রেয় ভাই এবং সখর ছিলেন তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই। কবি তাদের উভয়কেই প্রচন্ড রকম ভালবাসতেন। আর সখর ছিলেন অনেক গুণের অধিকারী। তিনি ছিলেন সহনশীল, দানশীল, বীর বাহাদুর, আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষাকারী সুদর্শন আরব পুরুষ।[২৫০]

কবির ভাই সখর ইবনে আমর বনী সুলাইম গোত্রের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত একজন ব্যক্তি ছিলেন। একবার তিনি একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরত্বের সাথে শত্রুর মোকাবিলা করেন। সে যুদ্ধে তিনি আঘাত প্রাপ্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি দীর্ঘ দিন যাবত অসুস্থ ছিলেন। তাঁর জাতির লোকেরা তাকে দেখতে এসে তাঁর স্ত্রী সালমার নিকট তাঁর অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'তিনি সুস্থও নন যে তাঁর নিকট কিছু কামনা করা হবে এবং তিনি মৃতও নন

---

২৪৯ কার্ল ব্রোকেলম্যান, তারীখুল আদাবিল আরাবী, অনুবাদ-আব্দুল হালীম নাজ্জার, (মিশর : দারুল মাআ'রিফ, ১৯৫৯), পৃ.৪৭/৪৮

২৫০ বূতরুস আল-বুস্তানী, উদাবাউল আরব ফিল জাহিলিয়্যাহ ওয়া সদরিল ইসলাম, পৃ.২২৭

যে তাকে ভুলে যাওয়া যাবে।’ সখর তাঁর স্ত্রীর এ কথা শুনে ব্যথিত হন। এরপর লোকেরা যখন তাঁর মায়ের কাছে গিয়ে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, সখর আজ কেমন আছে? তখন তাঁর মা বললেন, আল্লাহর অনুগ্রহে সে আজ সকালে সুস্থ হয়ে গিয়েছে।[২৫১]

কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**يا عين ما لك لا تبكين تسكابا**

**إذ راب دهر وكان الدهر ريابا**

**فابكي أخاك لأيتام وأرملة**

**وابكي أخاك إذا جاورت أجنابا**

**وابكي أخاك لخيل كالقطا عصبا**

**فقدن لما ثوى سيبا وأنهابا**

**يعدو به سابح نهد مراكله**

**مجلبب بسواد الليل جلبابا**

**حتى يصبح أقواما يحاربهم**

**أو يسلبوا دون صف القوم أسلابا**

হে আমার নয়ন তোমার কি হলো তুমি অঝোর ধারায় ক্রন্দন করছো না। যখন যুগ সন্দেহে পতিত হয়েছে এবং যুগ তো সন্দেহ প্রবনই ছিল।

২৫১ আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম বিন কুতাইবা, আশ-শে’র ওয়াশ শুয়া’রা, (আল-জাযাইর, ওযারাতুস সাক্বাফা, ২০০৭), খ.১, পৃ.২৬২

তুমি ক্রন্দন করো তোমার ভাইয়ের উপর ইয়াতিম এবং বিধবা রমণীদের জন্য এবং তোমার ভাইয়ের জন্য ক্রন্দন করো যখন তুমি তাঁর থেকে দূরে অবস্থান করছো।

তুমি ক্রন্দন করো তোমার ভাইয়ের উপর ঐ দূরন্ত ঘোড়ার জন্য যাকে তারা হারিয়ে ফেলেছে। এজন্য যে, সে তাকে মুক্ত করে কবরে আশ্রয় নিয়েছে।

তিনি রাতের আঁধারের ন্যায় কুচকুচে কালো রঙ্গের দ্রুতগামী শক্তিশালী সবল অশ্বকে পদাঘাত করে অতিক্রম করেন।

এমনকি তিনি সকাল বেলায় শত্রু দলের সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং যুদ্ধের কাতারে দাঁড়ানো ব্যতীত তাদের চামড়া তুলে এনেছেন।[২৫২]

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর ভাই সখর এর উপর শোকগাঁথা রচনা করেন, তাতে তিনি কাঁদতে কাঁদতে সখরের ছেলের অবস্থা বর্ণনা করেন।

কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**لا خير لكن أخي أروع ذو مرة**

**من مثله تسترفد الباغيه**

**لا ينطق النكر لدى حرة**

**يبتار خالي الهم في الغاويه**

**إن أخي ليس بترعية**

**نكس هواء القلب ذي ماشيه**

২৫২ হা মদু ত্বম্মাস, দিওয়ানুল খানসা, পৃ.১৩

এতে কোন লাভ নেই কিন্তু আমার ভাই প্রচন্ড শক্তিশালী। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনার জন্য তার মতো আর কে আছে?

মন্দ কর্ম প্রচন্ড তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির নিকট কথা বলেনা। সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি পথ হারানোর দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

নিশ্চয় আমার ভাই কোন অবনত চারণভূমি নয় বরং তিনি হলেন পদাতিক সৈন্যদের জন্য অন্তরের অন্তঃস্থলের ভালোবাসা।[২৫৩]

উপরোক্ত এ সকল পংক্তিমালা কবি আল-খানসা (রা:) এর শোকগাঁথার সুস্পষ্ট নিদর্শন। এখানে তিনি বার বার নিজের ভাইয়ের কথা উল্লেখ করে তাঁর সাথে তাঁর ভাইয়ের গভীর সম্পর্ক এবং ভালোবাসার প্রমাণ দিয়েছেন। আর এটাই এই শোকগাঁথার প্রকৃতি। এখানে কবি তাঁর চোখকে সম্বোধন করে তাঁর ভাই সখরের জন্য কাঁদতে বলেছেন যা আরবী শোকগাঁথা শুরুর প্রকৃতি, কেননা আরবী শোকগাঁথা সাধারণত চোখকে সম্বোধন করেই আরম্ভ করা হয়।

কবি আল-খানসা (রা:) এর আরেক ভাই মুয়াবিয়া হুরা যুদ্ধের দিন নিহত হন। যে যুদ্ধটি ৬১২ ঈসায়ি সনে সংঘটিত হয়। গাতফান গোত্রের হাশেম হারমালা ইবনে মুররা তাকে হত্যা করে। এর পরের বছর সখর মুয়াবিয়াকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বনী মুররার সাথে যুদ্ধ করে মারাত্মকভাবে আহত হন এবং হাশেম এর ভাই দুরাইদকে হত্যা করেন। আর এটা ছিল দ্বিতীয় হুরার যুদ্ধ।[২৫৪]

এ ব্যাপারে কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**الا ما لعينك ام ما لها**

**لقد أخضل الدمع سربالها**

২৫৩ প্রাগুক্ত, পৃ.১২২

২৫৪ বূতরুস আল-বুস্তানী, উদাবাউল আরব ফিল জাহিলিয়্যাহ ওয়া সদরিল ইসলাম, পৃ.২২৮

**ابعد ابن عمرو ومن آل الشريد**

**حلت به الأرض أثقالها**

**فآليت آسى على هالك**

**وأسأل باكية ما لها**

**لعمر أبيك، لنعم الفتى**

**تحش به الحرب أجذالها**

**حديد السنان ذليق اللسانِ**

**يجازي المقارض أمثالها**

হায়! আমার চোখের কি হলো? হায়! তার কি হলো? অশ্রু তার গায়ের জামাকে ভিজিয়ে দিয়েছে।

আশ-শারিদের বংশধর ইবনে আমরের পুত্রের মৃত্যুর পর পৃথিবী কি তার ভারমুক্ত হয়ে গিয়েছে?

আমি একজন মৃত ব্যক্তির জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং কাঁদতে কাঁদতে প্রশ্ন করছি তার কি হলো?

তোমার পিতার কসম, তিনি কত উত্তম যুবক ছিলেন। যিনি আনন্দ চিত্তে যুদ্ধকে থামিয়ে দিতেন।

তার কথা ছিল বর্শার অগ্রভাগের লোহার ফলার মতো ধারালো। যা কাঁচির মতো এমনকি তার চেয়েও বেশী কর্তনকারী।[২৫৫]

---

২৫৫ দিওয়ানুল খানসা, দারু বৈরুত, পৃ.১২০

মুয়াবিয়ার ব্যাপারে কবি আল-খানসা (রা:) আরো বলেন,

**ألا لا أرى في الناس مثل معاويه**

**إذا طرقت إحدى الليالي بداهيه**

**بداهية يصغى الكلاب حسيسها**

**وتخرج من سر النجي علانيه**

**ألا لا أرى كالفارس الورد فارسا**

**إذا ما علته جرأة وعلانيه**

**وكان لزاز الحرب عند شبوبها**

**إذا شمرت عن ساقها وهي ذاكيه**

**وقواد خيل نحو أخرى كأنها**

**سعال وعقبان عليها زبانيه**

**بلينا وما تبلى تعار وما ترى**

**على حدث الأيام إلا كما هيه**

আমি মানুষের মাঝে মুয়াবিয়ার মতো আর কাউকে দেখিনি, যখন কোন এক রাতে দুর্যোগ নেমে আসলো।

সে দুর্যোগে কুকুর মৃদু শব্দ শ্রবণ করলো এবং গোপনীয়তার ভেতর থেকে প্রকাশ্যে বের হয়ে এলো।

উপনীত অশ্বারোহীর মতো আমি কোন অশ্বারোহী দেখিনি, যখন সে প্রকাশ্যে সামনের দিকে ধাবিত হয়।

এবং তাঁর মতো অশ্ব চালনাকারী কাউকে দেখিনি, যেন তিনি বজ্রকন্ঠ এবং ঈগলের মতো কঠিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন।

আমরা বিপদে ফেলেছি আর তুমি তাকে বিপদে নির্ঘুম দেখবেনা। কালের দুর্যোগেও পানাহারের জন্য ডাকতে দেখবে।[২৫৬]

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর পিতা এবং দুই ভাইয়ের কবরের চিহ্নিত স্থানে দাঁড়িয়ে শোকগাঁথা আবৃত্তি করতেন, তাঁর দুই ভাই সখর এবং মুয়াবিয়া আর পিতা আমরের প্রতি তাঁর এ অবস্থানকে আরবগণ সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখতেন। যখন কবি তাদের জন্য শোকগাঁথা আবৃত্তি করতেন তখন লোকেরা তা শুনতে শুনতে কাঁদতেন।[২৫৭] এক কবিতায় কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর দুই ভাই সম্পর্কে বলেন,

**أرى الدهر أفنى معشري وبني أبي**

**فأمسيت عبرى لا يجف بكائيا**

**أيا صخر هل يغني البكاء أو الأسى**

**على ميت بالقبر أصبح ثاويا**

**فلا يبعدن الله صخرا وعهده**

**ولا يبعدن الله ربي معاويا**

**ولا يبعدن الله صخرا فإنه**

**أخو الجود يبني للفعال العواليا**

**سأبكيهما والله ما حن واله**

**وما أثبت الله الجبال الرواسيا**

---

২৫৬ প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৫

২৫৭ হান্না আল-ফাখুরী, আল-মুজিজ ফিল আদাবিল আ'রাবী ওয়া তারীখুহু, (বৈরুত : দারুল জাবিল, ২০০৩), ১ম খ., পৃ.২৮৮

আমি দেখছি যুগ আমার স্বজন এবং আমার ভাইদেরকে শেষ করে দিচ্ছে। যার কারণে আমার অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে আর কান্না থামছে না।

হে সখর, যে মৃত ব্যক্তি কবরকে তার আশ্রয় বানিয়েছে তার জন্য ক্রন্দন অথবা সমবেদনা কোন উপকারে আসবে কি?

আল্লাহ যেন সখর এবং তাঁর প্রতিশ্রুতিকে দূর না করেন এবং আল্লাহ যেন আমাকে লালন পালনকারী মুয়াবিয়াকেও দূর না করেন।

আল্লাহ যেন সখরকে দূর না করেন। কেননা তিনি হলেন দানশীল, অত্যাচারিতদেরকে রক্ষণাবেক্ষণকারী।

আমি তাদের দুজনের জন্য ক্রন্দন করি। আল্লাহর কসম, কষ্ট সমবেদনা অনুভব করে না এবং আল্লাহ সুদৃঢ় পাহাড়কেও স্থির রাখেন না।[২৫৮]

কবি আল-খানসা (রা:) এর পিতা আমর, তার দুই ছেলে সখর এবং মুয়াবিয়ার হাত ধরে বাহিরে বের হয়ে এসে মানুষদেরকে বলতেন, আমি মুদার গোত্রের সবচেয়ে ভাল সন্তানের পিতা। আর আরবগণ তার এ কথাকে স্বীকার করে নিতেন। [২৫৯]

আল-খানসা (রা:) বলেন, পূর্বে আমি সখর নিহত হওয়ার কারণে কাঁদতাম আর আজ আমি কাঁদি সে জাহান্নামী হওয়ার কারণে। একদিন ওমর (রা:) তাকে তাঁর চোখের দাগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, মুদার গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকদের জন্য কাঁদতে কাঁদতে এ দাগ পড়েছে। তখন ওমর (রা:) বললেন, হে খানসা, তারা তো জাহান্নামে যাবে। তখন আল-খানসা (রা:) বলেন, এটাই তো আমার দীর্ঘ কান্নার কারণ। আমি পূর্বে তাদের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ক্রন্দন করতাম আর আজ ক্রন্দন করি তারা জাহান্নামি হওয়ার

---

২৫৮ হামদু ত্বম্মাস, দিওয়ানুল খানসা, পৃ.১২০/১২১

২৫৯ ইবনে কুতাইবা, আশ- শে'র ওয়াশ শুয়া'রা, ১ম খ., পৃ.২৬৩

কারণে। তখন ওমর (রা:) বলেন তুমি যা করছো তা ইসলাম সমর্থন করেনা। কারণ তারা জাহেলী যুগে মৃত্যু বরণ করেছে এ কারণে তারা জাহান্নামী হবে।

তখন আল-খানসা (রা:) আবৃত্তি করেন,[২৬০]

**سقى جدثا أكناف غمرة دونه**

**من الغيث ديمات الربيع ووابله**

**أعيرهم سمعي إذا ذكر الأسى**

**وفي القلب منه زفرة ما تزايله**

**وكنت أعير الدمع قبلك من بكى**

**فأنت على من مات بعدك شاغله**

মেঘমালা ব্যতীত প্রচুর পানি সমাধিকে সিক্ত করেছে বসন্তের কোমলতা এবং তার প্রবল বর্ষণের মাধ্যমে।

আমার কর্ণকুহর তাদেরকে ধার নিয়েছে যখন তারা সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে এবং অন্তর থেকে তার জন্য অব্যাহত দীর্ঘশ্বাস বের হয়েছে।

তোমার জন্য যে কেঁদেছে তার পূর্বেই আমি অশ্রু প্রবাহিত করেছি। সুতরাং তুমি ঐ ব্যক্তি যে তোমার পর মৃত্যু বরণকারীর স্থান দখলকারী।[২৬১]

একবার কবি আল-খানসা (রা:) কে লোকেরা বলল, আমাদের নিকট আপনার দুই ভাই সখর এবং মুয়াবিয়ার কথা বর্ণনা করুন।

তখন তিনি বললেন, সখর কঠিন সময়ে ঢালের মতো ছিলেন। আর মুয়াবিয়া যা বলতেন তা-ই করতেন।

---

২৬০ বূতরুস আল-বুস্তানী, উদাবাউল আরব ফিল জাহিলিয়্যাহ ওয়া সদরিল ইসলাম, পৃ.২২৯

২৬১ হামদু ত্বম্মাস, দিওয়ানুল খানসা, পৃ.১০৩/১০৪

তাকে বলা হলো, তাদের দুজনের মাঝে কে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং মর্যাদায় বড় ছিলেন?

তিনি বললেন, সখর ছিলেন শীতের উষ্ণতা আর মুয়াবিয়া ছিলেন বাতাসের শীতলতা।

তাকে বলা হলো, তাদের দুজনের মাঝে কার মৃত্যু আপনার জন্য বেশী কষ্টদায়ক ছিল?

তিনি বললেন, সখর হলেন আমার কলিজার টুকরা। আর মুয়াবিয়া হলেন দেহের পীড়া।

এরপর তিনি আবৃত্তি করেন-[২৬২]

**أسدان محمرا المخالب نجدة**

**بحران في الزمن الغضوب الأغبر**

**قمران في النادي رفيعا محتد**

**في المجد فرعا سؤدد متخير**

তারা উভয়ে সাহায্যের ক্ষেত্রে দুইটি সিংহের উত্তপ্ত থাবার মতো। প্রচন্ড পিপাসার সময়ে সুপেয় পানির দুইটি নদীর মতো।

তারা উভয়ে সভা সমাবেশে সম্মানের ক্ষেত্রে দুইটি সুউচ্চ নক্ষত্রের মতো। কল্যাণকর কাজে নেতৃত্বদানে দুইটি পাহাড়ের মতো।[২৬৩]

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর স্বামী মিরদাস এর মৃত্যুতে একটি শোকগাঁথা রচনা করেন। সে শোকগাঁথায় কবি তাঁর মৃত স্বামীর বিভিন্ন বিষয়ের স্মৃতিচারণ করেন।

কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**ما رأيت البدر أظلم كاسفا**

**أرن شواذ بطنه وسوائله**

---

২৬২ দিওয়ানুল খানসা, দারু বৈরুত, পৃ.৭৯

২৬৩ হামদু ত্বম্মাস, দিওয়ানুল খানসা, পৃ.৬৬

رنينا وما يغني الرنين وقد أتى

بموتك من نحو القرية حامله

لقد خار مرداسا على الناس قاتله

ولو عاده كناته وحلائله

وقلن ألا هل من شفاء يناله

وقد منع الشفاء من هو نائله

وفضل مرداسا على الناس حلمه

وأن كل هم همه فهو فاعله

আমি পূর্ণিমার চাঁদকে দেখিনি এমন অন্ধাকারাচ্ছন্ন মনমরা। নিভৃতে লুকিয়ে অশ্রু প্রবাহিত করে একাকী ক্রন্দনরত।

ক্রন্দন করছে কিন্তু এ ক্রন্দনে কোন লাভ নেই। জনপদের দিক থেকে তোমার মৃত্যু বহন করে নিয়ে এসেছে।

মিরদাসের হত্যাকারী মানুষের নিকট গর্জন করছে যদি তিনি তাকে তাঁর নিকুঞ্জে এবং স্ত্রীদের নিকট ফিরতে দিতেন।

তারা বলল তাকে আরোগ্য করার মতো কোন ঔষধ আছে কি, যে তার অধিকারী তার পক্ষ থেকে আরোগ্যকে বিরত রাখা হয়েছে।

মিরদাসের সহনশীলতা তাকে মানুষের মাঝে মর্যাদাবান করেছে। তিনি যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন তা দূর করেছেন।[২৬৪]

২৬৪ দিওয়ানুল খানসা, দারু বৈরুত, পৃ.১২৪

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর ভাই সখরের পুত্র কুয়াজ এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে একটি শোকগাঁথা রচনা করেন। সখরের পুত্র কুয়াজও ছিলেন একজন বীর বাহাদুর এবং অশ্বারোহী যোদ্ধা।

কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**من لامني في حب كوز وذكره**

**فلاقى الذي لا قيت إذا حفز الرحم**

**فيا حبذا كوز إذا الخيل أدبرت**

**وثار غبار في الدهاس وفي الاكم**

**فنعم الفتى تعشوا إلى ضوء ناره**

**كويز بن صخر ليلة الريح والظلم**

কুয়াজের স্মৃতিচারণ এবং ভালবাসার জন্য কে আমাকে তিরস্কার করে। আমি যার মুখোমুখি হয়েছি সে তাঁর মুখোমুখি হোক যখন আত্মীয়তার সম্পর্ক উত্তেজিত করে।

কি চমৎকার সে দৃশ্য যখন অশ্ব কুয়াজের পিছনে পড়ে যেত এবং সমতল ও টিলার ধূলো বালি উড়ে যেত!

কুয়াজ বিন সখর কতইনা সুন্দর যুবক! যার আগুনের আলোয় মানুষেরা অন্ধকারাচ্ছন্ন ঝড়ো রাতে আহার করেছে।[২৬৫]

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর চার ছেলেকে নিয়ে কাদেসিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ছেলেরা সকলেই বীর বাহাদুর ছিলেন। এরপর তাঁর ছেলেরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে সকলেই আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যান। যখন আল-

২৬৫ প্রাগুক্ত, পৃ.১৩০

খানসা (রা:) এর নিকট তাদের শহীদ হওয়ার সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি বললেন, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য যিনি তাদেরকে শহীদ করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট কামনা করি তিনি আমাকে তাদের সাথে স্বীয় রহমতে আশ্রয় দিবেন।[২৬৬]

এখানে আশ্চর্যের বিষয় হলো, তিনি কেবল উপরোক্ত উক্তিটি করেছিলেন, ছেলেদের শহীদ হওয়াতে তাঁর মাতৃ হৃদয়ে কষ্টের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হলেও তিনি তাদের জন্য কোন শোকগাঁথা রচনা করেননি। কেননা ইসলাম তাঁর মনের কষ্টকে প্রশান্তি এবং নিরাপত্তা দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছিল।

উপরোক্ত আলোচনা এবং উদাহরণ দ্বারা এটাই প্রতীয়মান যে, কবি আল-খানসা (রা:) এর শোকগাঁথার মূলভিত্তি ছিল আত্মীয়তার সম্পর্ক। তিনি শোকগাঁথা রচনার ক্ষেত্রে আত্মীয়তা এবং পরিবারের গন্ডি অতিক্রম করেননি। তিনি তাঁর দুই ভাই সখর এবং মুয়াবিয়া, পিতা আমর, স্বামী মিরদাস এবং আপন ভাতিজা কুয়াজের উপর শোকগাঁথা রচনা করেছেন, যারা সকলেই তাঁর পরিবারের সদস্য, আর এ কারণেই তাঁর শোকগাঁথাগুলো প্রচন্ড বেদনা এবং সত্য আবেগ অনুভূতির উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।

একটি স্বার্থক শোকগাঁথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তার মাঝে মৃত ব্যক্তির বিভিন্ন গুণাবলীর স্মৃতিচারণ থাকবে। আর এ বিষয়টি কবি আল-খানসা (রা:) এর শোকগাঁথার মাঝে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়। কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর শোকগাঁথার মাঝে অত্যন্ত সুন্দরভাবে অতিরঞ্জন ব্যতীত মৃত ব্যক্তির বিভিন্ন গুণাবলীর আলোচনা করেছেন যা আপনজনদেরকে হারানোর ব্যথায় তাঁর অন্তর থেকে বের হয়েছে। তিনি তাদের গুণাবলীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, হারানো ব্যক্তি সকল মানুষের নিকট দানশীল, বীর বাহাদুর,

২৬৬ বূতরুস আল-বুস্তানী, উদাবাউল আরব ফিল জাহিলিয়্যাহ ওয়া সদরিল ইসলাম, পৃ.২৩১

যুদ্ধের ময়দানে নির্ভীক যোদ্ধা এবং নিজের গোত্রকে শত্রুদের কবল থেকে রক্ষাকারী হিসেবে পরিচিত।[২৬৭]

যেমন কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

هو الفتى الكامل الحامي حقيقته

مأوى الضريك اذا ما جاء منتابا

يهدي الرعيل إذا ضاق السبيل بهم

نهد التليل لصعب الأمر ركابا

المجد حلته، والجود علته

والصدق حوزته ان قرنه هابا

خطاب محفلة فراج مظلمة

ان هاب معضلة سنى لها بابا

حمال ألوية ، قطاع أودية

شهاد أنجية ، للوتر طلابا

তিনি পরিপূর্ণ রক্ষাকারী যুবক, তাঁর প্রকৃত অবস্থা হলো দরিদ্রের আশ্রয় স্থল যখন কোন পথিক তাঁর নিকট আগমন করে।

যখন কোন দলের পথ সংকীর্ণ হয়ে যায় তখন তিনি তাদেরকে পথ দেখান। দূরন্ত উটের ঘাড়ে জিন বাঁধতেও তিনি নির্ভীক।

সম্মান তাঁর পোষাক, দানশীলতা তাঁর রোগ এবং সত্যবাদিতা তাঁর স্বভাব। যদিও তাঁর সহচর ভীত হয়ে যায়।

---

২৬৭ আবু কুররা সুলতানী, আল-মাওতা ওয়ার রছা ফিশ শি'রিল জাহিলী, পৃ.১৯১

তিনি সত্য-মিথ্যা পার্থক্যকারী বক্তা। অন্ধকার দূরীভূতকারী ভয়ংকর অবস্থার সম্মুখীন হলে তা থেকে বের হওয়ার পথ করে ফেলেন।

তিনি পতাকা বহনকারী, উপত্যকা অতিক্রমকারী, প্রত্যক্ষদর্শীর অন্তরঙ্গ বন্ধু, সঙ্গীহীনের জন্য পরম সাথী।[২৬৮]

এ শোকগাঁথার মাঝে কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর ভাইকে একজন পরিপূর্ণ পুরুষের নমুনা ও আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

কখনো কখনো মৃত্যু বা নিহত হওয়ার সংবাদ কবির নিকট অত্যন্ত কঠিন বেদনাদায়ক হয় ফলে কবি তখন প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করে ফেলেন। হারানো ব্যক্তির কথা এমনভাবে বর্ণনা করেন, মনে হয় যেন তাকে হারিয়ে পৃথিবী এক মহা মুসিবতের সম্মুখীন হয়েছে। তিনি ছিলেন পৃথিবীকে পরিবর্তনকারী। সুতরাং তার মৃত্যুর পর যেন এ পৃথিবীর আর কোন মূল্য নেই।[২৬৯]

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর ভাই সখরের প্রশংসা করে বলেন, তিনি পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায়। তাঁর আলোয় সকলেই আলোকিত হয়। তিনি পবিত্র, বড় একজন নেতা, তিনি অত্যাধিক দানশীল, অধিক ক্ষমাশীল এবং স্বীয় গোত্রের মান-সম্মান বৃদ্ধিকারী।[২৭০] কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**ضاقت بي الأرض وانقضت مخارمها**

**حتى تخاشعت الأعلام والبيد**

**وقائلين تعزي عن تذكره**

**فالصبر ليس لأمر الله مردود**

---

২৬৮ হামদু ত্বম্মাস, দিওয়ানুল খানসা, পৃ.১৩

২৬৯ মুস্তফা আব্দুশ শাফী আশ শুরী, শি'রুর রছা ফিল আসরিল জাহিলী, পৃ.১০২

২৭০ প্রাগুক্ত, পৃ.১০৩

**يا صخر قد كنت بدرا يستضاء به**

**فقد ثوى يوم مت المجد والجود**

**فاليوم أمسيت لا يرجوك ذو أمل**

**لما هلكت وحوض الموت مورود**

**نصبت للقوم فيه فصل أعينهم**

**مثل الشهاب وهى منهم عباديد**

আমার পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং তার পাহাড়ের পথ ভেঙ্গে পড়েছে। এমনকি পথ এবং নির্জন প্রান্তর বিনয়ের ভান ধরেছে।

তার স্মৃতিচারণের ব্যাপারে সান্ত্বনা প্রদানকারীরা বলে ধৈর্য আল্লাহর আদেশের ক্ষেত্রে প্রত্যাখাত নয়।

হে সখর, তুমি ছিলে পূর্ণিমার চাঁদ যার মাধ্যমে পৃথিবী আলোকিত হতো। সুতরাং যেদিন তুমি মৃত্যু বরণ করেছ সেদিন মর্যাদা এবং দানশীলতাও কবরে চলে গিয়েছে।

তুমি আজ এমনভাবে সন্ধ্যা কাটিয়েছ কোন আকাঙ্খী তোমার নিকট আকাঙ্খা করেনি। যখন তুমি মৃত্যু বরণ করেছ, আর মৃত্যুর হাউজ উপনীত হবেই।

তুমি জাতির জন্য তাদের দৃষ্টি পরিমাণ সীমানা প্রতিষ্ঠা করেছ। তারকার মতো আর তা তাদের জন্য চলাচলের পথ।[২৭১]

কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর ভাইয়ের প্রশংসায় বলেন, তার মৃত্যুতে সূর্য আলোকহীন হয়ে গিয়েছে এবং চাঁদ তার নিহত হওয়ায় অপূর্ণ হয়ে রয়েছে। তার মৃত্যুতে অধিক ব্যথা এবং সীমাহীন দুর্যোগে সমস্ত সৃষ্টজীব ক্রন্দন করছে। জ্বীন ইনসান সকলের চোখ থেকে ঘুম

২৭১ হামদু ত্বম্মাস, দিওয়ানুল খানসা, পৃ.৩৮

উড়ে গিয়েছে। যখন তার মৃত্যু সংবাদ এসেছে তখন যুগের দ্বার এবং প্রাণিকূলের অন্তর তাঁর জন্য ক্রন্দন করেছে।[২৭২]

কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**والشمس كاسفة لمهلكه**

**وما اتسق القمر**

**والإِنس تبكي ولها**

**والجن تسعد من سمر**

**والوحش تبكي شجوها**

**لما أتى عنه الخبر**

তাঁর মৃত্যুতে সূর্য আলোকহীন হয়ে পরেছে এবং চাঁদও পূর্ণ হয়নি।

মানুষ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ক্রন্দন করছে এবং জ্বীনেরা রাতে তার আলোচনা করছে।

এবং যখন তার মৃত্যু সংবাদ এসেছে তখন প্রাণীরা দুঃখে ক্রন্দন করেছে।[২৭৩]

কবি আল-খানসা (রা:) এর শোকগাঁথার বিষয়বস্ত যেমন সুস্পষ্ট এবং সুন্দর ঠিক তেমনি তাঁর শব্দ এবং ভাষাও অত্যন্ত উচুঁ মানের। তাঁর শোকগাঁথাগুলো অনুপম শিল্পরূপ এবং আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের আদর্শ উদাহরণ বলা যায়।

যেমন কবি আল-খানসা (রা:) বলেন,

**أعيني جودا ولا تجمدا**

**ألا تبكيان لصخر الندى؟**

---

২৭২ আবু কুররা সুলতানী, আল-মাওতা ওয়ার রছা ফিশ শি'রিল জাহিলী, পৃ.২০০

২৭৩ হামদু ত্বম্মাস, দিওয়ানুল খানসা, পৃ.৫৭

ألا تبكيان الجريء الجميل

ألا تبكيان الفتى السيدا

হে আমার চক্ষুদ্বয় তোমরা অঝোরে ক্রন্দন করো, শক্ত হয়ে থেকো না। তোমরা কি দানশীল সখরের জন্য ক্রন্দন করবে না?

তোমরা কি সুন্দর দুঃসাহসী ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করবে না? তোমরা কি যুবক নেতার জন্য ক্রন্দন করবে না?[২৭৪]

২৭৪ আল-খানসা, আদ-দিওয়ান, পৃ.১৪৩

# পরিশিষ্ট

শোকগাঁথা রচনা কবি আল-খানসা (রা:) এর স্বভাবজাত এক প্রতিভা। তিনি তাঁর জীবনে যে সকল দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন তা তিনি শোকগাঁথা আকারে নিজের আবেগ-অনুভূতি দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। শোকগাঁথা রচনার ক্ষেত্রে তিনি পরিপূর্ণভাবে সফল ছিলেন। তাঁর শোকগাঁথাগুলো শব্দগত এবং অর্থগত উভয় দিক থেকেই সর্ব্বোচ্চ মানের আলংকারিক শোকগাঁথা। এ গবেষণা কর্মটি থেকে আমরা যে ফলাফল লাভ করতে পারি তা হলো-

- ❖ কবি আল-খানসা (রা:) জাহেলী যুগে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ইসলামী যুগ পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করে দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। আর জাহেলী এবং ইসলামী উভয় যুগ পাওয়ার কারণে তিনি একজন মুখাদরাম কবি।
- ❖ কবি আল-খানসা (রা:) এর আসল নাম তুমাদির বিনতে আমর। আল-খানসা তাঁর উপাধি। তবে তিনি আল-খানসা নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।
- ❖ কবি আল-খানসা (রা:) হিজাজের নজদ অঞ্চলের নিকটবর্তী এলাকায় জন্ম গ্রহণ করে সেখানেই তাঁর জীবনের সোনালী সময়গুলো অতিবাহিত করেন।
- ❖ কবি আল-খানসা (রা:) নিজ পরিবার এবং সমাজে নিজের সম্মানজনক অবস্থান তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন।
- ❖ কবি আল-খানসা (রা:) রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মদিনায় আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একজন পরিপূর্ণ মুসলিম নারী হিসেবে জীবন পরিচালনা করেন।
- ❖ কবি আল-খানসা (রা:) ইসলামের জিহাদে বীরত্বের সাথে স্বশরীরে নিজের সন্তানদেরকে নিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ধৈর্যশীল ও মহান আল্লাহর উপর আস্থাশীল সাহাবী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন।
- ❖ সার্বিকভাবে কবি হিসেবে কবি আল-খানসা (রা:) ছিলেন জাহেলী যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম আর শোকগাঁথায় সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।

- ❖ জাহেলী যুগে কবিতার ক্ষেত্রে নারীদেরক মূল্যায়ন না করা হলেও কবি আল-খানসা (রা:) স্বীয় যোগ্যতা বলে তাঁর কাব্যপ্রতিভা মেনে নিতে সকলকে বাধ্য করেছিলেন।
- ❖ কবি আল-খানসার কবিতার মূল বিষয় ছিল শোকগাঁথা। তিনি শোকগাঁথার কবি হিসেবে পরিচিতি এবং প্রসিদ্ধি লাভ করলেও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়েও কবিতা রচনা করেছেন।
- ❖ কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর ভাইদের মৃত্যুর পূর্বে অল্প কয়েকটি কবিতা রচনা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর কাব্য প্রতিভা তাঁর ভাইদের মৃত্যুর পর পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়।
- ❖ কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর দুই ভাই সখর এবং মুয়াবিয়াকে নিয়ে সবচেয়ে বেশী শোকগাঁথা রচনা করেছেন। আর দুই ভাইয়ের মাঝে সখরকে নিয়ে সবচেয়ে বেশী শোকগাঁথা রচনা করেছেন।
- ❖ কবি আল-খানসা (রা:) তাঁর ভাই ব্যতীত তাঁর পিতা, স্বামী এবং ভাতিজাকে নিয়েও শোকগাঁথা রচনা করেছেন।
- ❖ কবি আল-খানসা (রা:) এর শোকগাঁথা রচনার মূল ভিত্তি ছিল আপনজনদের প্রতি তাঁর সীমাহীন ভালোবাসা।
- ❖ কবি আল-খানসা (রা:) আরবী শোকগাঁথায় সত্য সুন্দর আবেগ অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়ে শোকগাঁথায় নতুনত্ব আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।
- ❖ যত ধরণের শোকগাঁথা রয়েছে তার সকল প্রকার শোকগাঁথাই কবি আল-খানসা (রা:) রচনা করেছিলেন।
- ❖ কবি আল-খানসা (রা:) এর কবিতায় জাহেলী যুগের পরিবেশের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কারণ, তিনি জাহেলী যুগেই তাঁর বিখ্যাত কবিতাগুলো রচনা করেছিলেন।

- ইসলামী যুগে কবি আল-খানসা (রা:) কবিতার ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন অবদান পাওয়া যায়না। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রায় সবগুলো কবিতাই জাহেলী যুগের।
- সাধারণভাবে শোকগাঁথায় এবং বিশেষভাবে আরবী শোকগাঁথায় তাকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শোকগাঁথা রচয়িতাদের অন্যতম একজন কবি হিসেবে ঐতিহাসিক, কবি, সাহিত্যিক এবং সাহিত্য সমালোচক ও বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করে নিয়েছেন।

# গ্রন্থপঞ্জী

*Dhaka University Institutional Repository*

# সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. আ. ত .ম. মুছলেহউদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮২ খ্রি.।

২. আনোয়ার আবু সুলাইম, আল-মাতর ফিশ-শে'রিল জাহেলী, আম্মান, জর্ডান, দারু আম্মার, সং-১, ১৯৮৭ খ্রি.।

৩. আবুল আব্বাস আল-মুবাররিদ, আল-কামিল ফিল লুগাতি ওয়াল আদাবি, তাহকিক, মুহাম্মাদ আবুল ফাদল ইব্রাহীম, কায়রো, মিশর, মানসুরাতু দারুল ফিকরিল আরাবি, সং-৩, ১৪১৭ হি.।

৪. আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ আল-মুবাররিদ, আল-কামিল ফিল লুগাতি ওয়াল আদাবি, বৈরুত, লুবনান, মাকতাবাতু দারুল মায়ারিফ।

৫. আবুল আব্বাস সা'লাব আহমাদ বিন ইয়াহইয়া, শরহু দিওয়ানুল খানসা, তাহকিক, ড. আনোয়ার আবু সুয়াইলাম, জর্ডান, দারু আম্মার, সং-১, ১৯৮৮ খ্রি.।

৬. আবুল কাসিম আল হাসান ইবনে বাশার আল-আমাদি, মুতালিফ ওয়াল মুখতালিফ ফি আসমাইশ শু'য়ারাই, তাসহিহ, করানকুফ, মাতবাআতুল কুদসি, ১৩৫৪ হিঃ।

৭. আবুল ফারাজ আল-ইস্ফাহানী, কিতাবুল আগানি, লাজনাতুল আদাব, দারুস সাকাফা, সং-১, ১৯৮১ খ্রি.।

৮. আব্দুল কাদির আল-বাগদাদি, খিযানাতুল আদাব, বৈরুত, লুবনান, দারু সদির ।

৯. আবুল হাসান ইবনে রশিক আল-কারওয়ানি, আল-ওমদাহ ফিস শে'র ওয়া আদাবিহি ওয়া নাকদিহি, তাহকিক, মুহিউদ্দিন আব্দুল হামিদ, বৈরুত, দারুল জিল, সং-৪, ১৯৭২ খ্রি.।

১০. আবুল ফাদল আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে হাজার আল-আসকালানি, আল-ইসাবাতু ফি তাময়িযিস সাহাবাহ, তাহকিক, আদিল আহমাদ আব্দুল মাওজুদ, বৈরুত, লুবনান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, সং-১, ১৪১৫ হিঃ।

১১. আবুল মানসুর আস সায়ালাবি, ইয়াতিমাতুদ দাহার ফি মাহাসিনি আহলুল আসার, তাহকিক, ড. মুফিদ মুহাম্মাদ কুমাইহা, বৈরুত, লুবনান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, সং-১, ১৪০৩ হিঃ।

১২. আল-মুবাররিদ, আল-কামিল ফিল লুগাতি ওয়াল আদাবি, তাহকিক : যাকি মুবারাক, আহমাদ শাকির, বৈরুত, লুবনান, দারুল মায়ারিফ।

১৩. আহমাদ ইবনে ইব্রাহীম আল-হাশেমি, জাওয়াহিরুল আদাব ফি আদাবিয়্যতি ওয়া ইনশাই লুগাতিল আরাব, বৈরুত, লুবনান, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ২০০৭ খ্রি.।

১৪. আহমদ কাব্বিশ, তারিখুশ-শি'রিল আরবী আল-হাদিছ, বৈরুত, ১৯৭১ খ্রি.।

১৫. আল-খানসা তুমাদির বিনতে আমর ইবনে আশ্-শারিদ, আদ-দিওয়ান, তাহকিক : আনওয়ার আবু সুলাইম, আম্মান, জর্ডান, দারু আম্মার, সং-১, ১৯৮৮ খ্রি.।

১৬. আল-খানসা, আদ-দিওয়ান, তাহকিক : আব্দুস সালাম আল-হাওফি, বৈরুত, লুবনান, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, সং-১, ১৯৮৫ খ্রি.।

১৭. আস-সারিহি সলুহ বিনতে মুসলিহ বিন সাঈদ, আর রছা ফিশ্ শে'রিল জাহেলী, জেদ্দা, সৌদি আরব, কুল্লিয়াতুত্ তারবিয়্যা লিল বানাত্, ১৯৯৮ খ্রি.।

১৮. আলি আল-বাতল, আস-সুরাতু ফিশ-শে'রিল আরাবি হাত্তা আওয়াখিরিল কারনিল ছানিল হিজরি, বৈরুত, লুবনান, দারুল আন্দালুস, সং-২, ১৯৮১ খ্রি.।

১৯. আল-আব লুইস সিখু আল-ইসুয়ি, আনিসুল জুলাসা ফি শারহি দিওয়ানিল খানসা, বৈরুত, লুবনান, ১৮৯৬ খ্রি.।

২০. আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে আলী আল-হাসারি আল-ক্বাইরুয়ানি, যাহুরুল আদাব ওয়া সামারুল আলবাব, তাহকিক ওয়া তাশরিহ : মুহাম্মাদ মুহিউদ্দিন আব্দুল হামিদ, বৈরুত, লুবনান, দারুল জিল, সং-৪।

২১. আশ-শারিশি, শরহু মাকামাতুল হারিরি, বৈরুত, লুবনান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, সং- ২, ২০০৬ খ্রি.।

২২. আল কাযি হুসাইন বিন মুহাম্মাদ আল-মাহদি, সইদুল আফকার ফিল আদাবি ওয়াল হাকামি ওয়াল আমসাল, মানসুরাতু বিযারাতিল সাকাফাতিল ইয়ামানিয়্যা, ইয়েমান, ২০০৯ খ্রি.।

২৩. আবু কুররা সুলতানি, আল-মাওতা ওয়ার রাছা ফিস শে'রিল জাহেলী, মাহাদুল আদাব ওয়াল লুগাত, আল-জাযাইর, জামিয়াতু কুসতুনতিনা, ১৯৯৬ খ্রি.।

২৪. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে কুতাইবা, আশ শে'র ওয়াশ শু'য়ারা, কায়রো, মিসর, দারুল মায়ারিফ, ১৯৮২ খ্রি.।

২৫. আবু ইউসুফ আহমাদ ইবনে কুতাইবা, আশ শে'র ওয়াশ শুয়ারা, বৈরুত, লুবনান দারু ইহইয়াইল উলুম।

২৬. আবু হাযিম আল- কুরতুজানি, মিনহাজুল বুলাগায়ি ওয়া সিরাজুল উদাবায়ি, তাহকিক : মুহাম্মাদ আল-হাবিব আল-খুজাহ, দারুল গারবিল ইসলামী, সং-৩, ১৯৮৬ খ্রি.।

২৭. আহমাদ মুখতার ওমর মুজামুল লুগাতিল আরাবিয়া আল-মুয়াসারা, কায়রো, মিশর, আলামুল কুতুব, সং-১, ২০০৮ খ্রি.।

২৮. আল-খানসা, দিওয়ান, লুবনান, দারুল আন্দালুস।

২৯. আল-খানসা, দিওয়ান, মাকতাবাতুস সাকাফিয়্যা।

৩০. আল-খানসা, দিওয়ান, হামদু ত্বম্মাস, বৈরুত, দারুল মা'রিফা, সং-২, ২০০৪ খ্রি.।

৩১. আব্দুল আজিজ আব্দুল্লাহ আস সালিম, মিন রাওয়াইয়ুর রাছা, জারিদাতুর রিয়াদ, তারিখ, ০৬/০১/২০০১৭ খ্রি.।

৩২. আবুল হাসান ইবনে রসিক, আল-ওমদাহ ফি মাহাসিনিস শে'র ওয়া আদাবিহি ওয়া নাকদিহি, তাহকিক : আব্দুস সাত্তার আব্দুল হামিদ হিনদাভি, সাইদা, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, সং-১, ২০০১ খ্রি.।

৩৩. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম বিন কুতাইবা, আস শে'র ওয়াশ্ শুয়ারা, ওযারাতুছ সাকাফা, আল-জাযাইর, ২০০৭ খ্রি.।

৩৪. ইয়াকুব আল-ফিরোজাবাদী, আল-কামুসুল মুহিত, মুহাম্মাদ নাঈম আল- আরকাসুসির তাহকিক কৃত, মুয়সসাসাতুর রিসালা, সং-৮, ২০০৫ খ্রি.।

৩৫. আহমাদ মুহাম্মাদ আল-হাওফি, আল-মারআতু ফিশ শে'রিল জাহেলী, দারুল ফিকরিল আরাবি, সং-২।

৩৬. আয়েশা আব্দুর রহমান বিনতুশ্ শাতি-ই, আল-খানসা, সিলসিলাতু রাওয়বিগুল ফিকরিল আরাবি, দারুল মায়ারিফ, সং-২, ১৯৬৩ খ্রি.।

৩৭. ইবনে কুতাইবা, আশ-শি'রু ওয়াশ শু'য়ারা, বৈরুত, লুবনান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, সং-১, ১৯৮১ খ্রি.।

৩৮. ইবনে ত্বইফুয, বালাগাতুন নিসা ওয়া ত্বরাইফি কালামিহুন্না ওয়া মালহি নাওয়াদিরিহুন্না ওয়া আখবারি যাওয়াতি রায়ই মিনহুন্না ওয়া আশআরিহুন্না ফিল জাহেলীয়্যাতি ওয়া সদরিল ইসলাম, মাতবাতু মাদরসাতি ওয়ালিদাতি আব্বাস আল-আওয়াল, ১৩২৬ হি.।

৩৯. ইয়াকুত আল-হামাভি আর রুমি, মুজামুল ওদাবা, তাহকিক, ড. ইহসান আব্বাস, বৈরুত, লুবনান, দারুল গারবিল ইসলামী, সং-১, ১৯৯৩ খ্রি.।

৪০. ইবনে কুতাইবা, আশ-শে'র ওয়াশ শুয়ারা, কায়রো, মিশর, দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা, ১৩৪৬ হি.।

৪১. ইবনে কুতাইবা, আশ-শি'রু ওয়াশ শু'য়ারা, বৈরুত, লুবনান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, সং- ১, ১৯৮১ খ্রি.।

৪২. ইবনে হাজার আল আসকালানি, আল-ইসাবা ফি তাময়িযিস সাহাবা, বৈরুত, লুবনান, দারুল ফিকর, ১৯৭৮ খ্রি.।

৪৩. ইবনুল আসির, উসুদুল গাবা ফি মায়ারিফাতিস সাহাবা, বৈরুত, লুবনান, দারু ইহইয়া আত তুরাসূল আরাবি ।

৪৪. ইবনে সাল্লাম আল জুমাহি, তাবাকাতুশ শু'য়ারা, বৈরুত, লুবনান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৯৮০ খ্রি.।

৪৫. ইয়াহইয়া আল-জাবুরি, আশ-শে'রিল জাহেলী খাসাইসুহু ওয়া ফুনুনুহু, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, সং-৮, ১৪১৮ হি.।

৪৬. ইবনু সলিহ, হিনদ, ইব্রাহীম, আশ-শে'রুল জাহেলী, আনতারা, আল- খানসা, আন-নাবিগা, দারু মুহাম্মাদ আলি আল-হামি, সিলসিলাতু ফাওয়ানিস।

৪৭. ওমর ফাররুখ, আল-মিনহাজুল জাদিদাহ ফিল আদাবিল আরাবি, বৈরুত, লুবনান, দারুন লিল মালাইন, ১৯৬৮ খ্রি.।

৪৮. ওমর ফাররুখ, তারিখুল আদাবিল আরাবি, বৈরুত, লুবনান, দারুল ইলম লিল মালায়িন, ১৯৯৫ খ্রি.।

৪৯. ওমর ফারুক আল-তিবা, ফুনুনুশ্ শে'রুল আরাবি, বৈরুত, দারুল ফিকর, সং-১, ১৯৯২ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

৫০. ওহাব আহমাদ রুমিয়া, শে'রুন আল কাদিম ওয়ান নাকদুল জাদিদ, আল-কুয়েত, আলামুল মারিফা, সং-১, ১৯৯৬ খ্রি.।

৫১. কারাম আল-বুসতানি, শে'রুল খানসা, বৈরুত, লুবনান, মাকতাবাতু সদির, ১৯৭০ খ্রি.।

৫২. কারানকুফ, দাইরাতুল মায়ারিফিল ইসলামিয়্যা, মাদ্দাতুল খানসা।

৫৩. কামিল হাসান আল-বাসির, বিনায়ুস সুরাতিল ফাননিয়্যাতি ফিল বায়ানিল আরাবি, বাগদাদ, মাতবাআতুল মাজমায়িল ইলমিল ইরাকি, ১৯৮৭ খ্রি.।

৫৪. কার্ল ব্রোকেলম্যান, তারিখুল আদাবিল আরাবি, তরজমা : আব্দুল হালিম নাজ্জার, কায়রো, মিশর, দারুল মায়ারিফ, ১৯৫৯ খ্রি.।

৫৫. কুদামা ইবনে জাফর, নাকদুশ্ শে'র, তাহকিক : মুহাম্মাদ আব্দুল মুনয়িম খফাজি, মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতিল আযহারিয়্যা, ১৯৮০ খ্রি.।

৫৬. গোলাম সামাদানী কুরায়শী, আরবি সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ খ্রি.।

৫৭. জাব্বার আব্বাস আল-লামি, ক্বিরাআতুন জাদিদাহ ফি মারাছিল খানসা, মুয়াসসাসাতুল ইয়ামামাতুল সাফহিয়্যা, ২০০০ খ্রি.।

৫৮. জুরযি যাইদান, তারিখুল আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যা, বৈরুত, লুবনান, দারু মাকতাবাতুল হায়াত, সং-৩, ১৯৭৮ খ্রি.।

৫৯. ড. অধ্যাপক আল-সাইয়্যিদ আব্দুল হালিম মুহাম্মাদ হুসাইন, নাযারিয়্যাতুন ফিদ দিরাসাতুল আদাবিয়্যা, সাবাকা আলুকাহ, তারিখ, ০৬/০১/২০১৭ খ্রি.।

৬০. ড. অধ্যাপক আসআদ মুহাম্মাদ আলি নাজ্জার, আল-রাছা ইনদা শুয়ারাইল হিলা, মাজাল্লাতু মারকাযু বাবিল লিদদিরাসাতুল হাদারিয়্যা ওয়াত তারিখিয়্যা, সংখ্যা-২, মুজাল্লাদ-২।

৬১. ড. অধ্যাপক মুহাম্মাদ সারফিয়ানি, আল-রাছা ফিশ্ শে'রিল আরাবি আল- কাদিম ওয়া ইত্তেজাহাতুহু, দিওয়ানুল আরাব, মাজাল্লা ইলেকতারুনিয়্যা, তারিখ,০৬/০১/২০১৭ খ্রি.।

৬২. ড. আফিফ আব্দুর রহমান, আল-শের ওয়া আইয়্যামুল আরাব ফিল আসরিল জাহেলী।

৬৩. ড. মুহাম্মদ ত্বহা হুসাইন, আত তাওযিহুল আদাবি, বৈরুত, আলামুল কুতুব, সং-১, ২০১৬ খ্রি.।

৬৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা, ঢাকা, আহসান পাবলিকেশন, ২০০৩ খ্রি.।

৬৫. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরব মনীষা, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, জুন-২০০৩, ৩য় সং-জানুয়ারি, ২০১২ খ্রি.।

৬৬. ড. আহমদ আলী, আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস, চট্টগ্রাম, আল-'আকিব প্রকাশনী, এপ্রিল, ২০০৪ খ্রি.।

৬৭. তালাল হারব, দিওয়ানুল মুহালহাল বিন রবিয়া, বৈরুত, দারু সাদির, সং-১।

৬৮. দারুল আন্দালুস লিত-তিবাআ ওয়ান নাসরি ওয়াত তাওযি, ১৯৮৪ খ্রি.।

৬৯. নাসির আল-হুমাইদি, ফির রাছা ইউয়াববিরুস সা'ইর ফি কাসাইদিহি আন ইহসাসিহি ওয়া আতিফাতিহি, জারিদাতুর রিয়াদ, তারিখ, ০৬/০১/২০১৭ খ্রি.।

৭০. নুসরাত আব্দুর রহমান, আস-সুরাতুল ফাননিয়্যা ফিশ-শে'রিল জাহেলী ফি দওয়িন নাকদিল হাদিস, আম্মান, জর্ডান, মাকতাবাতুল আকসা, সং-২, ১৯৮২ খ্রি.।

৭১. ব্রোকেলম্যান, তারিখুল আদাবিল আরাবি, আরবী অনুবাদ, দারুল মায়ারিফ।

৭২. বুতরুস আল-বুসতানি, ওদাবাউল আরাব ফিল জাহেলিয়্যা ওয়া সাদরিল ইসলাম, দারু মারুন আবুদ লিত্-তিবাআ, ১৯৮৬ খ্রি.।

৭৩. বুসরা মুহাম্মাদ আলি আল-খতিব, আর-রাছা ফিশ্-শে'রিল জাহেলী ওয়া সাদরিল ইসলাম, জামিয়া বাগদাদ, বাগদাদ, মুদিরাতু মাতবা'তি ইদারাতিল মাহাল্লিয়্যা, ১৯৭৭ খ্রি.।

৭৪. বাসারি মুসা সলিহ, আশ-শে'রিয়্যা ফিন-নাকদিল আরাবিল হাদিস, বৈরুত, লুবনান, আল- মারকাযুস সাকাফিল আরাবি, সং-১, ১৯৯৪ খ্রি.।

৭৫. মো. আবুল কাশেম ভূঞা, সাহাবীদের (রা:) কাব্যচর্চা, ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭ খ্রি.।

৭৬. মুহাম্মাদ জুরমান আল-আওয়াজি, আল-কায়্যিমুল ইনসানিয়্যা ফি শে'রির রাছাইল জাহেলী, মাক্কাতুল মুকাররামা, সৌদি আরব, দারুল হারিসি লিত-তিবাআতি ওয়ান নাসরি, সং-১, ১৪১৫ হিঃ।

৭৭. মুহাম্মাদ হাসান আব্দুল্লাহ, আস-সুরাতু ওয়াল বিনায়িশ শে'রি, কায়রো, মিশর, দারুল মায়ারিফ, ১৯৮৪ খ্রি.।

৭৮. মুহাম্মাদ ফুয়াদ নাফা, আল-জুদ ওয়াল বুখল ফিস শে'রিল জাহেলী, মাদখাল লুগাভি উসলুবি, দামেশ্ক, দারু ত্বলাস লিদ-দিরাসাতি ওয়ান নাসর।

৭৯. মাযিন আল-মুবারাক, আল-মুজিজ ফি তারিখিল বালাগাহ, বৈরুত, লুবনান, দারুল ফিকরিল মুয়াসির, সং- ২, ২০০২ খ্রি.।

৮০. মুনজির আল-জাবুরি, আশ-শে'রুল জাহেলী খাসাইসুহু ওয়া ফুনুনুহু, দারুল হুররিয়্যা লিত-তিবাআতি, মানসুরাতু ওযারাতিল আ'লাম, বাগদাদ, আল-জামহুরিয়্যাতুল ইরাকিয়্যা, ১৯৭৪ খ্রি.।

৮১. মাহির আহমাদ, আল উসরাতু ফিস-শে'রিল জাহেলী দিরাসাতুন মাওদুইয়্যাহ ওয়া ফান্নিয়্যা, আম্মান, জর্ডান, দারুল বাসির, ২০০৩ খ্রি.।

৮২. মুহাম্মাদ হামুদ, আল-খানসা শায়িরাতুর রাছা, বৈরুত, দারুল ফিকরিল লুবনানি লিত-তিবাআতি ওয়ান নাসরি, সং-১, ১৯৯৩ খ্রি.।

*Dhaka University Institutional Repository*

৮৩. মুস্তাফা আব্দুস সাফি আস-সুরি, আশ-শে'রুল জাহেলী তাফসিরান ওসতুরিয়্যান, কায়রো, মিশর, আস-সারিকাতুল মিসরিয়্যাতুল আলামিয়্যা লিন-নাসরি, সং-১, ১৯৯৬ খ্রি.।

৮৪. মুহাম্মাদ ইবনে সাল্লাম আল-জুমহি, তাবাকাতু ফুহুলিস শুয়ারা, শরহু আবু ফেহের মাহমুদ মুহাম্মাদ শাকির, জেদ্দা, মানসুরাতু দারুল মাদানি।

৮৫. মুস্তাফা সদিক আর-রাফিয়ি, তারিখু আদাবিল আরাব, তাহকিক : আব্দুল্লাহ আল-মানসাভি এবং মাহদি আল-বাহকরি, মাকতাবাতুল ঈমান।

৮৬. মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যা মিসর, আল-মুজামুল ওসিত, মাকতাবাতু সুরুকুদ দাওলিয়া, সং-৪, ২০০৪ খ্রি.।

৮৭. মুস্তাফা আব্দুস শাফি আশ শুরি, শে'রুর রাছা ফির আসরিল জাহেলী দিরাসাতুল ফান্নিয়্যা, বৈরুত, মাকতাবাতুল ই'লামা।

৮৮. যায়েদ বিন মুহাম্মাদ বিন গনিম আল-জুহানি, আস-সুরাতুল ফাননিয়্যা ফিল মুফাদ্দালিয়্যাত আনমাতুহা ওয়া মাওদুওহা ওয়া মাসাদিরুহা ওয়া সিমাতুহাল ফান্নিয়্যা, আল-মাদিনাতুল মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, আল-জামিয়াতুল ইসলামীয়্যা, সং-১, ১৪২৫ হি.।

৮৯. শামি ইয়াহইয়া, আল-খানসা শায়িরাতুর রাছা, বৈরুত, দারুল ফিকরিল আরাবি লিত-তিবাআতি ওয়ান নাসরি, সং-১, ১৯৯৯ খ্রি.।

৯০. শাওকি দাঈফ, তারিখুল আদাবিল আরাবি, আল-আসরুল জাহেলী, কায়রো, মিশর, দারুল মায়ারিফ, সং-৪।

৯১. শাওকি দাঈফ, ফুনুনুল আদাবিল আরাবি, আল-রাছা, কায়রো, মিশর, দারুল মায়ারিফ, সং-১, ১৯৫৫ খ্রি.।

৯২. শাওকি দাইফ, ফুনুনুল আদাবিল আরাবি, আল-ফননুল গিনায়ি, আর রাছা, কায়রো, মিশর, দারুল মায়ারিফ, ১৯৭৭ খ্রি.।

৯৩. শাওকি আব্দুল হাকিম, আয যির সালিম আবু লাইলা আল-মুহালহাল, যুক্তরাজ্য, মুয়াসসাসাতু হানদাভি সি আই সি, ২০১৭ খ্রি.।

৯৪. সাইয়্যিদ আহমাদ আল-হাশিমি, জাওয়াহিরুল আদাব ফি আদাবিয়্যাত ওয়া ইনশায়ি লুগাতিল আরাব, দারুল জিল, সং-১, ২০০৩ খ্রি.।

৯৫. সুহাম আল- মিসরি, সরহু দিওয়ানু আবি যুয়াইব আল-হাযালি, বৈরুত, লুবনান, আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, সং-১, ১৪১৯ হি., পৃ.- ১৪৫/১৪৬।

৯৬. হামুদি আল-কাইসি, আত-তবিয়াতু ফিশ-শে'রিল জাহেলী, বৈরুত, লুবনান, আলামুর কুতুব, সং-২, ১৯৮৪ খ্রি.।

৯৭. হান্না আল-ফাখুরি, আল-মুজিজ ফিল আদাবিল আরাবি ওয়া তারিখুহু, বৈরুত, দারুল জাবিল, ২০০৩ খ্রি.।

৯৮. হামদু ত্বম্মাস, দিওয়ানুল খানসা, বৈরুত, লুবনান, দারুল মায়ারিফা, সং-২০০৪ খ্রি.।

৯৯. হাসান জুমআ, আল-রাছা ফিল জাহেলীয়্যাতি ওয়াল ইসলাম, দিমাশক, দারু মাআদ লিন নাসরি ওয়াত তাওযি, সং-১, ১৯৯১ খ্রি.।

১০০. K. A. Fariq, A History of Arabic Literature, Delhi, Institute of Islamic Studies, 1972.

১০১. R. A. Nicholson, A Literary History of the Arabs, London, Cambridge University Press, 1962.